সিমেণ্ট

১ম খণ্ড

এফ্ গ্লাডকভ্

অনুবাদ—অশোক গুহ

প্রবীণ পাব্লিশার্স, কলিকাতা—১২

লেখকের আত্মজীবনী

১৮৮৩ সালে সারাতভ প্রদেশের পেত্রোভস্ক জেলার চার্ণাভাকা গ্রামে এক গরীব চাষীর ঘরে আমার জন্ম হয়। ছেলেবেলাটা গ্রামেই কেটে গেছে। ন'বছর অবধি ছিলাম সেখানে। এক বুড়োর কাছে লিখতে পড়তে শিখি। তিনি ছিলেন ধর্মপ্রাণ মানুষ। আমার বাবা মাও ধার্মিক ছিলেন। আমার ঠাকুরমা আমাকে পুরাণো শাস্ত্রের গল্প মুখে মুখে শোনাতেন। গান বলতে তখন জানতাম, শুধু স্তোত্র। আমার ঠাকুরমা (উনি নিজে ছিলেন দাস) আর মা চমৎকার গল্প বলতে পারতেন, তাঁদের প্রভাব আমার উপর খুবই পড়েছে।

ন'বছর বয়েসে গ্রাম ছেড়ে মা-বাবার সঙ্গে গিয়ে থাকি ; কখনো বা ভোল্‌গার পাড়ের জেলে, কখনো বা ককেশাসের চাষীর সঙ্গে আমার জীবন কাটে। ১৮৯৫ সালে এই ভ্রাম্যমান জীবন সাঙ্গ হোল। আমরা ক্রাসনাদরে এসে বসবাস করতে লাগলাম। এখানে আমার বাবা এক কলে চাকরী পেলেন। মাও দিনে কাজে বেরিয়ে যেতেন। আমার ছিল খুবই পড়ার শখ, খুব পড়তাম ! সমস্ত ক্লাসিক তখন আমার পড়া হয়ে গেছে। লারমান্তভ, দস্তিয়েভ্‌স্কী, টলষ্টয় তো আমাকে মাতাল করে তুলেছেন, আবার পুশকিন আর গোগোল জুড়িয়ে দিয়েছেন উত্তাপ। এবার উচ্চ বিত্থালয়ে ঢুকতে চাইলাম, কিন্তু ওরা ভর্ত্তি করলে না। পরীক্ষায় ভালই পাশ করেছিলাম, কিন্তু আমি যে গরীব। তাই উচ্চ বিত্থালয়ের আশা ছেড়ে আমি এক ওষুদের দোকানে শিক্ষা-নবিশী শুরু করলাম। কিন্তু একাজে মন টিঁকলোনা, তাই তাড়াতাড়ি ছেড়ে চলে এলাম ; এক লিথোগ্রাফের দোকানে আবার চাকরী পেলাম, এ চাকরীও ছেড়ে দিলাম। শেষে এক ছাপাখানায় শিক্ষানবিশ হলাম। এখানে ছ'মাস টিকে ছিলাম, তারপর আবার পালিয়ে এলাম। শহরের কামনা তখন আমাকে পেয়ে বসেছে। ১৯০১ সালে আমার লেখাপড়া শেষ হোলো।

আমার ছাত্রজীবনের শেষ দিকে বাবা-মা বহুদিন বেকার হয়ে ছিলেন। আমি দু-চারটি ছাত্র পড়িয়ে যা সামান্য কিছু পেতাম, তাই তাঁদের হাতে এনে দিতাম। লেখক হিসাবে প্রথমে যে ক'টা পেন্স রোজগার করলাম, সে নিছক সাংবাদিকতা করে। আমার দুঃখ দুর্দশায় শরীর পুষ্ট হয়ে ওঠেনি (কাফেতে যে সব জিনিষ লোকে ফেলে দিত, সেইগুলি দিয়েই আমি পেট ভরাতাম) তাই অসুখেও পড়লাম। দু'মাস কেটে গেল হাঁসপাতালে। হাঁসপাতাল ছাড়তে না ছাড়তেই বাবা টাকা জাল করে ধরা পড়লেন। তিনি যাবজীবন ট্রান্সবৈকালিকায় বন্দীজীবন যাপন করার আগে ছ'মাস সহরের জেলেই কাটালেন। মাও চললেন বাবার সঙ্গে সাইবেরিয়ায়, আমিও সাথী হলাম। এখানে এসে একটা ইস্কুল মাষ্টারি পেয়ে গেলাম।

১৯০৫ সালে বাবা ছাড়া পেলেন, কিন্তু তাঁকে সে অঞ্চলে তখনো থাকতে হবে, এই ছিল শর্ত। একটা ছোটোখাটো থামারবাড়ি আর কিছু চাষের যন্ত্র-পাতি তাঁকে কিনে দিয়ে আমি মস্কোর উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। পকেটে তখন আমার একটি পয়সা নেই, কিন্তু মনে কত রঙীন আশা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হব। এবার এ ল বিপ্লবের প্রথম গুঞ্জনধ্বনি। মস্কো না গিয়ে চলে এলাম টিফ্লিস্-এ, সেখানে এক নর্মাল ইস্কুলে ভর্তি হ'লাম। ছ'মাস পরে পাশ করেও বার হলাম। এবার আমার প্রথম দীক্ষা হোল বিপ্লবী কর্মে! কুবান-এ চলে এলাম। সোশ্যাল ডেমোক্রাট দলে কাজ শুরু হোল। কর্তৃপক্ষের বিষ নজর পড়লো, তারা আমার তল্লাসে ছুটোছুটি শুরু করলে। ট্রান্সবাইকালিকায় আবার পালিয়ে এলাম, কিন্তু এখানে এসে পুলিশের হাতে ধরাও পড়ে গেলাম। তার ফল: লেনানদীর ধারে এক অঞ্চলে তিন বছরের জন্য নির্বাসন। তারপরে কুবানে ফিরে এসে, কমিউনিষ্ট হিসাবে বিপ্লবে যোগ দিলাম। গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত লড়েছি।

যখন আমার সতেরো বছর বয়েস, ইস্কুলে পড়ছি, তখন থেকে লেখা শুরু করি। স্থানীয় কাগজে আমার গল্প ছাপা হোত। মজুর আর ছন্নছাড়া মানুষের

রীতির সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। আমার গল্পে থাকতো তাদেরই কথা। গল্পগুলি খুব আদরও পেল। এবার ম্যাক্সিম গোর্কির কাছে চিঠি লিখতে লাগলাম, তিনি আমার প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। আমার উপরে তাঁর প্রভাব তো অসাধারণ, অমূল্য। কোরোলেঙ্কোও আমাকে অনুগ্রহ করতেন। তাঁর সঙ্গেও আমার চিঠিপত্র চলেছিল কিছুদিন ধরে। আমার প্রথম ভাল গল্পটি জাভিয়েতি নামে মাসিকপত্র ১৯১৩ সালে গ্রহণ করেন, ১৯১৪ সালে এই মাসিক-পত্রখানা নিষিদ্ধ হ'য়ে যায়। তারপর পাণ্ডুলিপি পাঠাই সোভ্রেমেণি নামে কাগজে; সেখানাও নিষিদ্ধ হয়ে যায়। এই গল্পটি প্রকাশিত হয় বিপ্লবের পরে।

ফিওদর ভ্যাসিলিয়েভিচ্ গ্লাডকভ্

গ্লাডকভের রচনাবলী—

কাহিনী—দিগালফ্ (the Gulf), দি উল্‌ভ্‌স (the Wolves)।

উপন্যাস—কোর্সার অফ ফায়ার (Courser of five), সিমেণ্ট (Cement)।

নাটক—দি হোর্ড (the horde), দি ডেডউড (the dead wood); গ্লাড্‌কভ এখনো জীবীত। এখনো তিনি লিখছেন। সোবিয়েৎ লিটারেচারের খবর: সম্প্রতি তিনি তাঁর আত্মকথা লিখেছেন।

ভূমিকা
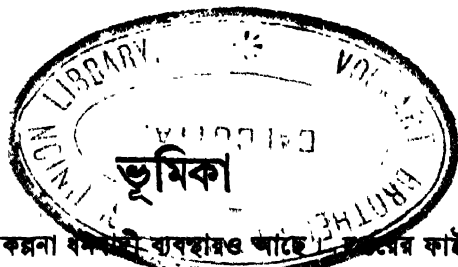
শিল্পীকরণের পরিকল্পনা ধনবাদী ব্যবস্থায়ও আছে। [illegible]মের ফাইলে ফাইলে হয়তো কখনো বা তার সমাপ্তি ঘটে, কখনো বা সে পরিকল্পনা চালুও হয়। কিন্তু যে ফসল ফলে, তা একটি শ্রেণীরই প্রাপ্য; সবার নয়। জনগনের সমান অংশীদারির কথা থাকলেও, তারা প্রতারিতই হয়। কিন্তু সাম্যবাদী ব্যবস্থায় শিল্পীকরণের সংজ্ঞা আলাদা, পরিকল্পনাও আলাদা। সেখানে যে কাগজের তাড়া তৈরী হয়, তার প্রতিটি হরফ জনগণের মঙ্গলমুখীন, তাদেরই সংহতিশক্তি দ্বারা উদ্বুদ্ধ, তাদের প্রাণ-বন্যায় উচ্ছল। সে এক কাহিনী। তারই বাস্তব ছবি গ্লাডকভ-এর সিমেণ্ট

সোবিয়েতের তখন শৈশব। বিপ্লব হয়ে গেছে, দেশের উপর ধনবাদী শক্তির হানা চলছে। এ ব্যবস্থায় সবাই সন্তুষ্ট নয়। পুরানো মূল এখনো রয়েছে। তাই সন্দেহ-সংশয়ের দোলা মনে। আর আছে ঘোর দারিদ্র্য। সেই দারিদ্র্য আর সন্দেহ-সংশয়ের মধ্যেও নতুন আদর্শের বলে বলীয়ান মানুষ গড়ে তুললো শ্রমশিল্পের কারখানাগুলি, মৃত যন্ত্র-দানবকে আবার নবীন প্রাণে সঞ্জীবীত করলো। সেদিন যন্ত্র আর মজুরের লৌহ-শোষণকারী দানব রইলোনা, সে হোলো বন্ধু। মজুর তারা হোল তার প্রভু। ভগ্ন প্রাকারের আবার গড়ে উঠলো নতুন দিন। সেদিন যে প্রাণ-বন্যা এল, সেই বন্যায় ভেসে গেল সন্দেহ-সংশয়। সর্বহারা এল, এল মধ্যবিত্ত, এল বুদ্ধিজীবী, সবারই এক কামনা—আবার গড়ে তুলবো আমরা। ধনবাদী ব্যবস্থা যা আলাদীনের আজব প্রদীপের আজব কাজ, তা এখানে সম্পূর্ণ হোল জনগণের সংহতি শক্তিতে। সিমেণ্ট সেদিনেরই কাহিনী।

কিন্তু এ কাহিনী শুধু ডিজেল ইঞ্জিনের প্রশস্তিনয়, শুধু ক্রেণের ঝনঝনানিই

এখানে নেই—এখানে আছে রক্তমাংসের মানুষের পরিচয়। সমাজ-ব্যবস্থা বদলে গেছে। নয়া-জমানা এসেছে। কিন্তু পুরানো সংস্কার এখনো মানুষের অস্থিমজ্জায়। এখনো পুরুষ চায় নারীকে ক্রীতদাসী করে রাখতে, এখনো সে তার ক্রীড়নক, সাথী নয়। কিন্তু সাম্যের মন্ত্র পেয়েছে নারী, তারা বেরিয়ে এসেছে গৃহকোণ ছেড়ে। পুরুষের সঙ্গে সমান ঠাই চায়। মানুষের গড়া আইন তারা ভাঙছে, তাদের প্রেরণা জোগাচ্ছে সাম্যবাদ লেনিনের বাণী। শুধু এনয়, বিরোধ দেখা দিয়েছে নানা দিকে। বিরোধের মধ্যে নতুন দিনের অঙ্কুর গজিয়ে ওঠছে। এ কাহিনী তারই সম্ভাবনায় ভাস্বর। আর সেই ভাস্বরতায় কাহিনী দেশ কালের গণ্ডি পেরিয়ে এপিকের সার্থকতায় মহান হয়ে উঠেছে।

এই উপন্যাসখানি বিরাট। এই বিরাট উপন্যাসের ভাবানুবাদ প্রকাশিত হোলো—ভাবানুবাদেও প্রকাণ্ড বড় হয়ে যায় বলে দুই খণ্ডে বই খানি বার হোলো। আশাকরি, তবু এর আবেদনে ঘাটতি পড়বে না।

—অনুবাদক

এক

পরিত্যক্ত কারখানা বাড়ি

বাড়ির আঙিনা

তিন বছর আগে যেমনটি ছিল, ঠিক তেমনটিই আছে। ঠিক তেমনি সকালবেলা এখন। কারখানা-বাড়ির ছাদের পিছনে সমুদ্র দুধের মতো ফেনিল; সূর্যের আলোয় ঝলমল করছে। পর্বত আর সমুদ্রের হাওয়া যেন মদের মতোই সোনালি আর তেজময়।

মার্চ মাসের আভাস এখনো দেখা দেয়নি ঝোপেঝাড়ে, ডালপালায়। কারখানার কংক্রীটের গাঁথুনি, আর শ্রমিকদের আবাসগুলো সূর্যের গলিত সোনায় তামার মতো ঝলমল করছে।

তিন বছর আগে—এই তো সেদিনের কথা। মনে হয় যেন কাল। কিছুই তো বদলায়নি। ঐ যে আবছা গিরিমালা—তার চড়াই-উৎরাই—সবই তো তার ছেলেবেলার মতো রয়েছে। দূরে সে দেখতে পাচ্ছে ক্রেনগুলো। কারখানাও তেমনিই আছে। উঁচু টাওয়ার আর গম্বুজের সার; সোজা-উঠে যাওয়া ছাদ। আর পাহাড়ের ধারে পাড়া 'আনন্দ কলোনি'। কারখানা-বাড়ি তার নীচে। কলোনির বাড়িগুলো দেখা যাচ্ছে। প্রতি বাড়ির সুমুখে আকাশিয়া গাছ, আর একটু ছোট আঙিনা।

কংক্রীটের দেয়াল যেখানে কারখানা বাড়িকে পাড়া থেকে ভাগ করে দিয়েছে (আগে সেখানে ছিল ফটক, এখন ফটক নেই, ফাঁকা জায়গাটুকু পড়ে আছে) তারই কাছে গ্লেবের বাড়ি। দু-নম্বর বাড়ি।

একমুহূর্ত পরেই তার বৌ ডাশা আর মেয়ে নার্কা তাকে দেখতে পাবে; চেঁচিয়ে উঠবে আনন্দে, তারপর তাকে জড়িয়ে ধরবে। সুখে কেঁপে উঠবে থরোথরো। ডাশা তো তাকে আশা করেনি; আর তার চলে যাওয়ার পর তিন বছর ধরে সে যে কতখানি সয়েছে, তার খবরও তো সে রাখে না। সমস্ত রাষ্ট্র জুড়ে হেন রাস্তা নেই যেখানে পড়েনি রক্তের দাগ, কলঙ্কিত হয়ে উঠেনি। এই জায়গাটা কি মৃত্যুর দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে? মৃত্যু কি মজুরদের আস্তানা এড়িয়ে চলে গেছে, না, তার বাড়ি পুড়ে গেছে আগুনে, ভূমিঃসাৎ হয়েছে? ঝড় বয়ে গেছে কি এখানেও?

গ্লেব পা চালিয়ে চললো। সোনালি মদের রঙ সূর্যের আলোয়—চারদিকে সে আলো। পাহাড়ের ঢালে আলো ছড়িয়ে পড়েছে, পড়েছে পথে, পথের দুধারে ঝোপে-ঝাড়ে ঝলমলে হলদে ফুলে। মনে হয় যেন হাওয়া গান গেয়ে উঠছে। তার কলকাকলি চারদিকে।—সে যেন শুক্তির উপর নেচে নেচে বেড়াচ্ছে।

দেয়ালের গণ্ডীর মধ্যে ছোট্ট পার্ক—সেখানে খেলছে নোংরা ছেলেমেয়ের দল। মোটা সোটা ভেড়ারদল চড়ে বেড়াচ্ছে। ঝোপ-ঝাড় থেকে পাতা চিবুচ্ছে। আকাশিয়ার সবুজ কুঁড়ির উপর তাদের লোভ।

মুরগীগুলো তাদের মাথার রাঁঙা ঝুটি তুলে চেঁচিয়ে উঠলো যেন রেগে:

কে এল?

গ্লেবের বুকখানায় স্পন্দন জাগছে। আশা-আশঙ্কা আনন্দ আর ভয়ে ভরা তার বুক।—সে যেন শুনতে পাচ্ছে—ঐ পাহাড়, কারখানা, বসত-বাড়িগুলোর ভিতর থেকে উঠছে এক সংক্ষুব্ধ ফিসফিসানি: সুরঙ্গ থেকে যেন উঠে আসছে, কারখানার ডিজেল ইঞ্জিন, তারের জাল, পিট, ফার্ণেস-ঘরের ঘুরন্ত সিলিণ্ডার থেকে ঝরে ঝরে পড়ছে ফিসফিসানি।

কারখানার ধূসর-রঙা বাড়িগুলোর মাঝখানে মাথার উপর দিয়ে চলে গেছে তার—তার চলে গেছে সমুদ্র অবধি—কংক্রীটের স্তম্ভে গিয়ে

শেষ হয়েছে। ইস্পাতের তার—বেহালার তারের মতোই টান-টান—তারই সঙ্গে সংলগ্ন ট্রাকগুলো; তারই নীচে মরচে-ধরা লাইন। সে লাইনও সমুদ্রের ধার অবধি চলে গেছে। তারই প্রান্তে পীয়ার।

সেখানে পাখা মেলে আছে এক বৈদ্যুতিক ক্রেন।

চমৎকার! আবার কল-কারখানা আর কাজ, নতুন কাজ, স্বাধীন শ্রম। এ শ্রমের মুক্তি মিলেছে সংগ্রামে—রক্ত আর আগুনের ভিতর দিয়ে হয়েছে এর শুদ্ধি আর জয়লাভ। চমৎকার!

ভেড়াগুলো চেঁচাচ্ছে, ছেলেমেয়েদের হাসির সঙ্গে মিশে যাচ্ছে ওদের চীৎকার। ওরা যেন লাস্যময়ী তরুণী, একটু-বা উদ্দাম। আবার শুয়োরের খোয়াড় থেকে আসছে য়্যামোনিয়া-মাখানো কটুগন্ধ। ঘাস আর আগাছার উপর মুরগীর নোংরামি।

এ কি? ভেড়া, মুরগী, শুয়োর—এসব কি? এগুলো তো নিষিদ্ধ।

কংক্রীট আর পাথর, কয়লা আর সিমেন্ট, ঝুল আর কালি। মাকড়সার জালের মতো ইলেক্‌ট্রিক তার। কারখানার চোঙ্‌ পাহাড় ছাড়িয়ে মাথা উঁচু করে আছে। আর তারই পাশে কিনা জীব-জন্তুর মেলা বসেছে! গোল্লায় যাক ওরা! গাঁখানাকে যেন লেজে বেঁধে টেনে-হিঁচড়ে এনেছে, তারপর আগাছার মতো দিয়েছে ছড়িয়ে। ওরা গোল্লায় যাক, নিপাত যাক ওরা!

সার বেঁধে এগিয়ে আসছে তিনটি স্ত্রীলোক। কাঁধে তাদের পুঁটলি। সুমুখে যে বুড়ি, ডাইনীর মতো তার মুখ; পিছনের দুটি সোমথ বয়েসী, একজন মোটাসোটা, পুরন্ত তার বুক, হাসিতে ফেটে পড়ছে, মুখে তারই কুঞ্চন। ঠোঁট দাঁতগুলোকে ঢেকে রাখতে পারছেনা। আর একটির চোখ একটু লাল, চোখের পাতা ভারী—মুখখানা র‍্যাপারে ঢাকা। অসুখ নাকি!—পা কাঁপছে।

দুজনকেই সে এক নজরে চিনে ফেললে। বুড়ি মিস্ত্রী লোশাকের বৌ,

হাসিখুশি মেয়ে মানুষটি আর-এক মিস্ত্রী গ্রোমাদার বৌ। তিন নম্বরটি অচেনা—হাঁ, তাকে সে কখনো দেখেনি।

সরু পথের উপর মুখোমুখি দেখা। সে সরে গিয়ে ঘাসের উপর দাঁড়ালো। তারপরে বুক চিতিয়ে ঠুকলো পল্টনি সেলাম।

কমরেডরা, ভাল তো!

ওরা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালো। ও যেন ছন্নছাড়া পথের মানুষ, ওরা ওকে পাশ কাটিয়ে চলেছে। শুধু শেষের মেয়েটি—ঐ যে হাসিখুশি মেয়েটি ভীত মুরগীর মতোই চেঁচিয়ে উঠলো। তবে এ চীৎকার নয়, হাসি। আরে যাও না সাঙাৎ! তোমার মতো ঢের ঢের উড়ণচণ্ডির দল চড়ে বেড়াচ্ছে। সকলেরই তত্ত্বতালাসি করতে হবে নাকি!

আরে মেয়েমানুষগুলো তোমাদের হয়েছে কি? আমাকে চিনতে পারছ না?

লোশাকের বৌ গ্লেবের দিকে তাকাল—গোমরা মুখে দৃষ্টিও বুঝি গোমরা। ঠিক ডাইনীরা যেমনি করে তাকাত সেই—সেকালে। তারপরে বিড়বিড় করে সে বলে উঠলো:

আরে, এ যে গ্লেব! গোর থেকে উঠে এসেছে পাজিটা!

সে চলতে শুরু করেছে। গোমরা মুখ, দ্রুত তার গতি।

গ্রোমাদার বউ হেসে উঠলো, কিছু বললে না। শুধু কারখানার দেয়ালের কাছে এসে একবার ফিরে তাকালো, তারপর থেমে পড়ে পাখীর মতো কিচির-মিচির করে উঠলো:

আরে মরদ, ছুটে যাওনা পরিবারের কাছে! যদি সে হারিয়ে যায়, খুঁজে বার কর। খুঁজে পেলে আবার সাঙা কর গে।

গ্লেব তাকালো ওদের দিকে। আগের সে সহৃদয় প্রতিবেশিনীদের আর খুঁজে পাওয়া যায় না ওদের মধ্যে। হয়তো কারখানার মেয়েরা অনেক দুর্ভোগ ভুগেছে—তাই অমন হয়ে গেছে ওরা।

ছোট্ট উঠোনের চারদিক ঘিরে তেমনি বেড়া দেওয়া। সেই পুরানো বেড়াই আছে। পথের ধারে উঁচু জলের চৌবাচ্চাটা সান্ত্রীর মতো দাঁড়িয়ে। বেড়াটা একটু হেলে পড়েছে—সে ওর বয়সের দোষ—আর আছে উত্তর-পূবাল বাতাস। ধূসর আগাছার জঙ্গল জড়িয়ে জড়িয়ে উঠেছে চার দিকে, পাক দিয়ে দিয়ে বাঁধছে। ফটকের কাছে ও এল। খুলতে যাবে ফটক—নড়বড়ে বেড়া কেঁপে উঠলো।

এবার একমুহূর্ত পরেই বেরিয়ে আসবে ডাশা। তিন বছরের বিরহের পর কেমন হবে প্রথম মিলন?—শুধু বিরহ নয়, বিচ্ছেদ নয়, তিন বছর ধরে সে অতিক্রম করে করে এসেছে আগুন আর মৃত্যু। হয়তো, সেও ভেবে রেখেছে—সে মরে গেছে, অথবা একেবারে ভুলে গেছে; অথবা তারই প্রতীক্ষায় কাটিয়েছে প্রতি দিন, প্রতি প্রহর। সেই যেদিন সে নার্কা আর তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গিয়েছিল—সেদিন থেকেই সে বুঝি প্রতীক্ষায় গুণছে প্রহর। সেদিনের কথা সে ভোলেনি। রাতের অন্ধকারে যেদিন সে বিদায় নিয়েছিল—সেদিন অন্ধকারের আড়ালে ছিল শত্রু। তাদের ভিড়ে নিরেট হয়ে উঠেছিল অন্ধকার।

বেড়ার ওপরে সে ছুঁড়ে ফেলে দিলে পল্টনি উর্দি। হাভারস্যাকের বাঁধন খুলে ফেলে কোটের উপর সেটা রাখলো, তারপরে হেলমেটটা—তার উপরে ঝলমল করছে লাল ডানাওয়ালা তারকা। এক মুহূর্ত সে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, তারপরে ঘাড়ে ঝাঁকুনি দিলে, হাত দিলে ছড়িয়ে। [শান্ত হতে হবে বইকি। শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোকে চালু রাখতে হবে], মুখের ঘাম জামার হাতায় মুছে ফেললে। কিন্তু মুখতো শুকনো রাখা যায় না, ফুঁদেল যেন—ঘাম ঝরছে তো ঝরছেই। দরজার দিকে সে তাকালো—দরজা আধ-খোলা—তার রহস্য যেন ঝরে পড়ছে ফাঁকা দিয়ে।

জামা খুলে সে আবার হাত দুখানা জোরে নাড়লো—দরজার শব্দ। আর—

ডাশা আসছে —না আর কেউ?

একটি স্ত্রীলোক। মাথায় লাল রুমাল বাঁধা, গায়ে পুরুষের জামা। খোলাদরজায় সে দাঁড়িয়ে আছে। তার দিকে ভ্রূ কুঁচকে তাকাচ্ছে—কঠোর, কঠিন দৃষ্টি। অবাক কাঁপন তার ভ্রূতে, হয়তো বা এখুনি চেঁচিয়ে উঠবে। গ্লেবের মুখের হাসি সে দেখছে। তার ভুরু একটু কাঁপলো, উঠে এল আর একটু উপরে, জল চকচক করছে চোখে।

এ কি ডাশা—না আর কেউ?

মুখে চিবুকের উপর তিল, টিকলো নাক, যখন এক দৃষ্টিতে কোন কিছুর দিকে তাকিয়ে থাকে, মাথাটা এক পাশে হেলে পড়ে—হাঁ, এই তো ডাশা! কিন্তু আর সব কিছুই যেন অচেনা। নারীত্ব তাতে নেই। ডাশা যেন মেয়েমানুষ নয়!

এ যেন অদ্ভুত কিছু, যা আগে কখনো সে দেখেনি।

ডাশা! আমার বৌ—আমার প্রাণের প্রাণ!

এক পা সে এগিয়ে গেল, কংক্রীটের পথের উপর জুতোর ঘসডানি। হাত বাড়িয়ে দিল, জড়িয়ে ধরতে চায়। বুকে যে স্পন্দন উঠছে, তাকে ধরে রাখতে পারছে না—সঙ্কোচন আর প্রসারণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে—তাকেও তো রোধ করা যায় না!

ডাশা সিঁড়ির সবচেয়ে উপরের ধাপে দাঁড়িয়ে আছে। ওর প্রতি যে-আবেগ জমা হয়ে ছিল, সে যেন তুষারান্বিত হয়ে গেছে—জমে গেছে।—নিজের দুর্বলতার বিরুদ্ধে চলছে সংগ্রাম। মুখে ছুটে এসেছে রক্তের ঢেউ। ও শুধু থেমে থেমে অস্ফুটে বললে:

তু-মি? গ্লেব—তুমি?

তার চোখের কালো মনিকোঠার গভীরে যেন আগুনের স্ফুলিঙ্গের মতো জ্বলছে এক অজানা ভয়।

গ্লেব তাকে জড়িয়ে ধরলো—ভুজবন্ধে নিপীড়িত আলিঙ্গন—স্বামীর আলিঙ্গন—চাষীর আলিঙ্গন। হাড় কখানা বুঝি মটমট করে উঠছে। তার খোঁচা খোঁচা দাড়িভরা মুখ মিলেছে তার মুখে—ঠোঁটে ঠোঁট। তারই ইচ্ছার কাছে ডাশার এ আত্মসমর্পন—স্মৃতি ডুবে গেছে আনন্দের বিহ্বলতায়।

তুমি—তুমি বেঁচে আছ—আমার খুদে চিড়িয়া, বেঁচে আছ? আমার জন্যে বসেছিলে তুমি—না ফুর্তিবাজি করেছ—? কি করেছ?

ওর বাঁধন ছাড়তে পারছে না ডাশা! শিশুর মতোই সে বললে: গ্লেব, গ্লেব······কি করে······? না, না, আমি জানি না······গ্লেব······গ্লেব······এক মুহূর্তের জন্য বুক থেকে উঠলো চীৎকার, তারপরে গ্লেবের সেই পৌরুষ সে অনুভব করলো তার দেহের রেখায় রেখায়। এর স্বাদ পুরানো, তিন বছর আগের পুরানো।

তিন বছর আগে সে ছিল নববধু, জানালার টবে জিরেনিয়ামের মতোই সে দলে দলে বিকশিত হয়ে উঠেছিল—তখন গ্লেবের এই পৌরুষ তার কাছে ছিল মধুর—তাকে সে বরণ করে নিয়েছিল। ভাল লাগতো তখন নিজেকে ওর কামনার কাছে সমর্পণ করতে—ও যেন নিরাপদ মনে করতো।

কিন্তু গ্লেব তো ওকে শিশুর মতো তুলে ঘরে নিয়ে যেতে পারল না। অথচ বিয়ের পর তাই সে করতো। ডাশা দৃঢ় হাতে ওর হাত ছাড়িয়ে নিলে। ওর মুখে হাসি—কেমন যেন অবাক হয়ে গেছে। তার চাউনি যেন দূর থেকে ভেসে আসছে।

কমরেড গ্লেব, কি হয়েছে তোমার? অত ক্ষেপে উঠলে কি চলে? শান্ত হও। এক ধাপ সে নেমে এসে হেসে উঠলো।

তুমি না ফৌজের মানুষ! এই নিরালা পাড়ার পক্ষে তুমি তো বেখাপ্পা—একটু বেশি ক্ষ্যাপা···দরজায় চাবী লাগানো রইল। কমরেড, স্টোভে কিছু সেদ্ধ করে খেয়ে নিয়ো। কিন্তু বাড়িতে চা, চিনি, রুটি—কিছু নেই। কারখানা সমিতির কাছে গিয়ে রেশনের জন্য রেজিষ্টারি করে নাও।

আর এক ধাপ নীচে সে নেমে এল। তার মুখে দুশ্চিন্তার ছোপ—নিজের জন্যে নয়।

এ তো অপমান—আঘাতও বলা যায়! গ্লেব চেয়েছিল রক্তমাংসের মানুষ—এক নারী—কিন্তু কি পেল? দেয়ালে মাথা ঠুকে গেল যেন। সে আহত, লজ্জিত, এখনো বাহু তার প্রসারিত, কিন্তু ভুজবন্ধ খসে গেছে—চলে গেছে নারী। মুখে তবু এখনো লেগে আছে হাসি।

কি বকছ মাথা মুণ্ডু! কমরেড আবার কি? তুমি কি আমাকে বোকা ঠাউরেছ নাকি?

ডাশা নীচে চলে এসেছে, ফটকে পৌছে গেছে। একটু থেমে ওর দিকে তাকালে, মুখে হাসি।

এ কি ডাশা—না আর কেউ?

আমি খাদ্য-বিভাগের রেস্তোরাঁয় খাই—পার্টি-কমিটির কাছ থেকে রেশন আনি। গ্লেব, তুমি কারখানা-কমিটির কাছে গিয়ে রুটির একটা কার্ড করে নাও। দুদিনের জন্যে আমাকে বাইরে যেতে হবে। হুকুম এসেছে। অতটা পথ এসেছ, ভাল করে জিরিয়ে নাও।

এই—একটু দাঁড়াও তো! আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। কবে থেকে তুমি আমার 'কমরেড' হলে? এ আমি কোথায় এসে পড়লাম!

দেখ, আমি নারী সমিতিতে আছি···তুমি দেখছি কিছুই জাননা?

আর নার্কা? নার্কা কোথায়?

শিশু সদনে। যাও, জিরিয়ে নাও। আমার আর সময় নেই গ্লেব। পরে কথা হবে। ভাল করে জিরিয়ে নাও।

দ্রুত সে মিলিয়ে গেল, দীর্ঘ তার পদবিক্ষেপ। একবার ফিরেও তাকাচ্ছে না। ওর মাথার ঐ লাল রুমাল যেন তাকে ইসারায় ডাকছে, হাসছে তার দিকে তাকিয়ে। বিরক্তি লাগে।

ফাঁকা জায়গাটার কাছে এসে ফিরে তাকালো ডাশা, হাত নেড়ে বিদায় নিচ্ছে।

গ্লেব সিঁড়িতে এখনো দাঁড়িয়ে আছে, অবাক হয়ে গেছে সে। তাকিয়ে দেখছে ডাশার অপস্রিয়মান দেহ। কি হলো, কিছুই বুঝতে পারছে না। কি হোল?

বাড়ি ফিরে এসেছে, নিজের বৌ ডাশার সঙ্গে দেখাও হয়েছে। দীর্ঘ তিন বছর পরে দেখা। যুদ্ধের ঘূর্ণিতে কেটে গেছে এই তিন বছর। ডাশার উপর দিয়েও এই তিন বছরে বহু ধকল গেছে। কোন পথ সে ধরেছিল কে জানে! আবার তাদের দুই আলাদা পথ এসে মিললো অদ্ভুত ভাবে। বিয়ের আগে ওদের পথ ছুটেছিল পাশাপাশি. তারপর দুই পথ একসঙ্গে মিলে যায়। আবার ঘটনা-বিপর্যয়ে তাদের আলাদা করে দেয়, তারা তখন ছুটেছিল বিভিন্ন পথে—পরস্পরের খবর রাখেনি। ডাশার পথ কি তার থেকেও দূরে চলে গিয়েছিল? তাই কি তারা অচেনা হয়ে গেছে পরস্পরের কাছে—আর কি তারা সেই পুরানো প্রেমের নীড়ে গিয়ে মিলতে পারেনা?

তিন বছর! এই যে স্বামী-ছাড়া স্ত্রী—তিন বছরে ওর কি হোলো, কি ঘটলো? গ্লেবের কাছে তো এই তিন বছর ভয়ঙ্কর ঘটনার ঘূর্ণিভরা—ডাশার কাছে সে কি নিয়ে এসেছিল?

একদিন অন্ধকার রাতে যে-বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিল, আবার সেখানে ফিরে এসেছে। আবার সেই কারখানা দেখা দিয়েছে। এখানে সে শৈশব থেকে কাজ করছে। ঝুল, তেল-কালি আর ধাতুর গুঁড়ো মেখেছে। কিন্তু এখন নীড় তো শূন্য। বিদায়ের সময়ে ডাশা ওকে আঁকড়ে ধরেছিল, সে-ই কিনা আজ স্ত্রীর মতো তাকে বরণ করে নিলে না! তাকে একা রেখে চলে গেল! এ যেন স্বপ্নে দেখা কোনো বিরুদ্ধবাদী আত্মা—ভয়ে সে হিম করে দেয় শরীর।

গ্লেব সিঁড়ির ধাপে বসে পড়লো। হঠাৎ ক্লান্তি লাগছে। স্টেশন থেকে চার মাইল পাড়ি দিয়ে এসেছে, সেজন্য নয়, ক্লান্তি লাগছে ডাশার জন্য। তিন বছর পরে এ-ই কি দেখা! এ যে অবিশ্বাস্য ব্যাপার—এ যে এক প্রচণ্ড আঘাত হয়ে বাজছে।

কেন ঘনিয়ে এল এমন নীরবতা? হাওয়ায় কেন এ স্পন্দন—কেন মুরগী চড়ে বেড়াচ্ছে পাড়ায়? কেন?

এগুলোতো বাড়ি নয়—গলন্ত তুষারের স্তূপ। চোঙ্‌গুলো যেন জোড়া জোড়া নীল কাঁচের চোখ। ওদের গায়ে কালির দাগ নেই। পাহাড়ি হাওয়ায় মুছে গেছে।

আগে পচা সারের গন্ধ উঠত না হাওয়ায়। এখন গোবরের গন্ধ ঘাসে ঘাসে জড়িয়ে আছে। আর পাহাড় অবধি ছড়িয়ে আছে ঘাস।

মিস্ত্রীদের কারখানাটা পাহাড়ের ঐ ঢালে। সাবেক দিনে ওর বড় বড় জানালার হাজার হাজার শার্সি খুলে দেওয়া হোত—সূর্যের আলো ঝলমলাত তার উপরে। এখন সেখানে শূন্যতা, অন্ধকার—ভাঙা শার্সি দিয়ে তা দেখা যায়।

উপসাগরের একপাশে পাহাড়ের উপর শহর—সেও বদলে গেছে। ধূসর শহর—আগাছা আর ধূলো ভরা—পাহাড়ের ঢালে এসে মিশেছে শহর। আর শহর নেই, যেন এক পরিত্যক্ত খনি।

কমরেড গ্লেব!…দরজা খুলে রেখে গেছে ডাশা—ভিতরে শূন্য ঘর …আর শূন্য, পরিত্যক্ত ঐ কারখানা। ওখানে যে মজুররা খাটতো, তাই-ত মনে হয না। ও ছিল ঐ কারখানারই মজুর। আজ ও এক পল্টনের অধ্যক্ষ—লাল পতাকার চাপরাস জুটেছে ওর ভাগ্যে।

বেড়ার ধারে একটা মুরগী এগিয়ে এল। সাপের মতো ওর চোখ। আর কিচির-মিচির করছে।

ভাগ্—নোংরা পাখী! তোকে আমি গুলী করব।

সরু পথের ধারে জানালা খোলা—মাতালের চাপা স্বর। সাভ্‌চুকের স্বর—সঙ্গে তার স্ত্রীর স্বর মিশে গেছে। মুরগীর মতো চেঁচাচ্ছে মাগীটা।

গ্লেব বেড়ার ধারে হাভারস্যাকটা ফেলে রেখে সাভচুকের ওখানে গেল। বাতির কালিতে দেয়াল কালিময়। হাতিয়ারগুলো ছড়ানো—

তার উপর কাপড়-চোপড় চাপানো। একটা টিনের কেৎলি একপাশে পড়ে আছে, সারা ঘরে ময়দা ছড়ানো। সাদা ময়দা যেন সাদা স্ফুলিঙ্গ।

আলো থেকে এসেছে সে, হঠাৎ যেন কাউকে ঠাহর করতে পারলে না। তার পরেই নজর পড়লো, দুটো লোক মেঝেয় ধস্তাধস্তি করছে।

সাভচুকই তো। সার্টটা ছিঁড়ে ফাত্‌রাফাই হয়ে গেছে, চাকার বাঁকা পাতের মতো কুঁজোনো পিঠ। পাঁজরার হাড় বেরিয়ে আছে। মতিয়ার ঘাগরা কোমরে জড়ানো, তার স্তন দুলছে।

গ্লেব সাভচুককে ধরে তুলে নাড়া দিলে।

এই মরদ! ক্ষেপে গেলে নাকি। ওঠ ওঠ!

সাভচুকের মাংস-পেশি কুঁচকে যাচ্ছে। সে যেন হাওয়া আঁকড়ে ধরতে চাইছে, পড়ে গেল বলে!

উরুতের উপর কাপড়-চোপড় নেই, তাও ভুলে গেছে মতিয়া। সে একহাতে ভর দিয়ে উঠে বসলো. চেঁচাতে চেষ্টা করছে, পারছে না।

সাভচুক, ওঠ। তুমি মরদ না!

আবার নাড়া দিলে তাকে, হাড় মটমট্‌ করে উঠছে। গ্লেব এবার ওকে ধরে টেনে তুললে।

মাথায় এক ঘা কষাব না, সয়তান। আরে বোকা, তোর কাণ্ডজ্ঞান নেই নাকি! মতিয়া, ওঠ! শরীরের বাঁধুনি কি আল্‌গা হয়ে গেছে নাকি! ওঠ! সরম করতে হবে না। যেমন আছ, তেমনি থাক।

গ্লেব হেসে উঠলো। মিতার হাসি—মিতালির হাসি। মতিয়া চেঁচিয়ে উঠলো, বাচ্চা মেয়ে যেন। ঘাঘরাটা টেনে দিলে, হাঁটু টেনে নিয়েছে ঘাঘরার আড়ালে। ভীতু মেয়ে যেন, কোণে গিয়ে লুকিয়েছে, কাঁদছে। সাভ্‌চুক চিনতে পারছে না, লাল চোখ মেলে তাকিয়ে আছে। এবার সে ক্লান্ত হয়ে কাশতে-কাশতে বললে: সয়তান, আর সময় পেলি না, এখন এলি! ভাগ্‌! যা চলে যা, নইলে মাথার খুলি উড়িয়ে দেব!

আবার গ্লেব হেসে উঠলো। তেমনি মিতার হাসি।

সাভচুক তাকিয়ে আছে গোরুর মতো ড্যাবাড্যাবা চোখ মেলে। মেঝেয় পা ঠুকছে, হাত নাড়ছে। কাকের পাখনার মতো ছেঁড়া কাপড়ের ফালি ঝুলে আছে। মাংসপেশি শক্ত দড়ির মতো।

আরে আরে, পুরানো সয়তান গ্লেব নাকি! মেরা পুরানা দোস্ত!

ভাই—সুমালভ। কোন চুলো থেকে ফিরে এলি? আরে বেজন্মা! গ্লেব, আমার দিকে তাকিয়ে দেখ্—মুখখানা দেখ্, আর কষে পেটে লাথ ঝাড়্!

সে জড়িয়ে ধরলো গ্লেবকে—ঘর্মাক্ত আলিঙ্গনে।

মতিয়া ওঠ্ না, সামলে-সুমলে নে! এবার আমি ঠাণ্ডা মেরে গেছি বাবা! আবার অন্য সময় বোঝাপড়া হবে। এবার পুরানা দোস্ত গ্লেবের সঙ্গে বসে একটু কাঁদি, দিলের কথা খুলে বলি। ওঠ্ বলছি! এখানে আয়—এবার মিটমাট তো! গ্লেবকে একটা চুমো দিবি না—ও আমাদের পুরানো দোস্ত—সাঙাত—কমরেড!

শুক কাঠের চোকলার মতো ওর চুল আর দাড়ি, ঝুলে ঝুলে পড়েছে।

মতিয়া এখনো কাঁদছে, ঘাঘরা টেনে দিচ্ছে।

গ্লেব পুরানো বন্ধুর মতো তার দিকে তাকিয়ে হাসলো।

আচ্ছা মতিয়া, সাভচুক তো দেখি তোমার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারলে না। আর এখন ভাবনা কি! তুমি তো স্বাধীন জেনানা—নিজের দাবী-দাওয়া বুঝে নিতে পারবে। একটু থাম গো বাপু, আবার না হয় ফিরে-ফিরতি শুরু করবে।

মতিয়ার নগ্ন বুকে কথাগুলো যেন গিয়ে বিঁধলো। সে টিকটিকির মতো নিঃশব্দে সরে এল গ্লেবের কাছে, আগুনের শিখার মতো তার চোখ কুড়ে নিচ্ছে গ্লেবের দেহ, পুড়িয়ে দিচ্ছে।

আরে ভাগ্ এখান থেকে, আমার কাছে আসিস না! তোদের মতো জ্বালানি-পোড়ানি মরদ এখানে ঢের আছে।

সূর্যের আলো এসে পড়েছে মেঝের—এক চিলতে আলো—আলোর দাগ। সেখানে হামাগুড়ি দিয়ে চলে গেল মত্তিয়া। নীলচে আলো—রামধনু রঙে রঙীন হয়ে উঠছে ধুলো। নগ্ন কাঁধে পড়েছে এসে আলুল চুল, ব্লাউসের উপর এসে চলকে পড়ছে।

আমি যাচ্ছি না। তোমার অতিথ হব। কি—কেক আর মাংস ভাজা, চিনি দিয়ে চা করে খাওয়াবে না? কি—এসব আর এখন তৈরী করনা বুঝি—বিক্রিও করনা?

গ্লেব হাসলো, আদর করে ধরলো তার দুহাত। হাসতে হাসতে ওর হাতের কিল-চড় সহ্য করছে।

মত্তিয়া, কি খুবসুরৎ মেয়ে ছিলে তুমি ভাব তো! তোমাকে আমি বে' করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু সাভচুক তো তোমাকে নিয়ে উধাও হোল।

সাভচুক গর্জন করে উঠলো, দাঁতে দাঁত ঘসছে।

ও আবার মেয়ে মানুষ নাকি, ও একটা সাপ! তুমি যদি আমার পুরানা দোস্ত হও, একটা কলের বন্দুক ওর ওপরে চালিয়ে দাও দিকি! আর বাঁচার সাধ নেই ভাই, ও এখন পুঁজি বাড়াচ্ছে। আমার বাড়ি নেই, ঘর নেই, কেউ আমাকে কাজে লাগাতেও চায় না। গ্লেব, ভাইরে, আর সেদিন নেই। আমি আর নেই রে ভাই ! আর কাজও নেই।

হঠাৎ মত্তিয়া উঠে পড়লো। বদলে গেছে যেন, পরিবর্তন এসেছে। সে যেন জীর্ণ, অসুস্থ, নির্যাতিত।

হাঁ গো আমার দিকে তাকিয়ে দেখ, আমার তাকদ গেছে, আমি টুকরো টুকরো হয়ে গেছি, এক মুঠো ময়দার জন্যে ঘর-দোর লণ্ড-ভণ্ড করে ফেলছি। একেবারে উদোম্ হয়ে যাই নি, না? আর ক'দিন পরে তো সব সরম ছেড়েছুড়ে ন্যাংটো হয়ে পথে পথে বেরুতে হবে। আমার ছেলেপুলে ছিল—বাচ্চার পাল—আমি সুখে ছিলাম তাদের মা হয়ে, তারা কোথায় গেল গ্লেব? আজ তো আমি আর মা নই। আমি নিজের

একটি ছোট্ট বাসা চেয়েছিলাম—মুরগীর মতোই চেয়েছিলাম ছানা। কিন্তু ছানা তো মরলো······আমি বেঁচে রইলাম কেন? আমার চোখ উড়ে-পুড়ে যাক না। ওরা তো রাতের আঁধার দেখার জন্যে তৈরী হয় নি, ওরা চেয়েছিল দিনের ঝলমলে আলো।

ঠোঁট কেঁপে উঠছে, গালে রক্তিমাভা—ওর দিকে তাকিয়ে আছে—অশ্রুমুখী মতিয়া।

হাঁ, এ মতিয়া আলাদা মানুষ। সইছে সে, অনেক কিছু ঘটেছে তার জীবনে। মুখের কোণে, দুঃখ দহনে দগ্ধ চোখে লুকিয়ে আছে এক জ্বরের ঘোর, এক অনুপলব্ধ শক্তি। জাগেনি সে শক্তি—সম্ভাবনা আছে। গ্লেব এখনো তার সেই ছবি দেখছে—যখন সে কোলাহলরত শিশুদের মধ্যে ছিল জননী। একটি শিশু বুকে, একটি তার ঘাঘরার প্রান্ত ধরে, আর সবাই রয়েছে তাকে ঘিরে। আর তাদের মধ্যে মুরগীর মতো বসে আছে। চোখে তার খুশির আলো, যার আত্মোৎসর্গের প্রফুল্লতা।

সাভচুক একটা হাতিয়ার ছুঁড়ে মারলো টেবিলের উপর। তারপরে ক্লান্ত হয়ে বসে পড়লো ; টেবিল চাপড়াচ্ছে।

একেবারে শেষ হয়ে গেছি আমরা। না খেয়ে আছি ভাই গ্লেব, আশা ছেড়ে দিয়েছি। এখন সব ফাঁকা, গোরের তলায় গেলেই হয়। এত তাকদ নিয়ে কি হবে আমার! আমার আচ্ছা তাকদ আছে গায়ে, অথচ আমি ভয়ে ভীতু। বল তো দোস্ত, আমি ভীতু কেন? মরণের ভয় করি না—সে তো আমার কাছে কিছু নয়। শুধু আঁধারের ভয়, সর্বনাশের ভয় আমার! এদিকে চেয়ে দেখ : এ তো কারখানা নয়, ভাঙাচুরো জিনিসের ঢিবি। কিছুই নেই এখানে। তবে এ আমি কোথায় এলাম গ্লেব!

মতিয়া তাকিয়ে আছে। চোখের জল পড়ছে গড়িয়ে ; গ্লেব তার মুখে দেখলো প্রেমের ছায়া : উদ্বিগ্নতা।

পোষাক পরে নাও। সরম লাগছে না? মুখখানা যেন পুরানো

মরচে-ধরা চোঙার মতো হয়ে আছে। আমারও তো মুখখানা আঁচড়ে-কামড়ে ভরতি—কিন্তু তোমার খানা যেন সয়তানে ভেঙে-চুরে দিয়েছে।

মতিয়ার স্বরে রাগের ভান, কিন্তু সে যেন কোমলতায় স্নাত।

গ্লেব হেসে উঠলো,

তোমরা অদ্ভুত মানুষ বাপু!

মতিয়া, আয় না, খুদে বৌ একটা চুমা দে না!

সাভচুক তাকে ছোট্ট মেয়ের মতো তুলে নিয়ে নিজের সুমুখে দাঁড় করিয়ে দিলে। টীলার ওপাশ থেকে মৃত চিমনির সারের মাথা দেখা যায়—যেন শূন্যগর্ভ পানপাত্র। পাহাড়ের ঢালে গজিয়েছে ধূসর আগাছার জঙ্গল। ট্রাকগুলো নীরব—যেন মরা কাছিম—তারা গুঁড়ি মেরে বসে আছে মরচে ধরা লাইনের উপর।

কারখানা······ভেবে দেখ, কি ছিল আর কি হয়েছে। করাতের গান উঠতো তখন, প্রথম বসন্তে কুমারী মেয়েদের গান যেন। দোস্ত্, আমি এখানে পড়ে আছি। এই পাহাড়ের বাইরে কোথায় যাব?

সাভচুক চায় কারখানার গোলমাল আর যন্ত্রের গর্জ্জন। শ্রমের মৃত্যুতে তার চোখে জল ঝরছে। মৃত যন্ত্রের সেই আয়ু সে চায়। সে তো অন্ধ মানুষ, তবু তার মুখে আশার হাসি - মুখ তার ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আছে।

মতিয়া তার পিছনে, সেও যেন তারই মতো চেয়ে আছে। অন্ধ; কাঁদছে। সন্তানহারা জননী।

সাভচুক, আমাকে মার কাট কিন্তু আমার বাড়িই তো আমার কাছে সব। মার, মার!

মতিয়া আমি কি আর সবার মতো? আমি কি ঐ চাষাদের মতো কাজ করব! তুই কি গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে ছেঁড়া ফালি পরে ঘরের জিনিসপত্তর ফেরি করে বেড়াবি—ওরে মার-খাওয়া পথের কুত্তী!

হাত মুঠো করে সে দাঁতে দাঁত ঘসলে।

মতিয়া দাঁড়িয়ে আছে, যেন স্বপ্নে কথা কইছে।

আমাদের ভাল বাড়ি ছিল, আমাদের ছিল ভদ্র ছেলেমেয়ে। তারা তোমার আর আমার রক্তে গড়া সন্তান। সাভচুক, আবার এস আমরা নতুন ঘর বাঁধি। আর তো সয় না। আর সয় না সাভচুক। আমি সদর সড়কে গিয়ে ঘরছাড়া ছেলেমেয়েদের ডেকে নিয়ে আসি।

ওরা দাঁড়িয়ে রইল, মতিয়া একধারে, গ্লেব আর এক ধারে। গ্লেব যেন গলে গেল, সাভচুকের কাঁধে হাত রেখে বললে,

সাভচুক, আমার পুরানো দোস্ত, বল কি বলবে?

আমরা যখন ছোট, একসঙ্গে কাজে যেতাম। মতিয়া তখনো আমাদের সঙ্গী। আজ তুমি এখানে বসে-বসে পেঁচার মতো কাঁদুনি গাইছ, আর আমি এসেছি আমার রক্ত ঢেলে দিয়ে, দুষমনের সঙ্গে লড়াই করে। আমি ফিরে এসেছি। আমার বাড়ি নেই, কারখানাও বন্ধ। মতিয়া, ভাল মেয়ে, এস আমরা পুরানো তাকদ আবার ফিরিয়ে আনি! আমরা হেরে গেছি, কিন্তু কি করে ফিরে-ফিরতি ঘা মারতে হয় তা জানি। সাভচুক, এ বিদ্যে আমরা ভালই শিখেছি। হাতে হাত দাও মিতা।

সাভচুক তাকিয়ে আছে তার দিকে, উন্মাদের দৃষ্টি। সে মাথা নাড়ছে। কিছুই বুঝতে পারছে না। এক রক্তিম কুয়াশার ভিতর দিয়ে দেখছে তাকে।

মতিয়া ঝুঁকে পড়েছে গ্লেবের দিকে। লাজ-লজ্জা তার নেই। সে তার গলা, জড়িয়ে ধরেছে।

আমার গ্লেব,……সাভচুক তো আচ্ছা মরদ। ওর তাকদই ওকে ক্ষেপিয়ে তুলেছে। নইলে ও তো আচ্ছা আদমি। আমিও আর কিছু চাইনা—শুধু চাই বাচ্চা। তাদের পালব, ভাল থাকব। কিন্তু কি বরাত—কি বরাত!

মতিয়া, ওসব নিয়ে বকতে হবে না! আর ওতো তোর পীরিতের মানুষ নয়! সাভচুক বলে উঠলো।

আনন্দ কলোনী থেকে দুটি পথ গেছে কারখানা-কমিটির দিকে। একটা সদর সড়ক, কারখানা-বাড়ির পাশ দিয়ে যেতে হয়; আর একটা পথ জটিল, টিলা আর ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়ে, পরিত্যক্ত খনি অঞ্চল ছাড়িয়ে যেতে হয়।

এখান থেকে দেখা যায় বাড়িগুলোর জটিলতা, বুঝি-বা বোঝা যায়। লোহা, কংক্রীট আর পাথরের তোরণ, গম্বুজ, আরো কত কি যেন স্তূপীকৃত হয়ে আছে এক জায়গায়! কারখানা থেকে বহু দূরে, কারখানাকে পিছনে ফেলে ছড়িয়ে আছে সমুদ্র। দিগন্ত সেখানে কারখানার চোঙের উপর দিয়ে, ছাদ পেরিয়ে এসে মিশেছে। নীলে নীল হয়ে গেছে। উপসাগরের আর এক পাশে শহর। কারখানা থেকে উপসাগরে আসতে দেখা যায় দুটো জেটি, তারই ওপাশে আলোকস্তম্ভ। আর তারপরেই ফেনিল সমুদ্র।

ঠিক তিনবছর আগে এমনই ছিল। কিন্তু কারখানা থেকে তখন উঠতো যন্ত্রের গর্জন।

গ্লেব পথ দিয়ে চলেছে, কারখানার উপর চোখ বুলিয়ে নিচ্ছে। উপত্যকায় নদীর এই ধ্বনি তাকে চঞ্চল করে তোলে না, সে যেন বদ্ধ জলা, নীরব, নিথর। সে নিজেও যেন এই উপত্যকার মতো ভারী। হোঁচট খেতে খেতে চলেছে, ধুলোয় ধুলোমাখা তার দেহ।

এই কি সেই কারখানা, তার ছেলেবেলায় যার আগুন জলতে দেখেছে, শুনেছে যার গর্জন! এরই মধ্যেই তো সে মানুষ। এখানকার সদর সড়ক আর অলি-গলি তার চেনা। তার পায়ের নীচে সে পেয়েছে তাদের প্রাণের স্পন্দন। সে কি সেই গ্লেব সুমালভ, সেই মিস্ত্রী—যে নীল কোর্তা পরতো—সে কি সেই? আগাছা ভরা পথে এখন তো সে একা চলেছে প্রেতের মতো। অবাক হয়ে তাকাচ্ছে, ব্যথা উথলে উঠছে।

আগে সে দাড়ি গোঁফ কামাত না—গোঁফ ছিল তার কোঁকড়ানো। মুখে কালিঝুলি আর ধাতুর গুঁড়ো থাকতো মাখা; এখন নিখুঁত ভাবে কামানো তার দাড়ি আর গোঁফ। পায়ের চামড়ায়ও ময়লা নেই, মুখে নাকে ঢুকছে

প্রান্তরের হাওয়া। সে কি সত্যিই সেই সুমালভ? এখন তো আর তেল-কালির গন্ধ আসে না, কুঁজিয়েও সে চলে না। সত্যিই কি সুমালভ এখন ফৌজের মানুষ, তার সবুজ শিরস্ত্রাণে কি সত্যিই লাল তারা ঝিকমিকিয়ে ওঠে—আর লাল ঝাণ্ডার সম্মান-তকমা আঁটা আছে তার বুকে? সত্যিই এই কি সেই সুমালভ—সেই কি এই?

অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে গেছে, অবিশ্বাস্য ব্যাপার। এক লণ্ডভণ্ড কাণ্ড, পাহাড় যেন খসে গেছে, ধসে পড়েছে অতল গহ্বরে।

কারখানার দিকে তাকাতে তাকাতে সে চললো। বন্ধ্যা চিমনীর সার। সে থেমে পড়লো, কি যেন ভাবছে; তারপর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে,

ওরা মরুক! কি করেছে ওরা—দেখ, দেখ! ওদের শুধু শাপ-মন্তি দিয়ে কি হবে! ঐ পাজিদের গুলী করলেও বুঝি গায়ের জ্বালা যায় না। ইস—এমন চমৎকার কারখানাটার কি দশা করেছে দেখ! একেবারে নষ্ট করে দিয়েছে।

তাকিয়ে সে দেখছে। এ যেন এক গোরস্থান। চারদিকে তার ধ্বংস আর ভগ্নস্তূপ। পল্টন থেকে বেরিয়ে এসে সে এই-ই দেখলো, বুকে সে দাগা পেয়েছে। এই সমাধি তাকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছে, কি করবে সে জানে না।

কারখানার দিকে সে চললো। শূন্য আঙিনা, কয়লার গুঁড়োয় কালো ছিল, এখন আগাছায় ভরা। এক সময়ে পিরামিডের মতো উঁচু হয়ে উঠতো কালো কয়লার ঢিবি—কালো হীরের মতো ঝলমল করতো। উঠোনে ছিল টিলার মতো উঁচু জায়গা। সেটাও ধসে গেছে। মানুষের শ্রমের আর চিহ্ন নেই। এখান দিয়ে অর্দ্ধবৃত্তাকারে পাতা ছিল লাইন।

এ যেন এক মৃত গ্রহ, কারখানা তো নয়। উত্তর-পুবাল বাতাস জানালার শার্সি টুকরো-টুকরো করে ফেলে। পাহাড়ি হাওয়া এসে কংক্রীটের ভিত্তির লোহার পাঁজর বার করে দিয়েছে, অকেজো সিমেণ্টের ঢিবি পাথরের মতো শক্ত হয়ে উঠেছে।

ক্লেপকা কারখানার দরোয়ান। সে এগিয়ে এল। একটা পুরানো চটের থলি কেটে এক জোব্বা তৈরি করে পরেছে গায়ে, পায়ে ছেঁড়া জুতো, তাও আবার সিমেন্ট-ঢাকা, যেন সিমেন্টের স্পর্শের জন্ত সে কাতর। বয়েস যেন বুড়োর বাড়েনি, সে যেন যুগ যুগ ধরে এখানে আছে। সে একটু থেমে গ্লেবের মুখের দিকে উদাসীন দৃষ্টিতে তাকালো। তার পরে চলে গেল। অতীত থেকে উঠে এসেছে যেন এক প্রেত।

আরে ভূত, কোথায় যাচ্ছ?

অবাক হয়ে গেছে সে, আবার ভয়ও পেয়েছে। তার লোমশ মুখে তারই ছায়া।

এখানে অচেনা লোকের ঢোকার হুকুম নেই।

দূর বোকা! কারখানার চাবী কার কাছে?

চাবী? চাবী দিয়ে কি হবে, তালা তো একটাও নেই। সব নিয়ে গেছে। যেখানে খুশি যাও না। ছাগল-গরু চবে বেড়াচ্ছে ভিতরে—ইঁদুরের আস্তানা হয়েছে—মানুষ আর এখানে আসে না…সব পালিয়ে গেছে।

আরে তুমিও তো ইঁদুরেরই সামিল! একেবারে কাঁকড়ার মতো ফাটলে সেঁধিয়ে আছ…আর বেজন্মা বেটা, খালি ঘুর ঘুর করে ঘুরে বেড়াচ্ছ।

ক্লেপকা মাথা চুলকোলে, তার মাথার চুলে চাপড়া-চাপড়া সিমেন্ট লেগে আছে।

তুই কে রে—শয়তানের শিঙের মতো এক বিশ্রী টুপী পরে এসেছিস! আরে কাকে দোষ দিবি! এখানে আর মানুষ নেই।

জুতো ঘসড়ে ঘসড়ে চলে গেল দারোয়ান। আঙিনার সঙ্গে সবচেয়ে বড় কারখানা বাড়িটা একটা সাঁকো দিয়ে সংযুক্ত। এখানে ওখানে কংক্রীটের দেয়ালে গর্ত—কলের বন্দুক বসানো হয়েছিল এখানে। শ্বেত রুশ সেনাবাহিনী এখানে তাদের ছাউনি ফেলেছিল—এই কারখানা ছিল ওদের দুর্গ। এখানে

আস্তাবল বসেছিল, আর ছিল বন্দী-শিবির। যখন বিদেশীরা এসে দেখা দিলে তখন তো এখানে চলছে দুঃস্বপ্নের ঘোর।

কারখানার ভিতরটা দেখলে তা বোঝা যায়। দরজা নেই, কব্জা খুলে নিয়ে গেছে। মাকড়সা জাল বুনেছে। সিমেন্টের ধুলোর আস্তরণ জমেছে চারদিকে, ছাইয়ের মতো উড়ছে। পুরানো দিনের গন্ধ উঠছে।

গোধুলির আলো কাঁপছে এই বিস্মৃতির ধ্বংসস্তূপে। সেতু, সিঁড়ি, গ্যালারি, কল—সব জড়ো হয়ে আছে ভগ্নস্তূপে। আর সিমেন্টের কটু গন্ধ।

গ্লেব একটা সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এল। ফার্নেসের বিরাট গহ্বরগুলো তাকিয়ে আছে। তাকে যেন এখানে পুতুলের মত দেখায়। সেই একদিন ছিল, যখন ওদের উত্তপ্ত লাল দেহ চক্রাকারে ঘুরতো, গর্জন করে উঠতো, নরকের আগুন সে উগ্‌রে দিত। মানুষ পিঁপড়ের মতো জড়ো হোত তার সুমুখে।

শূয়োরগুলো! এই বিরাট শক্তিকে ওরা চুরমার করে দিয়েছে?

কালোয় কালো সুড়ঙ্গপথ বেয়ে গ্লেব এসে দাঁড়ালো ইঞ্জিনঘরে। আকাশ থেকে ঝরে পড়ছে আলো, সেই আলোয় দেখা যায় ইঞ্জিনঘর। মেঝেয় টালি তেমনি দাবার ছকের মতো পাতা। ডিজেল ইঞ্জিনগুলো কালো মর্মর পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে। কাজের জন্য ওরা তৈরী—শুধু একটু ছোঁয়া—সঙ্গে সঙ্গে ওদের তেল চুকচুকে কালো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নেচে নেচে উঠবে। গ্লেবের যেন মনে হোল ইঞ্জিন চলছে। গরম হাওয়ার ঢেউ এসে লাগছে। গন্ধকের কটু গন্ধ। ইঞ্জিন সারবন্দী দাঁড়িয়ে—বেদীর মতো দাঁড়িয়ে আছে—তারা বলি চায়। চাকা ঘুরছে না, তবু যেন চলছে। ইঞ্জিনের উপর সে হাত রাখলো। মাটির সঙ্গে গাঁথা—অনড় তারা। এক বিরাট স্ফটিকখণ্ড যেন—তারা বিস্ফূর্ত হয়ে পড়বে বুঝি!

আগে সবকিছু পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন আর ছিমছাম ছিল। কলের যত্ন করতো মানুষ। মেঝেয় ধুলোর চিহ্নও থাকতো না। কলের যত্ন যে করতো সে হঠাৎ এসে দাঁড়াল। শক্ত সমর্থ মানুষ, শেয়ালের মতোই তীক্ষ্ণ-তীব্র দৃষ্টি।

আরে পুরানো দোস্ত যে! এখন তুমি পল্টনের নায়েক হয়েছ! আরে আমি জানতাম, এখনো তুমি বেঁচে আছ, ফিরেও আসবে? আবার আমরা একসঙ্গে ঘুরে ঘুরে বেড়াব, আরে তোমাকে দেখে বড় খুশি হলুম ভাই। এস, ইঞ্জিনের তেলকালি তোমাকে একটু মাখিয়ে দিই।

এই সেই ব্রিঞ্জা, ইঞ্জিনিয়ার, তার পুরানো দিনের বন্ধু।

এইখানেই তার জন্ম, বাবা ছিল মিস্ত্রী। কল-কারখানার আবহাওয়ায়ই সে বেড়ে উঠেছে, এই ছিল তার জগত। গ্লেব আর ব্রিঞ্জা একসঙ্গেই বেড়ে উঠেছিল—দুজনে একসঙ্গেই কারখানায় ভর্তি হয়েছিল।

আরে আমাদের লড়িয়ে মানুষ এসেছে রে! দেখি—তোমাকে দেখি! তুমি দেখছি হেলমেট পরেছ মাথায়!—আর কিছুই তো বদলায়নি—শুধু নাকটা একটু বড় হয়েছে আর লালতারা পেয়েছ। তোমার হাত পা দেখেই চিনে ফেললুম।

গ্লেব আনন্দে চেঁচিয়ে উঠে বন্ধুকে জড়িয়ে ধরবার জন্য হাত বাড়ালে। ব্রিঞ্জা, আমার পুরানো বন্ধু—এখনো এখানে আছ? তাহলে আর সবার মতো সরে পড়নি! এখানে সবই তো দেখছি সাজানো-গোছানো, মনে হয় এক্ষুনি কাজ শুরু হবে।

ব্রিঞ্জা গ্লেবের হাত ধরে ইঞ্জিনের আড়ালে নিয়ে গেল।

দোস্ত, একবার শয়তানগুলোর দিকে তাকাও তো! কি রকম দেখাচ্ছে! একেবারে ঝকঝকে, তকতকে। শুধু একটা হুকুমের ওয়াস্তা—ব্রিঞ্জা, চালিয়ে দাও! অমনি ওরা গর্জে উঠবে। কল-কব্জার শৃঙ্খলা চাই—চাই যন্ত্র—এ তোমাদের পল্টনের মতোই। যখন ইঞ্জিনের সঙ্গে থাকি—আমিও যেন ইঞ্জিন বনে যাই······তোমরা রাজনীতি নিয়ে যত খুশি চেঁচাও, যত খুশি এ ওর মাথা ভাঙ, রক্তে চান করে ওঠ—শয়তান বনে যাও—আমার তা দিয়ে দরকার নেই। আমার কাছে শুধু দুটি জিনিস আছে—আমি নিজে আর কল। আমরা এক হয়ে গেছি।

ব্রিঞ্জা, আমি তোমার হাত দুটোর ক্ষমতা জানি। তোমার ওতো সোনার হাত।···এখানেও ছাগলগুলো ঢুকেছে নাকি?···তারপর দোস্ত, চারদিকে কি ঘটে গেল তার খবর রাখ? না কল নিয়েই পড়ে আছ? তা তোমাকে তো কানের কাছে তোপ দাগলেও জাগানো যাবে না।

ব্রিঞ্জা হঠাৎ চুপ করে গেল, সে তাকিয়ে আছে একদৃষ্টিতে গ্লেবের দিকে।

থাম তো বাপু! তুমি কি রাজনীতির বক্তৃতা দিচ্ছ? না ভাই, ওতে নেই। তুমি তো তা জান। দোহাই তোমায় চুপ কর! তুমি তো এখন ইঞ্জিনঘরে আছ, সভায় তো নয়। আগে এখানে কাজকর্ম ছিল, এখন তো যত হতভাগার দল সদর সড়কে ঘুরে বেড়ায়। কখনো বা এক-আধজন আসে। ওরা এসে কারখানা-কমিটির কাছে ধর্না দেয়। ওরা ক্ষেপে গেছে, খালি কথা আর কথা! কুড়েমি আর কথা—দুই-ই সমান। বড় কথা বলে কোনো কাজ হয় না ভাই, এগুলো হচ্ছে কল—কথা দিয়ে এদের চালানো যায় না!

গ্লেব আদর করে ইঞ্জিনের মসৃণ উপরটা চাপড়ে দিলে। তার চোখ সজল।

আরে মিতা, তোমার তো একেবারে আসল জ্যান্ত জিনিসের সঙ্গে কারবার, কিন্তু তোমরা থাকতে এগুলো এমন হোল কেন? আর এখনি বা এই ভাঙা-চোরা জিনিস নিয়ে পড়ে আছ কেন? মেয়েমানুষগুলোও এখানকার যেন কেমন হয়ে গেছে. একেবারে বাজে, হয় ঘুরঘুর করে বেড়ায়, নয়তো কোঁদল করে। আরে, মরে ভূত হবার আগে এখান থেকে পালাও!

ব্রিঞ্জা রেগে উঠলো। মুখখানা রাগে কুঁচকে গেছে, রক্ত ফুটছে বোধ হয় শিরায় শিরায় টগবগ করে। সে ডিজেল ইঞ্জিনের উপর জোরে চাপড়ে দিলে!

ব্যাস—ব্যাস। আর নয়, কারখানা আবার চালু করতে হবে। -গ্লেব ওর তো মরলে চলবে না। হয় ও বাঁচবে, নয়তো আমাদের গিলে খাবে। জান স্যাঙাৎ, কল কি করে বাঁচে! না, জান না, আমি জানি—আমিই শুধু জানি।

ব্রিঞ্জা এমন হতাশ আগে হয় নি। কল নিয়েই ছিল, সারা জীবন, ঐ করে কাটিয়েছে।

যখন ইঞ্জিনগুলো নীরব হয়ে গেল, সবাই কারখানা থেকে বেরিয়ে বিপ্লবে ঝাঁপিয়ে পড়লো—অন্তঃবুদ্ধ ও উপবাস আর দুর্ভোগ সার করে নিলে—তখনো ব্রিঞ্জা যায় নি। সে নিঃশব্দে পড়ে ছিল ইঞ্জিনঘরের নিরালায়। ইঞ্জিনের মতোই সে বাঁচছিল, এবার তাদেরই মতো অকেজো হয়ে রইল।

কারখানা চালু হতেই হবে গ্লেব। কল যখন আছে তখন কাজ থাকবে না, এতো আর হয় না। তুমি বুঝতে পারছ না। না বুঝলেও কারখানা চালু করবার কাজে আমাদের সঙ্গে লেগে যাও। মন এদিকে থাকে যেন, এক মিনিটের জন্মেও একথা ভুলো না।

গ্লেব ব্রিঞ্জার হাত ধরে আনন্দে নেড়ে দিলে।

ঠিক দোস্ত, সাঁচ বলেছ! যদি এটা কারখানাই হয়, একে কাজ করাতেই হবে। এই তো আমার দুই হাত—এই হাত দিয়ে ওকে চালিয়ে দেব, ও যদি আমাকে দলে-পিষে মেরে ফেলে, তবু ওকে চালাব। তোমার ডিজেল ইঞ্জিন তৈরী রাখো। আমরা এবার পিঠ দিয়ে ঠেলে ওকে জাগিয়ে তুলব।

কারখানার আফিস-বাড়ির নীচতলায় এক সংকীর্ণ আবছা আলো বারান্দায় জটলা পাকাচ্ছে মজুররা। ওদের গা থেকে সিমেন্টের গন্ধ ভেসে আসছে। একদিন এখান থেকে আসতো বাষ্প-স্নানের গন্ধ, তামাকের খোসবাই। ধুলোর ভিতরে বসে আছে ক'টি মানুষ, কারখানা-বাড়ির মতোই ধুলি-ম্লান তারা। সন্ধ্যার ছায়ার মতোই মিউনো, তেমনি সশঙ্কিত তাদের মন। বাজারের সোর-গোল পড়ে গেছে, মাঝে মাঝে উচ্চ হাসির রোল। নড়বড়ে দেওয়ালও বুঝি কেঁপে উঠছে তাদের হাসিতে। খাদ্য-বরাদ্দ নিয়ে তাদের নালিশ, রেস্তোরাঁয় খাবার সরবরাহ নিয়ে তাদের আলাপ, আর আছে প্যারাফিন, কাপড়-

চোপড়ের বরাদ্দ-কার্ড, চকমকি আর ছাগল-ভেড়ার-কথাবার্তা। গরীব মজুরদের কাঁধে সব রকম পাজি লোক যেন ভর করেছে।

কারখানা-কমিটির আফিসের দরজা খুলে গেল। সেই পুরানো দিনের টোকো গন্ধ, ধোঁয়া—ভিড়ের ঘেমো গন্ধ।

গ্লেবকে কেউ চিনতে পারলে না। সে ভিড় ঠেলে এগিয়ে চললো, সবাই তাকিয়ে আছে তার দিকে। লাল তারা-বসানো হেলমেটটা দেখছে, আর বুকের উপরে লাল ঝাণ্ডার সম্মানের ফিতে। কিন্তু ও চলে যেতে তারা ফিরেও তাকাচ্ছে না। এখানে অমন ঢের-ঢের কমিসার আছে। ওদের কারো বা কাজ আছে, কারো বা নেই। অফিসে ওরা তো হরবখৎ আসছেই।

দরজার সামনে একটি ছোকরা, মাথায় তার মেয়েলি টুপী। কোটের উপরে এক স্তন-বন্ধনি কর্সেট লাগানো, কামানো মুখে এক ঝুটো গোঁফ। সে নাচছে। ভিড় তাকে ধাক্কা মেরে যাচ্ছে, সেও কনুই দিয়ে ভিড় সরিয়ে দিয়ে সরু মেয়েলি গলার নকল করে চেঁচিয়ে উঠছে :

আমার পরিচয় দিচ্ছি···আমাকে ক্ষমা করুন। হে নাগরিকগণ, আমি একজন মহামান্যা প্রলেতারিয়া কুমারী। আহা, আমাকে আপনারা ছোঁবেন না, বিরক্ত করবেন না।

গান গেয়ে উঠলো সে :

ওগো ক্ষুদে আপেল, আপেল গো
গড়িয়ে-গড়িয়ে কোথা যাও!
সে যে আফিসে সেঁধোয় গো, অফিসে সেঁধোয়

হাসি আর গালাগালে ডুবে গেল গান।

এই নিচু-জন্মিত শুয়োর! মিৎকা—পাজি! ঠিক আগের মতোই ও আছে। ওকে কিছুই থামাতে পারে না—শয়তান না, পাদ্রি না—সোবিয়েৎও না!

দরজায় দাঁড়িয়ে আছে চোখ-কানা গ্রোমাদা। রেগে গেছে, তার এক-

চোখ দিয়ে যেন আগুন ঝরে পড়ছে। গ্লেব দেখে আঁৎকে উঠলো, এই তিন বছরে কি শুকিয়েই না গেছে!

কমরেড্‌রা, চেঁচিয়ো না! এ সবের জন্ত তোমাদের লজ্জিত হওয়াই উচিত। আমরা নিজেদের অবস্থা বুঝতে পারছি না! মিৎকা চুপ কর!

আরে কমিটির লোক কথা কইছে, আমাদের মাপ করো গো। আমি যে মরে যাচ্ছি, আর কি আছে আমার! এই কর্পেট আর টুপী ফেলে দিচ্ছি মেঝেয়। এই নিয়েই তো মিছিলে যেতে হবে।

মিৎকা আবার শুরু করলে। তারপর সে ভিড় ঠেলে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। ভিড় তার পিছনে।

গ্লেব এসে ঢুকলো কমিটির অফিসে। দেয়ালের পাশ ঘেঁসে মজুরদের ভিড়ে সে দাঁড়ালো। টেবিলের ধারে বসে আছে কুঁজো মিস্ত্রী লোশাক, তেমনি জংধরা কালো মূর্তি; গ্রোমাদার পাশেই বসে আছে। মাথা আর বুক তার টেবিলের উপর নুয়ে পড়েছে, মুখে শুধু খাঁদা নাক, আর রক্তাক্ত চোখছুটো দেখা যায়। পাথরের মূর্তির মতো নিথর সে; গ্রোমাদা কিন্তু উত্তেজিত হয়ে লাফিয়ে উঠছে, থুতু ফেলছে, আবার বসে পড়ে চেঁচাচ্ছে আর হাঁপাচ্ছে।

একটি মেয়েমানুষ, উঁচু পাছা তার থল্‌থলে মোরব্বার মতো নড়ছে, সে চেঁচিয়ে উঠলো:

তোমরা একেবারে অকেজো। কে তোমাদের আমাদের কাঁধের উপর চাপিয়েছে বলতো—আমরা গরীব-গুরবোরা মরছি, তোমাদের পেট ওদিকে ঢোল হয়ে উঠছে। দেখ গো, ওদের ভরাপুরো মুখের দিকে তাকিয়ে দেখ। আমার মরদ তো আবার ছাগলের পশম কাটবার জন্তে পড়ে রইল, আমি এলুম এই নাদা-পেটাদের সঙ্গে ঝগড়া করতে।

মজুরদের মধ্যে কেউ কেউ ওর পিঠ চাপড়ে দিলে; তারা হাসিতে ফেটে পড়ছে।

হাঁ, হাঁ, বলে যাও। আভ্দোতিয়া! যত খুশি গালাগাল দাও। অমন যার উঁচু পাছা, তার তাকদ হবে না তো কার হবে!

চুপ কর্ শুয়োরের দল! তোদের এই কারখানা কমিটি কেন হয়েছে? ওকি আমাদের খপরদারি করে, আমাদের কথা নিয়ে কি মাথা ঘামায়? মজুরদের জন্ত ওরা কি করছে?

সে এক পা পিছিয়ে গিয়ে পা শূন্তে তুলে ভারি জুতো দিয়ে টেবিলের উপর মারলে এক লাথি। তার লাল ঘাঘরার নীচে দেখা গেল নীল শিরা-জাগা ফোলা-ফোলা দুখানি পা।

ভিড় থেকে হাসি আর হর্ষধ্বনি উঠলো।

আর একটু ঘাঘরাটা ওপরে তোল, সাবাস! আভ্দোতিয়া মাঈ! তুমি দেখালে বটে। আমরা শেষটা দেখতে চাই!

লোশাক বসে আছে, ক্রোধের প্রতিমূর্তি যেন। গ্রোমাদা লাফিয়ে উঠেছে, হাত তার উগ্যত—হাড়-জিরজিরে মানুষ, যক্ষায় ঝাঁঝরা তার ফুসফুস।

কমরেড! আপনি একজন মেহনতি মানুষ—মহিলা! কারখানা-কমিটি তার কর্তব্য করছে—যতদূর সম্ভব করছে—আপনাদের বোঝা উচিত যে—

ও আভ্দোতিয়া মাঈ. বল না, আমাদের সবার হয়ে বল না!

গোল্লায় যা তোরা পাজিগুলো। ও কি বলতে চায়? কমরেড লেনিনের ছবি রয়েছে এখানে, আর ঐ বেশ্যাটা আধ-ন্যাংটো হয়ে আছে!

চুপ কর না সাঙাৎ! কমিটি আমাকে যে জুতো দিয়েছে, তা কোথায়? একবার চেয়ে দেখ না। কসাকদের গাঁ থেকে বস্তা ঘাড়ে এত পথ এনু তারপরে তিন জনা গেনু খাবার ঘরে। সেখানে যা খাবারের ছিরি—শুয়োরেও ছোঁয় না।

দেখ—জুতোর ছিরিও দেখ, বুড়ো আঙুল ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে। এমন জুতোয় কামটা কিসের! আমার ইচ্ছে করছে তোদের এগুলো খাওয়াই।

জুতো থেকে পা বার করে নিয়ে জুতো ছুঁড়ে ফেলে পা মেঝের ঠুকছে। জুতো মাতালের মতো ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে পড়লো লোশাকের বুকের উপর।

লোশাক এখনো পাথরের মতো বসে আছে। শান্তভাবে জুতোপাটি তুলে পাশে রেখে দিলে।

বল গো, তোমার কথা বল ; আমরা শুনব।

গ্রোমাদা আর সইতে পারছে না। সে আবার লাফিয়ে উঠে হাত-পা ছুঁড়তে লাগলো। তার নিস্প্রভ মুখে শেষ রক্ত বিন্দু যেন ছুটে এসেছে, রক্তিম করে তুলেছে মুখ।

কমরেড লোশাক, আর তো সইতে পারছি না! এই মহিলা যুক্তিহীন কথা বলছেন···এর পক্ষে এ ব্যবহার অত্যন্ত লজ্জাজনক। কারখানা-সমিতি আর যাই হোক চোরের আড্ডা নয়! আমরা এসব সইব না!

গ্রোমাদা একটু ধৈর্য ধর। বাস্পে নেয়ে উঠলে ক্ষতি তো হয় না। আমরা সব খতিয়ে দেখব। বাছা, কি কাজের জন্য এই জুতোজোড়া তোমাকে দেওয়া হয়েছে?

আমাকে ওসব জারি-জুরি দেখাতে এসো না; শয়তান—কুঁজো-ভেট্কী! কাজ করি আর না-করি—জুতো জোড়া আমি পেয়েছি।

চুপ! জিভ না নেড়ে মাথা খাটাও। আমি জিজ্ঞেস করছি, কি এমন বিশেষ কাজের জন্য তুমি ময়দা আর দুধ পাবে. আবার তাতে থাকবে চিনি। কি কাজ বল? আমাকে অন্য পাটিটা দাও। জুতো জোড়া তোমাকে এমনিই রাষ্ট্র থেকে দেওয়া হয়েছিল। তুমি আবার তোমার শূন্য পেট ভরাবার জন্য শুয়োর-ছানাও নিয়েছিলে! খোলসা করে বল, যদি তা পার, তোমার জিনিস তুমি ফিরে পাবে। বল—বল!

আভ্দোতিয়া পিছনের দিকে হটে গেল, সবাই পিছু হটছে।

এই আস্তে যাও! দেখ, কেউ যেন ওকে আবার মেরে না বসে!

তেমনি বিষণ্ণ গাম্ভীর্যে লোশাক জুতোর পাটিটি (তার তলাটা কুকুরের জিভের মতো বেরিয়ে আছে) তার দিকে বাড়িয়ে দিল।

নাওগো, ভালোমানুষের বাছা ! তোমার স্বামীকে বোলো, সারিয়ে দেবে, তাহলেই আবার পরতে পারবে। আবার এস, আমাদের এমনি করে হাসিয়ে যেও। কারখানা যখন আবার চালু হবে, আমরা তোমাকে পাথরের গাঁতিতে পাঠাব। সেখানে ডিনামাইট ছাড়াও তুমি পাথর ভাঙতে পারবে।

মোটাসোটা আভ্‌দোতিয়া জুতো নিয়ে মেঝেয় বসে পড়ে পায়ে জুতো গলাতে চেষ্টা করলে। সে বিড় বিড় করে বকছে আর পায়ে জুতো গলাবার চেষ্টা করছে। ওরে হাঁদারামরা শোন, সোবিয়েৎ সব কি করে ঠিক করছে ! চাষীদের কাছ থেকে তারা বুর্জোয়াদের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য শস্য লুটে নিচ্ছে, আর বুর্জোয়াদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিচ্ছে কারখানা—এই আমাদের কারখানার মতোই সব। এখন তো কাজ নেই। বুর্জোয়াদের জিনিসপত্তর ওরা কেড়ে নিয়ে বললে, মজুর ভাইরা, সব নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নাও, দেখো যেন কিছু নষ্ট না হয়। বেশ তো, চলুক না এমনি। যখন কারখানায় কাজ শুরু হবে, তখন সব পাল্টে যাবে। ওরে হাঁদারাম, কাঠ-মগজ, তোরা ঘরে ফিরে যা না !

গ্লেব টেবিলের কাছে গিয়ে সেলাম ঠুকে দাঁড়াল, হাসছে সে।

কেমন আছ তোমরা ? অনেক দিন পরে তো দেখা। শেষে ফিরেই এলুম, কিন্তু এসে দেখি কারখানা নেই, এখন সেখানে জন্তু জানোয়ারের কষাইখানা বসেছে। কি করেছ তোমরা কারখানাকে। তোমাদের গুলী করা উচিত।

গ্রোমাদা চেয়ার উল্‌টে দিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল।

গ্লেব, কমরেড ! ও কুঁজো, দেখছ না কে এসেছে ? গ্লেব সুমালভ, আমাদের গ্লেব ! মরেইতো গেছে ভেবেছিলুম, আবার জ্যান্ত ফিরে এসেছে। লোশাক, তাকিয়ে দেখ !

লোশাক কালো পাথরের মূর্তির মতো বসে আছে। গ্লেবের দিকে তেমনি বিষণ্ন দৃষ্টি ফেলে তাকিয়ে আছে—যে-দৃষ্টিতে সে তাকায় মজুরদের দিকে—আভ্‌দোতিয়াকে যে-দৃষ্টি দিয়ে দেখে—কারখানা কমিটির জনতার অভিযোগ যে-দৃষ্টি মেলে সে শোনে।

আরে ভাল, ভাল! তাহলে এলে, তুমি ছিলে মিস্ত্রী, হলে সৈন্ত। আমাদের ভালই হোল। শোন, পল্টনের মানুষ, তোমাকে সব কিছু আবার খাড়া করতে সাহায্য করতে হবে। দেখছ তো; মজুরদের কি হাল্ হয়েছে! কারখানারই বা হালটা ভাল কি! আর মেরামতি কারখানায় এখন পাইপের লাইটার তৈরী হচ্ছে। সাংঘাতিক অবস্থা।

তার দীর্ঘ হাত সে বাড়িয়ে দিলে গ্লেবের দিকে—মস্ত হাত।

গ্লেবের অবাক লাগলো, লোশাকের হাত এত বড়, এত ভারী!

বহু মজুর অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে গ্লেবকে। যেন গোর থেকে উঠে এসেছে সে। কি যেন ফিসফিসিয়ে বলছে। ওরা ঠেলাঠেলি করছে ভিড়ে, ওর হাত ধরে ওরা আচ্ছা করে নেড়ে দিতে চায়।

হঠাৎ নীরবতা ঘনিয়ে এল। শুধু নিঃশ্বাসের শব্দ। মিৎকা আর আভ্‌দোতিয়ার চলে যাবার পর আর গোলমাল নেই।

কমরেড সুমালভ! তোমার জন্তে কাজ রেখে দিয়েছি! দেখ!··· মনিবদের তো তাড়ালুম···এখন দেখ তো ব্যাপার···সবকিছু যে উধাও হয়ে যাচ্ছে। কেউ বা তামাটুকু নিয়ে সরে পড়লো, কেউ বা বোল্টু নিলে। আমরা নিজেরাই তো মালিক মনিব—তাই তো এমনটা হোলো। কিন্তু এতো আর কাজের কথা নয়।

কার কাছ থেকে এল এই অভিযোগ? কে বললে? সবাই অভিযোগ জানালে—কিন্তু সে অভিযোগ বেজে উঠলো এক ঐক্যতানে।

গ্লেব হেলমেট-পরা মাথা দোলালে আনন্দে।

শোন সাঙাতরা—মিস্ত্রী-ভাইরা শোন!

খুদে গ্রোমাদা ভিড় ঠেলে একখানা চেয়ার এনে সশব্দে পেতে দিলে।

এই ভিড় সরাও! আমাদের কমরেড সুমালভকে বসতে দাও। ও আমাদের লাল ফৌজের মানুষ, আবার কারখানারও লোক। ওর কথা আমরা সব সময়েই কান পেতে শুনব। কমরেড সুমালভ যদি চাষী বাহিনী থেকে লাল ফৌজে না যেতেন, তাহলে আমাদের মধ্যে থেকে আজ যে রুশ কমিউনিষ্ট পার্টিতে কমরেডরা ঢুকছে, তা তো সম্ভব হোতনা। কমরেড সুমালভ আমাদের কাছে অনেকখানি।

আবার মজুরদের স্বরের ঐক্যতান ঝরে পড়লো।

তাহলে বেঁচে আছ ভাই?···ভাল, ভাল···একটু এখন আরাম কর! কি করবে? তামাক—আচ্ছা দেখা যাবে···কারখানা আর নেইরে ভাই—একেবারে শেষ হয়ে গেছে।

গ্রোমাডা আবার চেঁচিয়ে বলে উঠলো:

কমরেডরা শোন, উৎপাদনের উপায়কে আয়ত্তে আনবার জন্যেই আমাদের শ্রেণী-সংগ্রাম। কিন্তু কি লজ্জা যে এখনো আমরা বক্তৃতা শোনার আর দেওয়ার দিকেই ঝুঁকে আছি। চার দিকেই তো আমরা জয়ী হয়েছি, সবকিছু নির্মূল করেছি; শুধু কি আমরা কাজ করতেই পারব না?

গ্লেব চুপচাপ। ম্লান, শীর্ণ মুখ মজুরের দল, মুমূর্ষু গ্রোমাদা, যার নামই ছিল কাজের লোক, লোশাক—কুঁজিয়ে গেছে। তাদের মুখের উপর সে চোখ বুলিয়ে নিলে। তারা নতুন পথ পেতে চায়। এতো সহজ, স্পষ্ট কথা।

সবকিছু স্বচ্ছন্দ, স্বাভাবিক হয়ে উঠবে। তবু যেন মনের গভীরে, এক বিষণ্ণতা।

ডাশা অপরিচিতের মতো চলে গেল, দাগা দিলে মনে···শূন্য বাড়ি···শূন্য কারখানা-মাকড়সার ঝুল আর ধুলো সেখানে···সবই অদ্ভুত। পল্টন পল্টনই বুঝি ছিল ভাল···

হাঁ, ভাইসব, এখানেও সুখে কাটেনি দিন তা বুঝতে পারি। কিন্তু কি করে সব এমন নষ্ট করে ফেললে? আমরা তো লড়ছিলুম, জান দিচ্ছিলুম, রক্ত ঢেলে দিচ্ছিলুম···কিন্তু কি করছিলে তোমরা ভাইসব, কিসের জন্য লড়ছিলে? কারখানার কি ছিরি হয়েছে দেখ? এখনই বা কি করছ? কাণ্ডাকাণ্ড কি হারিয়ে বসে আছ? কি করছ বসে বসে?

গ্রোমাদা কি বলতে গেল, কিন্তু যুতসই কথা খুঁজে পেলে না। মজুররা চাইল চেঁচিয়ে উঠতে, কিন্তু দীর্ঘনিশ্বাসে ওদের চীৎকারের সমাপ্তি হোল। শুধু একজনের কথা শোনা গেল পিছনে—সে ভাঙা গলায় হেসে উঠলো, কারখানায় পড়ে থাকলে সবাই মরে যেতুম।

গ্লেব দাঁতে দাঁত ঘসলো, না-হয় মরতেই। এখনি তোমরা চলে যাও না, কারখানা তবু চলবে।

ওসব পুরানো কথা আমরা ঢের শুনেছি। ওসব গিয়ে তাদের কাছে বল, যারা আমাদের অনেক রূপকথা বলে ভুলিয়েছিল। এখন তাদের বোলো, তারা আমাদের কেমন একেবারে ভুলে গেছে। ওরা মরুক!

লোশাকের গম্ভীর গলায় এবার উঠলো প্রতিবাদ।

কারখানায় তুমি ফিরে এসেছ গ্লেব—এত সুখের কথা। আবার কাজ শুরু কর। আবার সব ঠিক করে নিতে হবে। সেই তো ভাল।

গ্রোমাদার চোখে জ্বলছে উৎসাহের দীপ্তি। সে চেয়ে রইল গ্লেবের দিকে। বড একটা কথা খুঁজছে, সে বলবে।

গ্লেব তার হেলমেট খুলে লোশাকের সুমুখে টেবিলের উপর রাখলো।

বাড়ি ফিরে এসেছি। বৌ আমাকে দেখে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল। আজকল নিজের বৌকেও চেনা যায় না। ঘরে উই ধরেছে, রুটি নেই। একখানা খাবারের কার্ড দাও দোস্ত।

গ্লেব কথা শেষ না করতেই হেসে উঠলো মজুরের দল।

হাঃ হাঃ হাঃ জাঁদরেল বুলি আছে, কিন্তু পেটতো খালি। ঠিক আমাদেরই

মতো! এই কথা দিয়ে শুরু করলে পারতে সাঙাৎ, তাহলে তো আর হৈ চৈ হোতনা! কমরেডরা শোন, আমাদেরই ভাই—বেরাদর এসেছে। একই আমাদের দশা—ওরও পেটখালি।

ভাইসব...সুমালভ আমাদেরই একজন।

কি হবে আর তাতে! পেট তো ভরাতে হবে। চল বাড়ি যাই!

গ্লেব উঠে দাড়িয়ে হেলমেট মাথায় পরে বলে উঠলো, কমরেডরা শোন।

কথাটা জোরেইব লেছে। ফৌজে সে এমনি করে জোর দিয়েই বলতো। মজুররা ঘুরে দাঁড়িয়েছে।

ভাইসব, তাহলে একথা তো সত্যি, পেট ভরাতে হবে। আমি যুদ্ধে লড়ছি, এখানেও লড়তে রাজি। আবার কারখানা চালু করতে আমরা লড়ব। পাগল হয়ে যাব, ফেটে পড়ব, কিন্তু কারখানা চালু হবে। জ্যান্ত পুড়ে মরব, কিন্তু তবু চোঙ্ থেকে উঠবে ধোঁয়া, কল চলবে। আমার আস্ত মাথাটা বাজি রাখছি ভাই!

মজুরেরা অবাক।

চালাও ভাই গ্লেব চালাও! আমার কুঁজটা এগিয়ে দিচ্ছি।

গ্রোমাদা যেন জ্বরের ঘোরে হাসছে, লাফাচ্ছে।

গ্লেব থর্ থর্ করে কেঁপে উঠলো, গলা বুজে আসছে, জানালা দিয়ে দেখলো, কংক্রীটের পথে লাঠি ভর দিয়ে নুয়ে চলেছে এক বুড়ো। ভদ্দর লোকের মতো তার মুখ। না, বুড়ো তো নয়, রুপোলি দাড়িওয়ালা একজন শক্ত মানুষ। ইঞ্জিনিয়ার ক্লিস্ট! গ্লেবের মুখোমুখি এসে সে দাঁড়িয়েছে।

দুই

লাল রুমাল

বাড়িতে বিশ্রাম করতে মন চায় না। গ্লেব তাকিয়ে দেখলে। পরিত্যক্ত বাড়ি, ধুলোভরা জানালা (শার্সীর পাশে পাশে মাছির ভনভনানিও ওঠে না), আধোয়া মেঝে, ছেঁড়া পোষাকের স্তূপ এক ধারে। দেখে অদ্ভুত লাগে, দম বন্ধ হয়ে আসে। একি বাসযোগ্য ঘর নাকি! চারদিকের দেয়ালও যেন তাকে ঘিরে ফেলে শ্বাস রোধ করে দিচ্ছে—ঘরে পাশ ফেরবার জায়গা নেই। দু'পা ডানে এগোও—দেয়াল পথ জুড়ে দাঁড়াবে; দুপা বাঁয়ে যাও —তাও দেয়াল, আবার দেয়াল। রাতে দেয়ালগুলো যেন আরো কাছে সরে আসে, হাওয়া মন্থর হয়ে যায়, শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। তার উপরে আছে ইঁদুর আর আবর্জনা। নেই স্ত্রী, নেই ডাশা।

পরিত্যক্ত নির্জন কারখানায় সে বিশ্রাম করবে ঠিক করলো। ঝোপঝাড় আর ঘাসেভরা পরিত্যক্ত খনির পাশে পাশে ঘুরে বেড়াল সে, কখনো বা বসলো। বসে বসে এল ভাবনা……

রাত বেশি হতে আবার বাড়ি ফিরে এল। ডাশা ফেরেনি—নেই ডাশা। আগে উঠোনে তারই প্রতীক্ষায় বসে থাকত—তিন বছর আগে তাই ছিল। সে কারখানা থেকে ফিরে আসতো—ডাশা বসে থাকতো। ঘরেও তখন ছিল আনন্দ। আবহাওয়াও ছিল ভাল—যেন আরামের নীড়খানি। মসলিনের পর্দা জানালায়, জানালার কাঠের উপর বসানো ফুলের টব—তার রঙিন শিখা মেলে ওকে স্বাগত করতো। বিজলী বাতি জ্বালা হলে ঘরের রং-করা মেঝে আয়নার মতো দেখাতো—আর সাদা বিছানা, রুপালী টেবিল-ঢাকনা যেন বরফ-মোড়া বলে মনে হোত। আর ছিল সামোভার।…

চীনেমাটির পেয়ালা-পীরিচের টুংটাং,……ডাশার সত্তা তখন জুড়ে ছিল ঘরের প্রতিটি কোণ। সে গান গাইত, দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতো, হাসতো, আগামী কালের কথা বলতো, আর খেলতো তার জীবন্ত পুতুলকে নিয়ে, সে তাদেরই খুদে মেয়ে নার্কা। কিন্তু তবুও হঠাৎ তার ভ্রূ কুঁচকে যেত; তার ভালবাসার ভিতর দিয়ে একগুয়ে স্বভাব প্রকাশ পেত।

সে তো বহুদিনের কথা। সে অতীতের কথা। অতীত তো এখন স্বপ্ন, সদ্য ভাঙা-স্বপ্ন।

ব্যথা লাগে, অতীত বলেই বুঝি স্মৃতি দাগা দিয়ে যায়। এই পরিত্যক্ত ঘরে মাথা ঘুরে যায়।

ইঁদুর যেখানে বাসা বাঁধলো, সেখানে আর শান্তি কোথায়? যেখানে আগুনের কুণ্ড নিবে গেল, সেখানে তো বসবেই পোকার মেলা।

ডাশা ফিরলো দুপুর রাতে। আর কারখানার অন্ধকার পথের ভয় সে করে না। বাতির শিখা অস্পষ্ট, অদ্ভুত—বাল্ব আঙুলের দাগে আবছা। গোলাপী ঢাকনাটা ঝুলছে একটা ক্ষয়ে-যাওয়া দড়ির সঙ্গে—যেন তুষারাহত ফুলটি।

গ্লেব বসে আছে বিছানায়। নিমিল চোখে ঝিমুতে ঝিমুতে সে ডাশাকে দেখলো।

না, এ যে ডাশা নয়, আগের ডাশা নয়। আগের ডাশা মৃত। এ আর এক মেয়ে—রোদে-পোড়া, দুর্যোগের ঝাপটা-লাগা মুখ, একগুয়ে দৃঢ় চিবুক। লাল রুমাল বেঁধেছে মাথায়, তাতে মুখখানা আরো বড় দেখাচ্ছে।

টেবিলের কাছে পোষাক ছাড়ছে। চুল তার ববকরা। নিজের বরাদ্দ রুটি থেকে এক টুকরো নিয়ে চিবুচ্ছে; তার দিকে দৃষ্টিও নেই। তার মুখের দিকে সে তাকালো। ক্লান্ত মুখ, কিন্তু দৃঢ়, মনে হয় দাঁতে দাঁত কামড়ে আছে।

সে কি তাকে বিব্রত করে তুললো? অথবা তার ঘুম ডাশা ভাঙাতে চাইছে না? অথবা সে আসায় তার জীবনে এল নতুন পরিবর্তন? ডাশা—তার ডাশা এখন অচেনা—সে যেন দূরে চলে গেছে।

তাকে পরীক্ষা করতে চাইলে গ্লেব। যাচাই করতে দোষ কি!

ডাশা, আমাকে ক'টা কথার জবাব দাও তো? আমি পল্টনে ছিলাম। যখন লড়ছিলাম, তখন আমার বাড়িঘর ছিলনা, নিজের কথা ভাবিই নি। এখন বাড়ি ফিরে এসেছি, এসে দেখছি তুমি বাড়ি নেই। তুমি যেন এ বাড়ির আর কেউ নও। পথের কুকুরের মতো তোমার প্রত্যাশায় আমি বসে আছি, অথচ বহু রাত আমার চোখে ঘুম নেই। তুমি তো জান, তিন বছর ধরে আমাদের দেখা-সাক্ষাৎ নেই।

ভয় পায়নি ডাশা। ওর দিকে না তাকিয়েই বললে,

হাঁ, গ্লেব, তিনবছর তো হোলো।

কিন্তু আমি ফিরে এলাম, তুমি যেন খুশি হতে পারনি। এর মানে কি? যে-রাতে বিদায় নিয়ে যাই, সে-রাতের কথা তো মনে আছে। আজ আমার দেহ ক্ষতভরা, এখনো সুস্থ হইনি। তোমার কি মনে পড়ে, উপরে টিলে কোঠায় তুমি আমার কি সেবাই না করতে! বিদায়ের সময়ের সেই কান্নাও কি ভুলে গেছ? আজ এমন জুড়িয়ে গেলে কেন ডাশা?

হাঁ গ্লেব, আমি বদলে গেছি একথা সত্যি। আর বাড়িতে বসে থাকিনা। যা ছিলাম তা তো আর নেই।

তাই তো আমি বলছি। তুমি আর সেই আগের ডাশা নেই।

আগের সেই বাড়ির কথাও ভুলে গেছি। কিন্তু তার জন্যে দুঃখ তো নেই। আমি তখন যে বোকা ছিলাম।

বেশ, বেশ! এখন আমরা কোথায় আবার ঘর বাঁধবো বলতো? এতো বাড়ী নয়, ইঁদুরের গর্ত—এখানে বাঁধব ঘর?

ডাশা তাকিয়ে আছে। লাল রুমালখানা আঙুলে জড়াচ্ছে। এবার

সে ঝুয়ে পড়লো টেবিলের উপর। টেবিল-ঢাকনা আর নেই—টেবিলটা কালো হয়ে গেছে ; তেল আর ময়লার দাগ।

গ্লেব, তুমি কি জানালার উপরে ফুলের টব চাও—আর বিছানায় চাও পাখীর পালকের নরম বালিশ? না, গ্লেব। আমার শীত কেটে গেছে এই ঘরে, আগুনের কুণ্ড তো তখন জ্বলে নি (তখন জ্বালানি কাঠের কি অবস্থা, তুমি তো জানো) সাধারণের রেস্তোরাঁয় আমি খেয়েছি। আমি মুক্ত সোবিয়েতের নাগরিকা।

আগের মতো সে দৃষ্টি নেই—সে-প্রেমিকার দৃষ্টি সে ভুলে গেছে। এখন সে অপরাজিতা, উৎসাহে উদ্দীপ্তা—নিজের মন সে জানে।

গ্লেব বিছানায় উঠে বসলো। সে দেখেছে রক্ত আর মৃত্যুর লীলা। ভয় পায়নি, বিস্মিত হয়নি—আজ তার চোখে ফুটে উঠছে বিস্ময়। সয়তানি! ওকে অন্যভাবে কায়দা করতে হবে।

আর নার্কা? ওকেও তুমি ফুলের টবের মতোই ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছ? সাবাস!

গ্লেব, তুমি কি বোকা!

সে টেবিলের কাছ থেকে সরে গেল। গ্লেব যে ঘরে আছে, একথাও যেন সে ভুলে গেছে। বাইরে আঁধারে ডাকছে পেঁচা—শিশুর মতো তার কান্না। আর ঘরে হুটোপুটি করে বেড়াচ্ছে উপোসী ইঁদুরগুলো।

শোন, নার্কা শিশুসদনে আছে। আমি কাল গিয়ে নিয়ে আসবো।

ওকে কি একটুও ভালবাস না?

গ্লেব, ওকথা থাক। বিছানার আমার ভাগটুকু ছেড়ে দাও। শিয়র দেওয়ার মতো আমার কিছু নেই।

বেশ তো! এই ভাবেই যদি কথা বল, তাহলে এস তর্ক জুড়ে দিই। এবার আমার পালা!

কি বলছ গ্লেব? আজ আর কথা বা তর্ক হবে না। চুপ কর।

গ্লেব বিছানা ছেড়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। ঘরখানা সত্যিই বড় ছোট লাগছে। দেয়ালগুলো যেন তাকে ঘিরে ধরছে, মেঝের কাঠের পাটাতনে শব্দ উঠছে, পায়ের নীচে কেঁপে কেঁপে উঠছে।

ডাশার দিকে তাকাল সে। নিপুণ হাতে বিছানা ওলট পালট করে ও বার করে নিয়েছে ওর বিছানাটুকু। ঘরের এক কোণে বিছানা পেতে ফেলেছে।

গ্লেবের মনে হোল, সায়া খোলার সময় সে ওর দিকে তাকিয়ে বিদ্রূপের হাসিও হেসেছে।

কিন্তু প্রশ্নের তো জবাব চাই। নারী যেমন পুরুষকে ভালবাসে, সে কি তেমনি এখনো ভালবাসে তাকে, না, তার ভালবাসা মরে গেছে? এখন সে কি শুধু অতীতের কথা?

কি ভাবছে ডাশা কে জানে। একি নারীর ছলনা, না, বিরুদ্ধভাব। রহস্য…রহস্য !…পুরুষকে যেমন নারী প্রলুব্ধ করে তেমনি করে সে কি প্রলুব্ধ করছে, না, ছিড়ে দিচ্ছে শেষ গ্রন্থিটুকু?

ঘরের কোণে ডাশা আর বসে থাকে না, বাড়ি থেকে সে বেরিয়ে পড়েছে। তার দেহ হয়তো গৃহস্থালির কাজে তার লালিত্য হারিয়ে ফেলেছিল—কিন্তু এখন? সে কাকে এই তিন বছর ধরে দেহ দিয়ে উষ্ণ করে তুলেছে, কাকে আদর করেছে? স্বাস্থ্যবতী মেয়ে, সে রাতদিন পুরুষের সঙ্গে মিশছে, সে তো আর বন্ধ্যা ফুলের জীবন কাটাতে পারে না। গ্লেবের জন্য তার নারী হৃদয়ের কামনা সে সঞ্চয় করে রাখেনি—হয়তো একে ওকে বিলিয়ে দিয়ে সে আজ নিস্ব। গ্লেব এমনি ভাবতে লাগলো, তার ক্ষতবিক্ষত আত্মার ছায়া পড়লো চোখে। পাশব আলো ফুটে উঠলো!

হাঁ, নাগরিকা…হাঁ, কেঁদে কেঁদে আমরা বিদায় নিয়েছিলাম। আবার আমাদের দেখা হোল, কিন্তু এখন তো বলবার কথাই ফুরিয়ে গেছে। তিন বছর ধরে ভেবেছি, আমার স্ত্রী, আমার ডাশা…সে আমার প্রতীক্ষায় বসে

আছে···আর ফিরে কি দেখলাম—এই অভিশপ্ত জায়গায় ? মনে হয়, স্বপ্নেই বুঝি বিয়ে করেছিলাম। হাঁ, পুরুষ এর ভিতরে আছে···কিন্তু সে আমি নই ? কি, ঠিক বলিনি ?

ডাশা বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল, আবার চোখে শানিত দৃষ্টি।

তুমিও কি অন্য মেয়ের সঙ্গ পাওনি—গ্লেব, বল, বল ! আমি তো এখনো জানিনা, তুমি সুস্থ ফিরে এসেছ কিনা—না তোমাকে রোগে ধরেছে। বল-বল ! হাসছে ডাশা।

এ যেন এক একঘেয়ে ব্যাপার, এমনি ভাবে বলছে কথা। ডাশার কথায় গ্লেব রাগে জ্বলে উঠলো। তার রাতের গোপন ইতিহাস জানে ডাশা। তার নিজের থেকেও তাকে বুঝি বেশি করে জানে ডাশা। এই তো তাকে ধরে ফেললো। যোদ্ধা এখন হৃত শক্তি, অপমানিত, লাঞ্ছিত।

সে এবার আত্মস্থ হয়ে হাসলো।

হাঁ, স্বীকার করছি, দু-একটা যে ব্যাপার না হয়েছে তাও নয়। যুদ্ধক্ষেত্রে আমরা তো মৃত্যুকে সাথী করেই থাকতাম······কিন্তু মেয়েরা তো আলাদা জাতের।

স্ত্রীর তো আলাদা কাজ···

ডাশা পোশাক খুলে ফেলেছে, কিন্তু এখনো শুয়ে পড়েনি। দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। লজ্জা নেই। সুগোল স্তনদুটি উঠছে পড়ছে। সে তাকিয়ে আছে গ্লেবের দিকে—তাকে দেখছে। এবার বললে,

চমৎকার কথা ! মেয়েদের আলাদা কাজ। তারা দাসী হয়ে থাকবে, তাদের স্বাধীন ইচ্ছা বলে কিছু থাকবে না—তারা হবে স্বামীর অর্ধাঙ্গিনী। কমিউনিজমের কি অ, আ, ক, খ তুমি শিখেছ কমরেড গ্লেব ?

গ্লেবের মাথায় রক্ত চড়ে গেল ; তাহলে তার সন্দেহ অমূলক নয়। সে··· তার স্ত্রী ডাশা···অপর কারো রাত মোহময় হয়ে উঠেছে ডাশার মাদকতায়, আর সেই মাতাল রক্তধারায় মিশে মাতাল হয়ে উঠেছে ডাশা।

দৃঢ় পায়ে সে এগিয়ে এল তার দিকে। মুখে কালো ছায়া—জানোয়ার যেন এগিয়ে চলেছে। সে তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। ডাশা এখনো হাসছে, বিদ্রূপের হাসি তার মুখে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, বল আর না বল—এইটেই সত্যি কথা?

গ্লেবের মাংসপেশী যেন ছিঁড়ে খুঁড়ে একটা শিহরণ উঠলো:

তার—তার স্ত্রী—ডাশা……

বাইরে অন্ধকার জাঁকিয়ে বসেছে। নীরব চারধার। তারা, ঝিঁঝি পোকার দল, রাতের ঘন্টা। কারখানার সীমা ছাড়িয়ে ফসফরাসঝলা সমুদ্র। এক বৈদ্যুতিক সুরে গান গাইছে সমুদ্র। হাওয়ায় উঠেছে গভীর এক স্পন্দন, পাহাড় আর চিমনি থেকে চুইয়ে পড়ছে।

কার সঙ্গে আছ? রাতে কাকে তুমি জড়িয়ে ধর বল?

গ্লেব, যুদ্ধে কোন মেয়ে তোমার কাছে ছিল তাতো আমি জিজ্ঞেস করিনি? তুমি কেন আমার প্রেমিকদেব কথা জিজ্ঞেস করবে? কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ো না।

এখন বুঝতে পারছি। ডাশা, আমি খুঁজে বার করব এ রহস্য। হাঁ, মনে রেখো।

ডাশা এগিয়ে এল। তার চোখ দুটো জলছে:

আমার দিকে অমন করে তাকিয়ে থেকোনা গ্লেব। তোমার মতো আমিও অমনি ভ্রূ কোঁচকাতে পারি। যেখানে আছ সেখানেই থাক, তোমার জোর ফলাতে এস না।

তারা পরস্পরের শত্রু হোল নাকি? ডাশার চোখদুটো জলছে; আর গ্লেবের চোয়াল দৃঢ়: গাল বসে গেছে।

তার দিকে অপরাজেয়া কোনো নারী নিষ্ঠুর দৃষ্টি নিয়ে কি তাকিয়ে আছে? এই কি সেই ডাশা—না সে-ই কোনোদিন তার আত্মাকে চেনেনি? এই তিন বছরে সে বুঝি আজ প্রকাশিত হয়ে পড়েছে—তার সেই অনমনীয় আত্মা?

ডাশা কোথা থেকে পেল এই শক্তি ?

যুদ্ধ থেকে নয়, খাবার খুঁজতে বেরিয়ে নয়, গৃহস্থালির কর্তব্য করে নয়। এ শক্তি জেগে উঠেছে, শ্রমিকদের সংহতি-শক্তি থেকেই এ শক্তির সৃষ্টি। একে উদ্দীপ্ত করেছে বছরের পর বছরের দুঃখ-দুর্দ্দশা, শক্তি যুগিয়েছে—তবে তো এসেছে এই মুক্তি। সে একজন কমিশার, তাকেও সে বিভ্রান্ত করে দিলে, হারিয়ে দিলে !

হঠাৎ ব্যাপারটা হয়ে গেল: গ্লেব তাকে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলো। ওর পাঁজরের হাড় যেন মটমট করে উঠছে।

এখন কি হবে—হয় জীবন, নয় মৃত্যু ?

গ্লেব, হাত সরিয়ে নাও। আমার গায়ে হাত দিওনা। তুমি তো অতি সাধারণ মানুষ গ্লেব।

গ্লেবের বাহু বন্ধনে তার মাংসপেশী সাপের মতো কুঁচকে আছে, নিজেকে সে মুক্ত করতে চেষ্টা করছে।

বল, বল, স্বামী যখন বাইরে ছিল, কোথায় তুমি প্রেম করতে ? বল, বল ?

পশু, আমাকে ছেড়ে দাও। নইলে এখুনি তোমাকে আঘাত করব। গ্লেব, আমিও লড়াই করব।

নিজের উষ্ণ রক্তের ধারায় গ্লেব মাতাল হয়ে উঠেছে। সে তাকে বিছানায় নিয়ে গিয়ে নিজে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। ডাশার পরনের ঢিলে গাউনটা ছিঁড়ে গেছে, সে তাকে মাকড়সার মতোই জড়িয়ে ধরলো। ডাশাও এপাশ-ওপাশ করছে, ধস্তাধস্তি করছে বেহায়ার মতো—। নিজের নগ্ন দেহটাকে ছিনিয়ে নিতে চাইছে। অবশেষে সে গ্লেবকে মাটিতে ছুড়ে ফেলে দিয়ে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল, পোশাক সামলাচ্ছে, ঘন ঘন নিশ্বাস নিচ্ছে।

গ্লেব, আমাকে ছুয়ো না। এতে ভাল হবে না বলছি। নিজের খবরদারী করতে আমি জানি। আমার আর ভাল লাগে না। তুমি সৈনিক বটে, কিন্তু মগজের শক্তিকে তুমি হারাতে পার না।

গ্লেব হতভম্ভ হয়ে গেছে। একটা ফোঁড়া যেন উঠেছে আত্মায়, তারই অসহ্য যন্ত্রণা। দেহের আঘাতের থেকে এ যন্ত্রণা ভয়ানক।

না, পেটানো চলবে না। যুদ্ধে লড়াই চলে, কিন্তু বাড়িতে অন্যপথ খুঁজতে হবে। ও এত শক্তি কোথায় পেল?

মেঝেয় বসে পড়লো গ্লেব। সে হার মেনে নিয়েছে, অনুতাপে দাঁতে দাঁত ঘসছে।

ডাশার ভ্রূ নেচে উঠলো। সে হাসতে হাসতে তার বিছানায় গিয়ে বসলো। গ্লেব, আলোটা নিবিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়। তোমার এখন বিশ্রাম চাই। বড় বেশি ক্লান্ত বলেই তুমি অমন ক্ষেপে গেছ।

ডাশা, বৌ, আমাদের সে ভালবাসা কোথায় গেল? কঠোর পরিশ্রমে কি তুমি এমন নিষ্ঠুর হয়ে গেলে—আর কি তুমি মেয়েমানুষ নও?

গ্লেব, শুয়ে পড়, একটু সুস্থ হও। আমি ক্লান্ত হয়েই কাজ থেকে ফিরেছি। কাল আবার যাচ্ছি বাইরে—নারীসংঘের ব্যবস্থা করতে হবে—জেলা-ভরতি বদমায়েস, তাদের অভাব নেই। মৃত্যুর বিরুদ্ধে ও কিছু করবারও নেই। গ্লেব, অমন করে না!

টেবিলের কাছে গিয়ে সে আলো নিবিয়ে দিলে, তারপর গিয়ে শুয়ে পড়লো। চুপচাপ। গ্লেব তার নিশ্বাসের শব্দ শুনতে পেলে না।

অন্ধকারে বসে রইল গ্লেব।

অপমান, দুঃখ। আত্মায় জ্বলছে আগুন। ডাশা এত কাছে, অথচ দূরে!

ওর স্বর শুনতে চেয়েছিল গ্লেব, চেয়েছিল ওর প্রেম। ভেবেছিল, ও কাছে আসবে আগের মতো, ওর বুকে চেপে ধরবে তার মাথা। মার মতো ফিসফিসিয়ে কথা কইবে—বন্ধুর মতো ব্যবহার করবে।

যেন অচেনা মেয়ে শুয়ে আছে বিছানায়, নিজের হৃদয়কে সে রুদ্ধ করে রেখেছে। আর ও নিঃসঙ্গ—একা। হৃদয়ে ওর কামনা আর ব্যথা।

তার কাছে নিঃশব্দে উঠে গেল, পাশে বসে কাঁধে হাতে রাখলো।

ডাশা, আগে যেমন ভালবাসতে তেমনি ভালবাস। আমি কত সয়ে ফিরে এসেছি জান। বহুদিন একটু আদর পাইনি।

সে তার হাতখানা নিয়ে নিজের বুকের উপর রাখলো।

গ্লেব, তুমি কি খোকা…এত শক্তি তোমার, অথচ এত বোকা…এখন তো নয় গ্লেব…সোহাগ করবার মতো শক্তি নেই। শান্ত হও…তোমার আমার সোহাগের সময় আসবে। প্রেম আর করতে পারিনা, বুক কঠোর হয়ে গেছে! তোমার তো উগ্র কামনা, কিন্তু ওকথা এখন নয়। যাও শুয়ে ঘুমোওগে।

জানালার দিকে তাকিয়ে রইল গ্লেব। তারাভরা আকাশ; কোথাও হয়তো পাহাড়ে বাজ গর্জাচ্ছে। উত্তর-পূবাল বাতাসের গান উঠছে উপত্যকায়।

সে উঠে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লো।

পথ খুঁজে বার করতে হবে…নইলে তো চলবে না। হুঁসিয়ার! কিন্তু এখনো তো হার মানিনি। মনে থাকে যেন।

ডাশা নীরব, নিস্পৃহ—কাছে অথচ সে পড়ে আছে দূরে অচেনার মতো।

ভোরে ঘুমের ঘোরে গ্লেবের মনে হোল, ঘর তো নয়, এক শূন্য গহ্বর। হাওয়া বইছে—জানালা দিয়ে দরজার দিকে বয়ে গেল; ঘূর্ণি উঠছে। বসন্তের সুগন্ধি হাওয়া। সে চোখ মেললো। সত্যি! জানালা দিয়ে রোদ এসে পড়েছে। ডাশা টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে আছে, লাল রুমালখানা মাথায় বাঁধছে। ওর দিকে তাকিয়ে হাসলো সে। ওর চোখে আশ্বাসের দ্যুতি যেন।

গ্লেব, এখানে আমরা অতক্ষণ ঘুমোই না। সূর্য তো এখন যেন ঢাক পেটাচ্ছে, এত চড়া রোদ। নারী সংঘের একটা ফর্দ করলাম, কাপড়-চোপড় আসবাব—সব কিছু। তালিকা তো তৈরী হোলো, কিন্তু টাকা আসবে কোথা

থেকে। আমরা তো একেবারে গরীব। আমাদের পার্টি-কমিটিকে একটু খোঁচা দিতে হবে, যাতে ওরা বুর্জোয়াদের কাছ থেকে কিছু আদায় করে দেয়। এখন থেকেই সোরগোল শুরু করতে হবে। মনে আছে, এখনো মার্কার সঙ্গে তোমার দেখা হয় নি? তুমি কি আমার সঙ্গে শিশুসদনে যাবে? এই তো কাছে।

বেশ তো। আমি তো রাজি! ডাশা, আমার কাছে একটু এস না!

ডাশা হাসলো, তারপর ওর কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। সকালের তাজা মুখে তার হাসি।

এই তো এলাম। এবার?

তোমার হাতখানা দাও···হাঁ, এই তো! এই তো—তুমি সেই আগের মতোই মেয়ে, আবার নতুনও হয়েছ। আমিও তো আর পুরানো দিনের মিস্ত্রী নই। নতুন খন্দের শস্যের মতোই বুঝি নতুন গ্লেব গজিয়ে উঠছে! হাঁ, অনেক শিখবো আমরা। এখন যেন রোদও আলাদা হয়ে গেছে।

হাঁ গ্লেব, রোদও আলাদা, শস্যও আলাদা···আমি বসে রইলাম···তাড়াতাড়ি কর!

ডাশা আগে আগে চললো। ঝোপঝাড়ে ভরা পথ। কখনও বা সে মিলিয়ে যাচ্ছে, কখনো বা ঝলসে উঠছে আগুনের শিখার মতোই তার লাল রুমাল। গ্লেব বুঝলো, সে ওকে ইচ্ছে করেই এড়িয়ে চলেছে। সে কি ওকে খোঁচা দিচ্ছে, না ভয় পেয়েছে?

ডাশা তার কাছে এক ধাঁধা। নারী চিরদিনই নারী থাকে, কিন্তু তার আত্মা তো বদলায়।

ক্রুপস্কায়া শিশু সদন, ঘন গাছের সারের ভিতরে। তার লাল ছাদে চিমনীর ভিড়। মেঝে পাথরের, দেয়াল সিমেণ্টে তৈরী। ভিতর থেকে নানা স্বর আসছিল। সবুজ ঝোপঝাড়, উঠোনে শিশুদের কলরব। বাড়িটার পিছনেই সমুদ্র। জলের পোকার মতো একখানা মোটর-বোট

থেকে চলে যাচ্ছে, জলে বৃত্ত সৃষ্টি হচ্ছে। শহর আর দূরের পাহাড় যেন খুব কাছে আর স্পষ্ট দেখায়। বাতাসে মৌমাছির গুণগুণানি। স্খলিত তারার মতো তারা ছুটে ছুটে যাচ্ছে।

কেন যেন গ্লেবের ভালো লাগলো, আত্মা যেন তার পাখা মেলে দিয়েছে। এই পাহাড় পর্বত, সমুদ্র, কারখানা, শহর দিগন্ত রেখার ওপারে যে বিরাট দেশ —সব মিলিয়েই তো রাশিয়া—আমরা। এই বিরাট দেশ—এই পাহাড়, কারখানা —সুদূরের বিস্তৃতি এরই গভীরে গান উঠছে মহান শ্রম-শক্তির। হাত কি এই দানবের কাজ করতে গিয়ে কেঁপে ওঠে না? আমাদের রক্তের চাপে কি বুকখানা ফেটে যায় না? এই তো শ্রমিকের রাশিয়া—এই তো আমরা— এই তো নতুন পৃথিবী যার কথা মানুষ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ভেবেছে। এই তো শুরু: এই তো হাতুড়ির ঘা পড়বার আগে প্রথম প্রশ্বাস। হাঁ, এই তো সেই—আর তার সফলতা আসবেই।

গর্জন করে উঠছে বজ্র।

ডাশা সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে ওর অপেক্ষা করছে। হাওয়া টানছে নিশ্বাসে।

গ্লেব, কি চমৎকার হাওয়া! নার্কা তেতালায় থাকে।

এগিয়ে গেল ডাশা। এযেন বাড়ির সিঁড়ি, চিরপরিচিত সিঁড়ি।

বারান্দায় উঠে গ্লেব বহু ছেলেমেয়ে দেখতে পেল। নীচে ঝোপেঝাড়ে, গাছতলায় তাদের মেলা। তারা হাসছে, ধস্তাধস্তি করছে, কাঁদছে। কেউবা মাটি খুঁড়ছে কিছুর আশায়। যা পাওয়া যাবে, যার জোর বেশি সেই কেড়ে নেবে।

গ্লেব ওদের দিকে তাকিয়ে দাঁতে দাঁত ঘসলো,

এরা যে উপোস করে মরবে ডাশা। তোমাদের এর জন্তে গুলী করা উচিত।

ডাশা অবাক হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল, তারপর হেসে উঠলো।

ওরা যে মাটি খুঁড়ছে—এই জন্যে বলছ তো?……এটা তত ভয়ানক ব্যাপার নয়। ওর থেকেও ভয়ানক ব্যাপার এখানে ঘটে গেছে। ওদের তদারক করবার কেউ না থাকলে ওরা মাছির মতো মারা যেত। আমরা শিশুসদন করেছি, কিন্তু আমাদের খাবার নেই। আর এখানে যারা কাজ করছে, তাদের যদি স্বাধীনতা থাকতো, তারা ছেলেমেয়েদের মুণ্ডু ছিঁড়ে ফেলত। কিন্তু ওদের মধ্যে ভাল লোকও আছে……আমরাই ওদের কাজ শিখিয়ে নিয়েছি।

নার্কার অবস্থাও কি এমনি—আমাদের নার্কা—সেও কি এমনি আছে?

ডাশা তাকাল গ্লেবের দিকে, শান্ত তার দৃষ্টি।

নার্কা ওদের থেকে কিসে সেরা যে ওদের থেকে ভাল থাকবে? দুঃসময় সেও কাটিয়েছে। মেয়েরা না থাকলে ছেলেমেয়েরা উকুন রোগ আর উপোসে শেষ হয়ে যেত—

তুমি কি বলতে চাও, নার্কাও ঐ ভাবেই বেঁচে আছে?

হাঁ, কমরেড গ্লেব, ঠিক ঐ ভাবে, অন্যভাবে নয়।

হলঘরে রোদ এসে পড়েছে, হাওয়া মন্থর, উষ্ণ। ঘুমের স্বাদ তাতে আছে। দুসার বিছানা—ছিন্ন, এখানে ওখানে তালিমারা। কারো বা পরনে ধূসর জামা, কারো বা ছেঁড়া ন্যাকরা। মুখ তাদের শুকিয়ে গেছে, চোখ বসা। নার্সরা হলঘরে আসছে যাচ্ছে।

একদল নার্স যেতে যেতে বলে উঠলো: কমরেড সুমালোভা ভাল তো? মেট্রন আসছেন।

ডাশা এখানে সংযত নয়। সে উচ্ছল। এযেন তার বাড়িঘর।

নার্কা—এই তো আমি!

ঢিলে পোশাক পরা একটি খুদে মেয়ে ছুটে এল। আর সবাই তার পিছনে-পিছনে আসছে-ওদের চোখে শশকের সশঙ্কিত দৃষ্টি।

ডাশা মাসী…ডাশা মাসী!

কোন্-এক ঘরে পিয়ানোয় বাজছে ছেলেমেয়ের জন্ম তৈরী আন্তর্জাতিক সঙ্গীত। বেসুরো গলায় ছেলেমেয়েরা চেঁচাচ্ছে!

ওঠ, ভবিষ্যতের ছেলেমেয়েরা জাগো!

পৃথিবীর যৌবনের মুক্তিই তো মুক্তি।

ডাশা হেসে ছেলেমেয়েদের মাথায় চাপড়ে দিলে। ওরা এ আদরে অভ্যস্ত। তারা যেন এরই আশায় বরাদ্দ রুটির মতোই পথ চেয়ে আছে।

ওগো, তোমরা কি খেয়েছ? কার পেট ভরতি আর কার পেটখালি? বল তো?

সবাই চেঁচিয়ে উত্তর দিলে।

ডাশা এবার নার্কাকে নিয়ে চললো। গ্লেবের দিকে ফিরেও তাকালে না। ডাশা আর নার্কা যেন তার অচেনা—সে যেন তাদের থেকে আলাদা একেবারে আলাদা। ডাশা ওর মা, কিন্তু সে যেন কেউ নয়। সে বাড়ি ফিরেছে, অথচ সে একা। তার স্ত্রী নেই, মেয়ে নেই!···

এখানেও জীবনকে জয় করতে হবে!

ওরা বাড়িটা ঘুরে দেখে এল খাবার ঘরে। পাশেই রান্নাঘরে খাবার তৈরী হচ্ছে। ডোমাশা আর লিজাভেথাকে সে এখানে দেখতে পেল। এরা তার প্রতিবেশী। এরা মানিয়ে নিয়েছে।

ডোমাশা রান্নার সাহায্য করে। হাতের আস্তীন সে গুটিয়ে নিয়েছে, মুখে ঘাম ঝরছে, তবু সে যেন বাড়িতেই আছে এমনি ভাব।

ওগো, এই যে আমাদের উপরওয়ালী এল! তোমাকে ঐ শিক্ষা-কমিটিকে শুধু গাল দিলে হবে না—ওদের বলে দিও, কাজ করতে হবে, শুধু রুমালে নাক ঝাড়লেই হবে না। আর খাদ্য-সমিতিকেও খুঁচিয়ে জাগিয়ে তুলতে হবে। পোকা-মাকড় খাইয়ে ছেলেপুলেদের রাখবো নাকি বাছা। ওগো, তোমার সোয়ামি দেখি আশেপাশে ঘুর্‌ঘুর্‌ করছে। ওকে তাড়াও! ওকে দিয়ে কি হবে। আমারটা যে ফিরলো না ভালই হয়েছে। গোল্লায় যাক ও!

আজকাল পুরুষ সস্তা, একটা দেখেশুনে বেছে নাও! ওকি অমন করে তাকাচ্ছে কেন—আমি ওতে ভয় পাইনা।···যাক গে; আমিই না হয় শিক্ষা আর খাদ্য সমিতি সেরে আসব। ওরা জুতোর বাড়ি খাবে না আমার কাছে···

ডাশা ওর পিঠ চাপড়ে হেসে উঠলো, আবার শুরু করেছ। আরে ডোমাশা, তুমি তো ওদের কাছে এক ভয়ের ব্যাপার।

ওদের জুতো মারতে হবেই তো···সয়তানের দল। আর কোনো দিকে খেয়াল নেই, শুধু নিজের পেটের দিকে নজর। ওদের পায়জামা খুলে নেব না!

হাসিতে গ্লেবের দম বন্ধ হয়ে এল

এ একটা আচ্ছা মাদি কুত্তা! দেখ, দেখ, কথার যেন তুবড়ি ছোটাচ্ছে! নিঃশ্বাস ফেলবারও সময় নেই।

স্টোরে লিজাভেথার সঙ্গে দেখা। ওর পরনে পরিস্কার পোশাক, দেখতেও লম্বা আর সুশ্রী। শিশুসদনের যে তদারক করে তারও ছিমছাম পোশাক। তার মুখে সরু গোঁফের রেখা—আর্মেনীয় বলে মনে হয়। লিজাভেথা সুশ্রী, মুখখানা একটু ফোলা। ওরা জিনিসপত্র মাপছিল।

লিজাভেথা ডাশাকে সম্ভাষণ জানালে। তার হাবভাবে গর্ব ফুটে উঠছে। সে হাসলো।

ডাশা, জামা কাপড় তো ন্যাকরা হয়ে সব ধোপার কাছ থেকে এল। এখন তো ছেলেমেয়েরা পোশাক বদলাতে পারছে না। তুমি একবার পোশাক-বিভাগে যাও। কাল আমরা ন্যাংটো ছেলেমেয়ের বিক্ষোভ-মিছিল বার করবো। আর কাকে পেটাব বুঝিনা। কাঠ আনতে ছেলেমেয়েরা গিছলো পাহাড়ে, তার আগেই নাকি মজুররা সব কেটে নিয়ে গেছে। এখন রান্না হবে কি দিয়ে? এর জন্যে কাকে পিটব বল তো?

ডাশা ডোমাশা আর লিজাবেথার কথা টুকে নিলে, তারপর বললে, কমরেড লিজাবেথা, বাড়ির ব্যাপারের ভার তোমার উপর, তুমি নারী

সমিতিকে সমস্ত বিবরণ দেবে। আমাদের সোরগোল তুলতেও হবে। হাঁ, তুলতেই হবে।

লিজাবেথা একবার শুধু গ্লেবের দিকে তাকাল, তারপর নিজের কাজ করতে লাগলো।

সবাই গ্লেবের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। কে সে? হয়তো ইনস্‌পেক্টরদের কেউ হবে, খালি গোলমাল বাঁধাতেই ওরা ওস্তাদ।

গ্লেব নার্কার হাত ধরতে চায় আবার। সে ফিসফিসিয়ে বললে,

সুরোচকা, এস, হাতে হাত দাও। মাকে চুমু দিয়েছে, আমাকে দেবেনা।

নার্কা মুখ ফিরিয়ে হাত লুকিয়ে ফেললো। কিন্তু চুমু খেতে গিয়ে গ্লেব তাকে কোলে তুলে নিলে। এবার ও আত্মসমর্পণ করেছে, ওর দিকে তাকিয়ে আছে।

আপনাদের সুরোচকা দিব্যি মেয়ে! মেট্রন বললে।

ডাশার দৃষ্টি কঠোর হয়ে এল, সে বললে,

সুরোচকার প্রশংসা করবেন না···এখানে সবাই সমান, সবাইকেই সুশ্রী সুন্দর হতে হবে।

হাঁ, হাঁ। আমরা সর্বহারাদের ছেলেমেয়েদের জন্ত সবকিছু করছি। তাদের কথাই আমরা ভাবছি। সোবিয়েৎ ভাবছেন তাদের কথা।

গ্লেব অসহিষ্ণু হয়ে উঠলো।

কথাগুলো যেন তোতাপাখীর শেখা বুলি। দেখতে হবে, খতিয়ে দেখতে হবে।

শুধু নালিশ, নালিশ আর নালিশ।

ডাশা কথা কইছে না যেন ঘা মারছে।

শুধু অভিযোগ কোরো না কমরেড! কি করতে পার তাই কর। গজগজ করলে কিছু হবে না।

ঠিকই বলেছ। তোমার সঙ্গে কাজ করেও আমাদের আনন্দ কমরেড সুমালোভা!

গ্লেব দাঁতে দাঁত ঘসলো।

ডাশা সব জায়গায় ঘুরছে, সব কিছু দেখছে, প্রশ্ন করছে। এবার সে বিরক্ত হয়ে এল অফিস ঘরে।

একি! এখানে চেয়ার, ইজি চেয়ার, সোফা কেন? এখানে ছবি, ফুল, মূর্তি—এসব কেন? বলেছি না, ওদের কাছ থেকে কিছু নিয়ে আসবে না। তোমরা কি বোঝ না যে, ছেলেমেয়েরা সোফায় গড়িয়ে আরাম করতে চায়? ছবি কি ওদের প্রিয় নয়—একথা কি তোমরা বোঝানা? না, এসব ব্যাপার চলবে না!

হাঁ, হাঁ, কমরেড সুমালোভা, আপনি ঠিকই বলেছেন। কিন্তু শিক্ষার প্রণালী তো কঠোর—এতে অলসতা বাড়বে।

মেট্রনের চোখে শানিত ইস্পাতের ঝলক। ডাশা কিন্তু না থেমে বলে গেল,

আপনার শিক্ষা-প্রণালী চুলোয় যাক! আমাদের ছেলেমেয়েরা গর্তে শুয়োরের জীবন কাটিয়েছে···ওদের ছবি দিন, আলো আর ভালো আসবাবপত্র দিন। যা কিছু সম্ভব সবই দিতে হবে। ওরা খাবে, খেলবে, প্রকৃতির কোলে হুটোপুটি খাবে। আমাদের জন্য কিছু চাই না—ওদের জন্য সব দিতে হবে। যদি আমাদের মরতে হয়, তবু ওদের বঞ্চিত করা হবে না। অফিসের লোকজন যে কোনো জায়গায় বসতে পারে। কমরেড, আমার চোখে ধূলো দেবার চেষ্টা করবেন না। আমি সব বুঝি!

মেট্রন হেসে উঠলো, তাতে কে সন্দেহ করছে কমরেড সুমালোভা। আপনি তো বিচক্ষণ, আপনার দূরদৃষ্টি আছে। আপনার পরামর্শে সবকিছুই তো ভাল চলছে, সবকিছুই ভাল চলবে।

বিদায় নেবার সময় ডাশা আবার নার্কাকে জড়িয়ে ধরে আদর করলে।

নার্কা তাকিয়ে রইল গ্লেবের দিকে, কি যেন সে ভাবছে।

মার্কা, তুমি কি বাড়ি আসবে? যেমন আগে খেলা করতে—তেমনি বাবা-মার সঙ্গে খেলা করতে চাও না?

কোন্ বাড়ি? আমার বিছানা তো এখানে। আমরা তো দুধ খাই, ব্যুগায়ের তালে তালে পা ফেলে চলি।

সে স্নেবকে খুদে খুদে হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলো, তার চোখে জিজ্ঞাসার আলো—এযেন মার চোখের আলো পেয়েছে মেয়ে।

ফেরার পথে ভাশা চুপ করে রইল। এখনো তার চোখ থেকে ঝরছে মাতৃস্নেহের ধারা। সদর সড়কে এসে সে যেন আপন মনে বললে, আমাদের নারীসংঘের বহু কাজ। শুধু ছেলেমেয়েদেরই শেখালে চলবে না। মেয়ে গুলোকেও অনেক শেখাতে হবে। আমাদের চোখ সজাগ না থাকলে ওরা তো সবকিছু চুরি করে নিত। রুটির একটা টুকরোও বাকি থাকত না। তাছাড়া ওরা যেন দাসী বনে আছে। চারদিকে শত্রু। ঐ যে মেট্রন, ওর সোনা-বাঁধানো দাঁত—ওর পক্ষে সবই স্বাভাবিক! কিন্তু আমাদের মেয়েরা! স্নেব, আমরা তো দাসী—ক্রীতদাসী!

পার্টি-কমিটি

শ্রম-ভবন দোতালা বাড়ি। জেটি থেকে বেশি দূরে নয়, এক কংক্রীটের দেয়াল চলে গেছে তার পাশ দিয়ে। জাহাজঘাটা আর রেলপথের মাঝখানে দেয়াল। দেয়ালের গায়ে গর্ত—তারই ভিতর দিয়ে মরচে-ধরা রেল লাইন দেখা যায়—শিরা-উপশিরাময় রেল-লাইন।

একসময় চলতো গাড়ি দেয়ালের পাশের রাস্তা দিয়ে। জাহাজঘাটায় বড় বড় নোঙর পড়ে আছে। দূরে বসন্তের কুয়াশায় টুক্‌রো টুক্‌রো আলো নেচে বেড়াচ্ছে, গাঙচিলের মতো জেলে-ডিঙির পাল ঝলসে উঠছে। শুশুক ডুব দিচ্ছে আর ভেসে উঠছে, রুপালী মাছ ঝলসে উঠছে রোদে।

নির্জন, পরিত্যক্ত বন্দর, ক্ষুধার্ত সমুদ্র। কোথায় কোন্ সমুদ্রে ঘুরছে এখন জাহাজ—শত্রুর কাছ থেকে কেড়ে-নেয়া জাহাজ—সে তো এখানে তো নয়?

শ্রম-ভবনের সামনে উঠে গেছে পিরামিডের মতো সিঁড়ি—তারই সামনে ফুলের বাগান। গাছের মেলা সেখানে। এখন আর বাগানে ফুল ফোটে না, বাদাম গাছগুলোও ঠুটো। বেড়া হয়েছে জ্বালানি কাঠ। সূর্যমুখীরা এখানে ওখানে এখনো আছে, ব্যাঙের ছাতা উঠেছে গাছের ঘন ছায়ায়। তবু দেখা যায় উপরে লেখা অক্ষরগুলো। 'শ্রম-ভবন'।—লাল নিশানের উপর লেখা।

দুটি বারান্দা এসে জুড়ে গেছে—একটা সোজা গেছে এসেম্বলী 'হলে। খোলা দরজা দিয়ে লাল ঝাণ্ডার রক্তিমাভা দেখা যায়। আর একটা বারান্দা গিয়ে মিশেছে বাড়ির দুই অন্ধকার গুহার সুমুখে। ঘর নয়—গুহা। পার্টি কমিটি একটাতে আর একটাতে ট্রেড ইউনিয়ান কাউন্সিল।

তামাকের ধোঁয়ায় ভরে গেছে চারদিক; নোংরা দেয়াল, আস্তর খসে গেছে; জলের দাগ। রঙ-বেরঙের ইস্তাহার—লোকগুলোর পরনে কালো কি হলদে চামড়ার কোট, কারো বগলে পোর্টফলিও—আবার কেউ বা খালি হাতে—ওরা সাধারণ মানুষ, ছেঁড়া পোশাক কারো পরনে, কারো জুতো পরা, কারো বা জুতো নেই (সবে মার্চ মাস এসেছে, গরম পড়েছে), বারান্দায় শোনা যাচ্ছে পায়ের শব্দ, গান, রাইফেল রাখার শব্দ—চেকা-দপ্তর থেকেই শব্দ উঠছে।

গ্লেব ডান দিকের বারান্দার পথ ধরলো। পার্টি-কমিটির অফিসের কাঁচের দরজার সুমুখে দুজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। ওদের মুখের একটা দিক স্পষ্ট দেখা যায়। একজনের মাথায় টাক, নাকটা তুর্কীদের মতো। হাসছে সে। আর-এক জনের নাক খাঁদা, কপাল ছোট—তার উপরে বলিরেখা, থুতনিটা সূঁচালো।

কমরেড, এ তো ভারি বিশ্রী ব্যাপার! একেবারে বিশ্রী!

খাঁদা-নাক লোকটি বললে—গলা তো নয়, ঘেউঘেউয়ানি যেন।

দ্বৈতশাসনতন্ত্র আমাদের ধ্বংস করছে···দ্বৈতশাসন...এখনো আমরা মৃত সাথীদের কবর দিতে পারিনি···মাটিতে ওদের যে রক্ত ঝরলো এখনো বুঝি তা শুকায়নি! তারই আগে আমরা নিজের নিজের কামরায় আরাম কেদারায় ব্রিচেস পরে সটান শুয়ে আরাম করছি। আবার আনুসঙ্গিক কায়দা-কানুনও আমদানি হয়েছে—দরজায় 'প্রবেশ নিষেধ' লেখা হয়েছে, শীগ্‌গীরই, 'মাননীয়' না বললে ও চটে যাব। আমাদের সাথীরা—তারা কোথায় গেল? আমার কি মনে হয় জান, শ্রমিকরা অত্যাচারিত হচ্ছে, তাদের আবার দুর্দশা উপস্থিত।

কমরেড শাক্, তুমি ভুল করছ, ব্যাপারটা তা নয়। তোমার মতের সবটাই ভুল। আমাদের বহু শত্রু আছে কমরেড শাক্। আমাদের চাই নিষ্ঠুর বিভীষিকা, তা না হলে রাষ্ট্রের তো জীবন-মরণ সমস্যা। এই-ই এখন ভাববার কথা।

কমরেড শাক, বুঝেছ! সোবিয়েতের চাই এক উপযুক্ত, বহু-পরীক্ষিত শাসন-যন্ত্র—সে যদি দ্বৈতশাসনও হয়—তাও ভালো। কাজ যদি ভাল হয়, তাও ভাল।

তুমিও একথা বলছ কমরেড সাজি! সবার মুখেই এই এক কথা! কিন্তু শ্রমিকদের ঠাঁই কোথায়! এই খানেই তো দুঃখের কথা···কারো সঙ্গে যে একথা বলবে তারও উপায় নেই।

কমরেড শাক্, এখন চাই জনগণের মধ্যে কাজ। শুধু কাজ!···জনগণকে আসতে হবে—এই শাসনতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যে তাদের ঢুকে পড়তে হবে। কমরেড লেনিন যে রাঁধুনির কথা বলেছেন, সেই রাঁধুনিকেও আসতে হবে এই কাঠামোয়। তুমি ভুল করছ। যে দরজা খোলা—সেখানেই ধাক্কা মেরে ঢুকতে চাইছ।

সাজি তুমি একজন খাঁটি কমিউনিস্ট হতে পার, কিন্তু তুমি অন্ধ। শ্রমিকদের জন্যে আর একটু দরদ চাই—আর শত্রুদের প্রতি চাই নির্মম

নিষ্ঠুরতা। এতদিন ওদের সম্পর্কে যে ব্যবহার করেছি, তাই চালিয়ে যেতে হবে। কিন্তু পার্টির উপরওয়ালা আর কর্মীদের ব্যাপারখানা কি? যেই ওরা উঁচুপদ পেলে অমনি বন্ধু আর সাথী থেকে একেবারে বেহদ্দ পাজি হয়ে দাঁড়াল। বিপদ এইখানেই। এরাই শত্রু কমরেড সার্জি।

গ্লেব শুনছিল। বক্তাকে সে চিনেছে। তার পুরানো বন্ধু শাক্‌। ইসপাতের কারখানায়ই টার্ণার ছিল। একটুও বদলে যায়নি, ঠিক তিন বছর আগের মতোই চেঁচাচ্ছে, গজর-গজর করছে।

সে কাছে গিয়ে তার পিঠ চাপড়ে দিল,

কিগো দোস্ত, চিনতে পার? দেখছি, এখনো তেমনি চেঁচাচ্ছ, গালাগাল দিচ্ছ! কবে থামবে বল তো? তোমার কাজ হবে কোথায় বিলি-ব্যবস্থা করা, কাজ করা, তা না খালি গজরাচ্ছ!

শাক্‌ অবাক হয়ে তাকালো। সে হকচকিয়ে গেছে। নিঃশ্বাস নিয়ে সে শীস্‌ দিয়ে উঠলো।

আরে গ্লেব যে! দোস্ত—পুরানা লড়িয়ে!

সে দুহাতে তাকে জড়িয়ে ধরলো।

তুমি—সত্যিই তুমি? কোথা থেকে এলে! সার্জি, এই আমার পুরানা বন্ধু। বহু বিপদের মধ্য দিয়ে আমাদের দিন একসঙ্গে কেটে গেছে।

শাক্‌, ওসব কথা বলে লাভ কি! শুধু পুরানো কথা তুলে তো আমাদের জয় হবে না।

সার্জি, শোন, শোন! ওযে এল ভালই হোল! ও ওদের চামড়া তুলে নেবে। এমনি লোকেরই এখন দরকার।

গ্লেব আর সার্জি করমর্দন করলে। সার্জির আঙুলে মেয়েলি, ভীরু অনুভূতি। একজন বুদ্ধিজীবী···মার্জিতরুচি···কোমল হাত।

গ্লেব তাকালো তার দিকে। লালচে চুল, ঠোঁটের কোণে হাসি, ধূসর চোখ। হাসিতে প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ, কিন্তু তবু আছে দরদ, আছে প্রশ্ন।

সুমালভ, কমরেড আপনাকে আমি চিনি। রেজিস্টারী অফিসে দেখেছি। পরিষদের বৈঠকেও আপনার কথা উঠেছিল। আপনি ঠিক সময়ে এসেছেন।

আমাদের উপরওয়ালারা তাহলে শত্রুর গন্ধ পেয়েছে। ওদের সঙ্গে লড়াইয়ের কেতাই ভাল। ওরা আমাকেও আটকাতে চেয়েছিল, কিন্তু আমি ওদের চিনি। ওদের আমি দেখাব।

শাক্, কি হয়েছে বল তো?

কি আবার হবে। ওদের ওপর আমার বিশ্বাস নেই। ওরা সবসময়ে মুখে শ্রমিকের কথা বলে, কিন্তু ওরা নিজের পেট ছাড়া অন্য কথা ভাবে না। ওরা মুনাফাখোর, ভণ্ড!

বেশ তো, এবার উপরওয়ালাদের দেখতে চাই। তাঁদের কাছে নিয়ে চল!

কমরেড সুমালভ আপনি সেক্রেটারীর কাছে যান। তিনি এখন বৈঠকে আছেন, কিন্তু তিনি আপনাকে ফোনে খবর দিতে বলেছেন। সিজ্‌কী এখন আমাদের পার্টির সেক্রেটারী।

সার্জি, তুমি ওকে সঙ্গে নিয়ে যাও। এ তোমার কাজ। আমি পরে গিয়ে দেখব, ওরা আমার পুরানা দোস্তকে ফাঁদে ফেলেছে কিনা।

কমরেড শাক্, আমার কাজ আছে। এখন আন্দোলন আর প্রচার কমিটির বৈঠক বসেছে, এর পরে বসবে শিক্ষা কমিটির। সেখানে আবার আমাকে বলতে হবে।

সার্জি, দেখ, তুমি পণ্ডিত হতে পার, কিন্তু মঠের সন্ন্যাসীদের থেকেও তুমি ভীরু আর বাধ্যজীব।

গ্লেব ঘরে ঢুকলো প্রথম। তারপরে সার্জি আর শাক্। ঘরটি ছোট, শুধু সেখানে মেয়ের ভিড়। গ্লেবের মনে হোল, সে ঘরে ঢোকায় ঘরখানা যেন ভরে গেল। দাঁড়াবার আর ঠাঁই নেই। হেলমেটটা যেন ছুঁয়েছে ছাদ, আস্তরে ঘসা খাচ্ছে।

কমরেড মেখোভা পার্টির নারী সমিতির সম্পাদিকা বসে আছে জানালার ধারে। হাতে তার পেন্সিল, পরনে নীল পোশাক। মাথায় বাঁধা লাল রুমালের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে আছে কাঠের চোকলার মতো কোঁকড়া চুলের গোছা। তার মুখে সূক্ষ্ম গোঁপের রেখা, ঠিক কিশোরদের মতো। সে গ্লেবকে দেখেই চোখ তুললে। তার টোল-খাওয়া গাল স্কুলের মেয়েদের মতোই গোলাপী।

ডাশা টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে বলছে। গ্লেবের দিকে সেও তাকালে। কিন্তু তাকে যে চেনে তার কোনো লক্ষণই দেখালে না। অচেনা মুখ যেন, কাছে তার ঘেঁসা যায় না। দেয়াল ঘেঁসে বসেছে মেয়েরা, তাদের মাথায় রুমাল-বাঁধা। তারা শুনছে।

কমরেড মেখোভা তাকিয়ে আছে, সুদূরে তার দৃষ্টি। বেড়ালের মতো রোদ পোয়াচ্ছো। গ্লেবের জামার আস্তিন চেপে ধরে সে বললে, এ ভারি ভয়ানক জায়গা বন্ধু, এটা নারী-সীমান্ত! সবাই আমাদের কামড়ে খাচ্ছে, টুকরো টুকরো করতে চাইছে, আমাদের কিচির-মিচিরে কালা করে দিচ্ছে।

সার্জি বিব্রত হয়ে হাসলো।

গ্লেব হেলমেটে হাত দিয়ে অভিবাদন করলো।

মেয়েরা শাকের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো। এ রাগ না ঠাট্টা কে বলবে! শয়তানীদের আচ্ছা শয়তানি! ওরা আর জম্মে ছেলেপুলে বিয়োবে না। ওরা আমাদের বাদ দিয়েছে।

ডাশা থেমে গেল। পুরুষরা চলে গেলে সে আবার শুরু করবে। আবার গ্লেবের দিকে তার চোখ পড়লো। গ্লেব সেখানে কঠোরতা ছাড়া আর কিছু পেলে না।

কমরেড মেখোভা এবার হাত দিয়ে টেবিল চাপড়ালো!

প্রতিনিধিরা, আপনারা যে যার জায়গায় বসুন! পুরুষ-কমরেডরা চলে যান—আমাদের বাধা দেবেন না। ডাশা, তুমি শুরু কর।

ডাশা আবার বলতে শুরু করেছে। মেখোভা আবার বাধা দিলে!

কমরেড সুমালভ, ফেরবার পথে দেখা করে যাবেন। আপনার সঙ্গে কথা আছে।

আচ্ছা।

রোদ পড়েছে এসে ওর ভ্রূতে—চোখে সরলতা—শিশুর মতো সরলতা কিন্তু তাদের গভীরে আছে দুঃখ।

কাজের কথা নয়। শুধু আপনার সঙ্গে এমনি আলাপ করব।

বেশ তো!

ডাশা এবার বলতে লাগলো।

সিজ্‌কীর কামরায় দরজা খুলে গেল। খানিকটা গরম হাওয়া আর তামাকের ধোঁয়া বেরিয়ে এল।

মেখোভার ঘরে যেমন খেলে যায় সোনালী রোদের ঝলক, এখানে তা খেলে না। রোদ আসে, সূক্ষ্ম সুতোর মতো এসে টেবিলের ধারগুলো আলতো ভাবে ছুঁয়ে যায়। আলোর রেখায় ধুলোর কণা নেচে বেড়ায়।

ছোট্ট ঘর, সিজকী আর আছে সিবিস। চামড়ার কোটের তাদের বোতাম খোলা। সিবিস স্থানীয় চেকার (গোয়েন্দা বিভাগ) কর্তা। মুখ পরিষ্কার করে তাদের কামানো। সিজকীর মুখোমুখি বসেছে সিবিস।

জানালার উপর বসে আছে রোগা একটি যুবক। নাম তার লুখোবা। সে স্থানীয় ট্রেড ইউনিয়ানের কর্তা। ঝাকড়া কালো চুল তার, পোশাকটাও কালো রঙের। মুখের রঙ তামাটে। কফির রঙ যেন। চোখ রোগীর মতো নীল। নিঃশব্দে শুনছে সে।

গ্লেব অভিবাদন করলে। সিজ্‌কীর ভ্রূক্ষেপ নেই। কত পার্টি-সভ্য আসে, সবাইকে স্বাগত জানালে তার চলে না। সে একটু তাকিয়ে দেখলে, বুঝি-বা অবাকই হোলো।

বেশ, আমাদের কাঠুরেরা আছেন…জেলা বন-বিভাগও রয়েছে! কাঁঠের সরবরাহও আছে।

হঠাৎ টেবিল চাপড়ালো সে।

এখন, এর পরে কি হবে? কাঠ কি করে আনা যাবে। শীত আসবার আগেই কাঠ আনতে হবে। জেলা বন-বিভাগ কাজ করছে না—সেখানে রয়েছে যত পাজির দল। মজুররা সেখানে দাঙা বাঁধাবে, ওরা তো এখনি উপোস করছে। লুখাভা, তুমি কথা বলছ না কেন? এমনি তো মুখে তুবড়ি ছোটে, আজ এমন চুপচাপ কেন?

জানালায় বসা যুবকটি সিজ্‌কীর কথা শুনতে পাচ্ছেনা। জ্বর তার চামড়ার নীচে, পুড়ে যাচ্ছে শরীর।

সিবিস কারো দিকে তাকাচ্ছে না। কি ভাবছে কে জানে।

সিজ্‌কী আবার টেবিল চাপড়ে চেঁচিয়ে উঠলো; আমাদের গুলী করে মারা উচিত! আমরা অন্ধ গলিতে চলেছি!

লুখাভা হেসে উঠলো,

সিজকী, মাথা গরম করছ কেন? কোন্ অন্ধগলিতে চলেছি আমরা? আর যদি চলেই থাকি, তাহলে মাথা খাটিয়ে বেরিয়ে আসবার পথ খোঁজ না। তা নাহলে গুলীতে মরবেই—আর সিবিস সে কাজ করবে। না, না, কমরেড, অন্ধ গলি নয়, শুধু সমস্যা—কতগুলো সমস্যা রয়েছে। আমি একটা সমস্যার সমাধান পেয়েছি।

কি সমাধান?

কারখানা আমাদের চালাতে হবে।

সার্জি কিছু বলতে চায়; সে হাত তুলে বললে, আমি এ সম্পর্কে কিছু বলতে চাই—

বেশ, সার্জির যদি কিছু বলবার থাকে, বলুন!

কমরেড লুখাভা যে প্রস্তাব করেছেন, এ সম্পর্কে, কমরেড গ্লেব কি বলেন

জন্য। তিনি এক সময়ে কারখানার একজন মজুর ছিলেন। তিনি—সিজকী বাধা দিলে।

সার্জি, তুমি আবার শুরু করেছ?

না, আমি প্রচার কমিটির বৈঠকে যাচ্ছি। শেষে আছে শিক্ষা সংঘের বৈঠক।

সিবিস্ হাসলো।

হায় রে বুদ্ধিজীবী! 'শেষে' কথাটা যেন মন্ত্রের মতো শোনায় তার মুখে। সিজকী তো রাতে সমস্যার কথা ভাবতে-ভাবতে ঘুমোতে পারে না। এই বুদ্ধিজীবীরা এক-একটা গাধা। সব সময়েই ওদের মুখে ধুয়ো, ওরা অত্যাচারিত হচ্ছে সবচেয়ে বেশি।

ওদের চোখে চোখে রাখা ভাল।

সার্জি বিব্রত, চোখে তার জল।

কমরেড সিবিস, তুমিও তো একজন বুদ্ধিজীবী।

হাঁ, আমিও একজন বুদ্ধিজীবী।

সিজকীর মুখে ব্যঙ্গের হাসি,

কমরেড জুমালভ, কাছে আসুন। আর চেয়ার নেই, আপনাকে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।

গ্লেব টেবিলের কাছে এসে বললে,

আমি একজন দক্ষ শ্রমিক। এখন পার্টিকমিটির অনুগ্রহ প্রার্থী।

সিজকী তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। হাতে হাত মিলেছে।

কমরেড জুমালভ, আপনাকে আমরা কারখানা-কমিটির সম্পাদক নিযুক্ত করেছি। কারখানা চালু নেই, মজুররাও ছত্রভঙ্গ—সবাই এখন ছাগল চরাচ্ছে আর পাইপ-লাইটার তৈরী করছে। কারখানার মালপত্রও উধাও। আপনাকে সব ঠিক করে নিতে হবে—কারখানা চালু করতে হবে। এও এক লড়াই কমরেড!

গ্লেব সামরিক কেতায় অভিবাদন জানালে।

আমি রাজি কমরেড সিজ্‌কী।

লুখাভা নিঃশব্দে সিগ্রেট খাচ্ছে, গ্লেবের দিকে তাকিয়ে আছে। সিজ্‌কীকে সে বললে, ওকে নিয়ন্ত্রণ-দপ্তরে পাঠাও। এসব বাজে ব্যাপার নিয়ে সময় নষ্ট করবার দরকার নেই।

সিবিসও তাকিয়ে আছে। সে বললে, আপনি দক্ষ মিস্ত্রী, সামরিক কমিসার। কারখানা তো বহুকাল বন্ধ, আপনি পল্টন ছেড়ে এলেন কেন?

বন্ধ—তাই বলছেন তো? হাঁ, সবই ভাঙাচোরা হয়ে আছে। অথচ কি কারখানাই ছিল! সে এক দেখবার মতো জিনিস, পৃথিবী-জোড়া ছিল তার নাম। মজুরদের ঘাড়ে ধরে কাজে লাগাতে হবে এখন, ছাগল-ভেড়া তাড়াতে হবে। এখন উৎপাদনের সময়। সবচেয়ে এইটেই দরকারী। যদি কারখানা চালু করতে গিয়ে মরতে হয় তাও রাজি। তা ছাড়া এরা ছাগল-ভেড়া পুষেই মরবে, আর কখনো মজুর হতে পারবে না।

লুখাভা বললে, লাল ঝাণ্ডার চাপরাসপাওয়া বীর কি এখানকার অবস্থা জানেন?

সিবিস চেয়ারে এলিয়ে আছে, সে শুনছে কিনা কে জানে। হয়তো-বা শুনছে না।

সিজ্‌কী আবার হাত তুলে হেসে বললে, লুখাভা, এখনো তোমাকে বক্তৃতা দিতে বলা হয়নি। এস, আমরা আবার জ্বালানি কাঠের কথায় ফিরে যাই।

লুখাভা হাসলো। সে বললে, কমরেড শুমালভ, একখানা কাঠ নেই। আমরা উপোস করছি। শিশুসদনে ছেলেমেয়েরা উপোস করছে। মজুররা ছত্রভঙ্গ। এর মধ্যে আপনি কারখানা চালু করবার কথা বলছেন কি করে? এ তো বাজে কথা। বন থেকে কাঠ আনবার উপায় কি তাই বলুন। এখন কারখানা দিয়ে আমরা কি করব?

জ্বালানি কাঠ? বেশ তো, জ্বালানি কাঠ নিয়েই প্রথমে শুরু করা যাক! আমি আপনাদের কথা দিচ্ছি, এক মাসের ভিতরেই কাঠ পাবেন। আমি এ ভার নিচ্ছি।

বক্তৃতা না দিয়ে সোজা কথায় বলুন, কি করে আমরা কাঠ পাব।

গ্লেব এক মুহূর্ত ভেবে বললে, এক পথ আছে। পাহাড় পর্যন্ত আমরা দড়ির পথ ব্যবহার করব; তারপরে জেটিতে আছে ট্রলি। তাতে করে শহরে কাঠ যাবে। রবিবারে ইচ্ছে করে সবাই কিছুটা সময় দেবেন। সব ইউনিয়ন-গুলোকে তাই জানিয়ে দেওয়া হবে। আর বেশি কিছু আমার বলবার নেই।

শাক ঘেমে উঠেছে, সে গ্লেবকে জড়িয়ে ধরল।

তোমরা তো পেট-মোটা টবের মতো খালি বসে বসে থাকবে—আর হতাশ হয়ে শুধু তর্ক-বিতর্ক করবে! দেখ্ তো, গ্লেবের দিকে তাকিয়ে দেখ তো! এসেই সমস্যাটা জল করে দিলে। ওই চালাবে, সব চালাবে। পুরানা দোস্ত্, একবার দেখিয়ে দাও তো ওদের!

কেউ ওর কথা শুনছে না। ওকে ওরা গণ্য করেনা মানুষ বলে। ওর যে কথা মন থেকে বেরোয়, তা ওরা শোনে না।

সিজ্কীর মুখ গম্ভীর। সে কাগজে সোজা আর বাঁকা কতগুলো লাইন টানছে।

লুখাভা, তুমি কিছু বলবে?

লুখাভা লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

কমরেড সুমালভ, যা ভেবেছেন, আমিও কতকটা সেই লাইনেই চিন্তা করছিলাম। তবে তিনি ভাল করে বুঝিয়ে দিলেন। ওঁর প্রস্তাব আমাদের মেনে নেওয়া উচিত। ওকে অর্থনীতি পরিষদের বৈঠকে ডাকা হোক। এ সম্পর্কে তাঁদের জানানো দরকার।

সিজ্কী পেন্সিলটা টেবিলের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিলে। গড়িয়ে গড়িয়ে পেন্সিলটা গিয়ে পড়লো গ্লেবের পায়ের কাছে। সে পকেটে হাত ডুবিয়ে

উঠে দাঁড়িয়ে বললে, কমরেড স্থমালভ, এ আপনার নিছক কল্পনা-বিলাস! কারখানা আপনি কোথায় দেখছেন? পাথরের কবরখানার কথা আমরা ভাবছিনে—সে ভবিষ্যতের কথা, এখন কাঠ আনবার কথাই ভাবছি।

আপনি কল্পনা বলতে কি বোঝেন কমরেড সিজ্‌কী, জানি না। আপনারা কারখানার কথা না বলুন, মজুররা তারই কথা ভাবছেন; তাই চাইছেন। মজুররা এসে যদি কারখানার দোরে মাথা কোটে, তাহলে আবার কারখানা চালু হবে—মজুরদের হাত যাতে যন্ত্রের উপর পড়ে—তারই প্রতীক্ষা করছে যন্ত্রগুলো। কারখানায় কি কোনো দিন গেছেন? দেখেছেন কি ডিজেল ইঞ্জিন আর মজুরদের? এ এক খুদে শহর, কলগুলো সব চলার জন্যে তৈরী হয়ে আছে। কেন কারখানার জিনিসপত্র লুট হচ্ছে? কেন রোদ, জলঝড়ে নষ্ট হচ্ছে? কেন এই ধ্বংস? কেন জঞ্জাল জমে উঠছে? খালি পেটে কেন ঘুরে বেড়াচ্ছে মজুররা? আর আপনারা তাদের বোঝাচ্ছেন, কারখানা আর কারখানা নেই। তারা আর আপনাদের বিশ্বাস করতে পারছে না, গাল দিচ্ছে। শুধু বড় বড় বুলি বলে আপনারা তাদের ঠাণ্ডা রাখতে চাইছেন। আপনারা তাদের শ্রেণী-সচেতন মজুরের বদলে চোর করে তুলছেন। কেন—আমি জিজ্ঞেস করতে পারি কি কমরেডগণ—কেন আপনারা এমনি করছেন?

তার রক্তে যেন এসেছে মুখরতা, আর তারই প্রকাশ মুখে।

সিজ্‌কী শিউরে উঠলো, তার চোখ বড় হয়ে উঠেছে।

কমরেড স্থমালভ, আপনি কারখানাকে বিগ্রহ ভাবছেন। এখানে এখন দস্যুর দল ঘুরছে, এসেছে আকাল, আমাদের সোবিয়েতে শত্রু আর ষড়যন্ত্রকারীর অভাব নেই। এখন আমরা কারখানায় কেন যাব? কে চায় আপনার সিমেন্ট—কে চায় আপনার কারখানা? আপনি কি কবর তৈরীর জন্যই কারখানা চালু করতে চাইছেন? আপনি যন্ত্র-শিল্পের কথা বলছেন, অথচ মানুষ যাযাবরের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে।

কমরেড সিজ্‌কভ, আমিও সে কথা বুঝি। পুনর্গঠনের চেষ্টা তো করতে হবে…উৎপাদনের যন্ত্রগুলোকে চালু রাখতে হবে। আমাদের আসলে এখন এই প্রশ্ন। তা না হলে সবে ছেড়ে-ছুঁড়ে দিয়ে বসে থাকতে হবে।

সিবিস্ উঠে পড়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। কি ভাবছে সে, কে জানে। দরজায় দাঁড়িয়ে সে বললে,

আমাদের দপ্তরও গরীব। কারখানার কথা আমরা বলছি, কিন্তু আমরা তো সৈন্যদের কথা,বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে অভিযানের কথা বলছি না? এসব কথা ভাল, কিন্তু আমাদের শোনবার সময় নেই।

সে বেরিয়ে গেল। একবার ফিরেও তাকালো না। সিজ্‌কী দরজার দিকে তাকিয়ে হাসলো।

কমরেড সুমালভ, তর্ক করে লাভ নেই। সবচেয়ে বড কথা হচ্ছে, জনগণকে নিয়ন্ত্রিত করা।—কারখানা চালু করা নয়। ঠিক বলি নি?

সিজ্‌কী হেসে গ্লেবের হাত চেপে ধরলো।

কমরেড সুমালভ, শাককে একটু বোঝাবেন। বুঝতে না পেরে ও যেন উপোসী ইঁদুরের মতো যাকে তাকে কামড়াতে চাইছে।

গ্লেব শাকের গলা জড়িয়ে ধরে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। শাক বললে: কমরেড, দোস্ত্, আমরা চালাব কল, আমরা পাহাড় নড়িয়ে দেব, পাহাড়ের গহ্বর ভরাট করে দেব।

সিজ্‌কী স্বর পিছনে শোনা গেল:

কমরেড সুমালভ, চেয়ারম্যান বাদিনের সঙ্গে আলাপ করুন! আর সুখাভার সঙ্গেও তর্ক হওয়া দরকার। ওর মিতালির ধরণই ঐ।

দরজায় সুখাভা গ্লেবের হাত চেপে ধরলো। ওর চোখে জ্বরের ঘোর:

ডাশার কাছে আপনার কথা শুনেছি। আপনার পরিকল্পনা নিয়ে আমরা ভেবে দেখব, এই-ই হবে আমাদের কাজের ভিত্তি। শুধু কথা নিয়ে কাজ হয় না, এখন কিছু ভিত্তি করে এগুনো চাই। ভবিষ্যৎ আমাদের মগজে, কিন্তু

তাকে সফল করবার জন্যে চাই মাংসপেশীর শক্তি।

দুজনে দুজনের দিকে তাকালো। গ্লেবের মনে হোল, ওর দৃষ্টি যেন মনে দাগ কেটে বসে যাচ্ছে।

ডাশা? লুখাভা? তবে কি ওর দাম্পত্য জীবনের হেঁয়ালির উত্তর ঐ লুখাভা?

গ্লেব মেখোভার কাছে গেল। একসময়ে টেবিলের উপর সে ভর দিলে। টেবিল তামার শিঙার মতো উঠলো বেজে। মেখোভা হাসি চাপতে পারলে না। ওর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

কমরেড সুমালভ, ওটাকে একটু আস্তে আক্রমণ করুন। এ তো ভারী কামান নয়। এখানে শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতিতে আমরা কাজ করছি।

সত্যিই আমি দুঃখিত—আমরা কনুই রেখেছি মাটিতে, এখানে এই মুরগীর খোয়াড়ে সে জায়গা কোথায়।

একটু কম জায়গা নেবেন কিন্তু। আপনার জায়গায় আপনাকে আমরা বসিয়ে দেব। সোবিয়েতের কাজ আপনাকে করতে হবে। তখন ভাল লাগবে। বারুদের গন্ধ আর বীরত্ব তখন আর আপনার গায়ে খোশবাই ছড়াবে না। একটু নরম হয়ে যাবেন। আপনি বুঝি কারখানার সম্পাদক হলেন? দেখি, কি করে ঐ ভিড়কে আপনি বাগ মানান। মেয়েগুলোর তো কাছে ঘেঁসা যায় না। খালি শুয়োর, ছাগল আর গোবরের গন্ধ। প্রতিটা বাড়ি চোরাই মালের ডিপো হয়ে আছে। আর ছমাস থাকলেই কারখানা উজাড় হ'য়ে যাবে।

আমরা ভাবছি, কারখানা চালু করব। ডিজেল আর ডাইনামো চালাব, পাহাড় অবধি দড়ির পথ খুলব। কাঠ আসবে সেই পথে।

সবাই আপনারা মুখে ঐ কথা বলেন। আপনাদের কথা শুনলে তাক্ লাগে, কিন্তু আপনাদের সমস্ত চিন্তা হচ্ছে নিজেকে আরামে রাখা। আপনারা হয়ে উঠেছেন সোবিয়েতের বুর্জোয়া শ্রেণী। এখানে তো দিন একঘেয়ে

কাটছে। পণ্টনে বোধ হয় ভাল। আমি পণ্টনে যেতে চেয়েছিলাম, কিন্তু যেতে দিলে না। শুধু আপনার স্ত্রীই যা ভাল আছে। ও কিছু না কিছু করছেই।

ডাশা দেয়ালের পাশে দাঁড়িয়ে আছে, হাসছে।

কমরেডরা, তোমাদের কথার মানে বুঝতে পারছি না। এই পণ্টনি মানুষ—তুমি আমাদের এখান থেকে দূর হও! যদি ভাল চাও তো সরে পড়!

আবার হাসলো।

মেখোভা বললে, দেখুন, কাজের মেয়ে দেখুন! শুধু কাজ আর কাজ! হাঁ, কাজের জন্য ও ঘর-গৃহস্থালি ধ্বংস করে ফেলেছে।

মেখোভা হাসলো। ওর কোঁকড়া চুলের গুচ্ছ দুলে দুলে উঠছে।

স্ত্রীর কর্তব্য ও করে না? ছিঃ ছিঃ কি লজ্জা! বিপ্লব দেখছি মেয়েদের একেবারে মাটি করে দিয়েছে!

ডাশা হেসে উঠলো। কিন্তু এ তো প্রিয়ার হাসি নয়।

মেয়েরা সবাই হাসছে। শাককে তারা ঠেলে বারান্দায় বার করে দিয়েছে।

ওরে নেড়া ছাগল, তোদের কর্তালি শেষ হোল! তোরা তো দাড়ি চেঁছে এখন একেবারে মেয়ে বনে গেছিস! মেয়েরাই এখন মরদের মতো দেখতে। আর সেকাল ফিরে আসবে না।

মেখোভা আবার গ্লেবের দিকে তাকালো। লুব্ধ দৃষ্টি তার চোখে, সে যেন ওকে শুঁকে শুঁকে দেখছে।

এখনো আপনার অভ্যেস হয়ে যায়নি। এখনো মাথায় আছে যুদ্ধ আর পণ্টনের কথা। আপনাকে দেখে তো মনে হয়, আপনি এখনি পণ্টনে ফিরে যাবেন। বলুন, আপনার বীরত্বের কথা শুনি। লাল ঝাণ্ডার সম্মান কবে পেলেন? আমি সেনাদলের জীবন ভালবাসি। জানেন, একসময়ে আমিও খাতে লড়েছি। মানিচে লড়েছিলাম।

সে হাসলো ; গ্লেবের জন্য এ হাসি নয়, তবু তারই দিকে তাকিয়ে হাসছে। চোখে আনন্দের ঝিকিমিকি।

চমৎকার সে জীবন! ভোলা যায় না, মস্কোর অক্টোবরের মতো—আমার সমস্ত জীবনে এই তো বীরত্বের কাহিনী। বিপ্লবের স্ফুলিঙ্গ আমাকেও জ্বালিয়ে দিয়েছিল—জ্বলে উঠেছিলাম।

হাঁ, সে জ্বালায়—জ্বালিয়ে দেয় কমরেড মেখোভা। কিন্তু এই শিল্পের ক্ষেত্রেও বীরত্ব দেখাতে হবে। এ এক জটিল ব্যাপার। ধ্বংস, বিশৃঙ্খলা, ক্ষুধা। পাহাড় ধসে গেছে, মানুষকে ব্যাঙ্-চ্যাপ্টা করে দিয়ে গেছে। এখন কাঁধ দিতে হবে, পাহাড়কে সরিয়ে দিতে হবে ঠেলে। অসম্ভব হবে কি? হাঁ, সে তো অসম্ভব ব্যাপারই। কিন্তু বীরত্ব মানে তো অসম্ভবকে সম্ভব করা।

হাঁ, হাঁ। তাইত আমি বলি কমরেড সুমালভ। বীরত্ব তো তাকেই বলে। একবার উঠে পড়ে লাগ—অসম্ভব সম্ভব হবে।

আবার সে হাসলো। চোখ আরো চক্‌চক্ করছে। কাঁধ লাগাও চাকায়—চমৎকার! ঠিক কথা বলেছেন! প্রতি অণু-পরমাণু দিয়ে লাগ! কমরেড এই নিয়ে আরো কথা হবে। আমি সোবিয়েৎ ভবনে থাকি।

ডাশা হাসছে, গ্লেব আর মেখোভার দিকে তাকিয়ে আছে। এবার গ্লেবের কাছে এসে তার ঘাড় ধরে তাকে দরজার দিকে ঠেলে দিলে।

পল্টনি মানুষ, দূর হও এখান থেকে! এখানে তোমার কি কাজ?

গ্লেব ঘুরে দাঁড়িয়ে ওকে কোলে তুলে নিয়ে বেরিয়ে এল। মেয়েরা হাসছে। মেখোভাও। এই নির্লজ্জ আদরে ডাশা চেঁচিয়ে উঠলো। জড়িয়ে ধরলো ওর গলা। গ্লেবের মনে হোল, সেই পুরনো প্রেম ফিরে এসেছে; সে শুনলো প্রিয়ার সেই হাসি। সে-হাসির তো অর্থ করা যায় না—রক্ত থেকে রক্তে সে সঞ্চরমান।

কমরেড় সুমালভ, আপনার ডাশার খবর জানেন? ওর কথা ও বলেনি। আপনার থেকে ও বেশি সয়েছে।

ডাশা চমকে উঠে ওর কোল থেকে লাফিয়ে পড়লো।

কমরেড মেখোভা, আমার কথা তোমাকে বলতে হবে না। ঠাট্টা আর নয়।

এ যে নিষিদ্ধ ব্যাপার তাতো জানতাম না।

ও চমকে উঠলো কেন? কেন মেখোভাকে থামিয়ে দিলে? সবাই ওর এই ক'বছরের কথা জানে, শুধু সে-ই জানে না। ও কি বলবে সে-কথা—যেচে বলবে?

লুখাভা দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। গ্লেবের দিকে সে জরার্ত দৃষ্টি মেলে তাকালে।

গ্লেব তাকে ধাক্কা না দিয়ে এড়িয়ে চলে যাচ্ছিল। লুখাভা তার জামার আস্তিন টেনে ধরলে।

কমরেড স্থমালভ, একটা জরুরী বৈঠক ডাকুন। আমি যাব, রিপোর্ট দেব।

আমার সঙ্গে কাল ট্রেড ইউনিয়নের আফিসে দেখা করবেন। আমরা দরজা বন্ধ করে বসে আলাপ-আলোচনা করব। একটা বড় পরিকল্পনায় খুঁটি-নাটিগুলোও ভেবে নেওয়া চাই। আমি শুধু জ্বালানি কাঠের কথাই বলছি না, কারখানার কথাও বলছি। এ নিয়ে অনেক ভেবেছি। যতদূর সম্ভব আমরা চেষ্টা করব। এই-ই হবে আসল লড়াই—আমাদের তাকদ বোঝা যাবে। ভুলে যাবেন না, আমাদের হয়তো অনেক সইতে হবে। এতো ভবিষ্যতের জন্য লড়াই, একে তাই কল্পনা-বিলাস বলেই মনে হবে। কিন্তু আমরা তো জানি শক্তি দিয়ে ভবিষ্যতকে বর্তমান করে তোলা যায়। আসুন, কাজে নেমে পড়ি কমরেড।

গ্লেবের হাত ধরে সে নারী-সংঘের অফিসের দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল।

মেখোভা বারান্দায় এসে ওদের সঙ্গে যোগ দিলে।

কমরেড স্থমালভ, থামুন, থামুন! আপনি তো বললেন না, সিজ্‌কীর সঙ্গে কি ঠিক হোলো। এখুনি তা আমার জানা চাই। এখানে—এই গর্তে আমরা তো পচে মরছি। এর নাম কি বিপ্লব নাকি! পার্টি আর সোবিয়েৎকে

যদি এই গর্ত থেকে তুলতে হয়, তাহলে অনেক হিম্মতের দরকার। কমরেড সুমালভ, আমি বুঝেছি, আপনি ঐ গর্তে পড়বেন না। কারণ আপনি ছিলেন সেনাবাহিনীতে। আপনার সঙ্গে আমি আছি। আর ডাশার কথা নিয়ে ভাববেন না…নিজেই ও আপনার কাছে আসবে। দেখবেন, আমার কথা ঠিক কিনা। যাক্গে, এখন কি করবেন ঠিক করেছেন ?

কারখানা চালু করবার চেষ্টা করব।

মেখোভা হাসলো। সোনালী চুলের গোছায় সে হাসির কাঁপন, চোখে তারই ঝলক। সে চলে যাচ্ছে।

পথে শাক গ্লেবকে হাত-ছানি দিয়ে ডাকলে,

আমাদের কর্তাদের কেমন দেখলে ? সাঙাৎ, আমি ওদের একহাত দেখাব। ওরা আমাকে চেনে। রোজ গিয়ে ওদের জ্বালাই। এবার তোমাকে পেয়েছি। পাহাড় উল্‌টে ফেলব না আমরা ! এইসব আমলাদের তাড়াব না !

চার

শ্রমিকের ক্লাব 'কমিনটার্ণ'

কমিনটার্ণ, শ্রমিকের ক্লাব। কারখানার আগেকার ডিরেক্টারের বাড়িতে প্রতিষ্ঠা হয়েছে এই ক্লাব। গীর্জার মতোই বাড়িখানা জমকালো। কিন্তু বিলাসিতার বন্যা বয়ে যেত তার প্রতি কামরায়। ঘরে ঘরে ছিল বড় বড় আরশী, আড়ম্বরপূর্ণ আসবাব।

বাড়ির সুমুখে পাহাড়ের ঢালে ফুল আর ফলের বাগিচা। এখন তা আগাছায় ভরে গেছে, ছাগলরা নির্মূল করে দিয়েছে। বাগানে লোহার রেলিঙ। তারই পটভূমিতে কারখানার নীল চিমনীর সার।

একসময়ে এখানে থাকতেন রহস্যময় এক বৃদ্ধ। মজুররা দূর থেকে তাঁকে দেখতো। তার স্বরও তারা শুনতে পায়নি। কিন্তু তিনি ছিলেন তাদের

কাছে সর্বশক্তিমান। এ বড় অদ্ভুত! কি করে এই ডিরেক্টর এমন বিসাল-ভবনে থাকতেন! ভয় করতো না—একা থাকতেন এই তিরিশ-কামরাওয়ালা বাড়িতে! হানা দিত না শ্রমিকদের দুঃখ দারিদ্র্য—তাদের পশুর মতো জীবনের নোংরামি আর দুর্গন্ধ! বোধ হয় দিত না।

তারপরে এল যুদ্ধ, এল বিপ্লব—সর্বনাশ। ডিরেক্টর সর্বস্ব হারিয়ে পালিয়ে গেলেন প্রাণ নিয়ে। ইঞ্জিনিয়ার, যন্ত্রবিদ আর রাসায়নিকরাও পালালেন, শুধু ইঞ্জিনিয়ার ক্লিস্টই রয়ে গেলেন।

তারপর এক বসন্তের দিনে, যখন সমুদ্রের উপরে চলছিল রোদের খেলা—পাহাড় আর মেঘে যখন রঙের স্পর্শ বুলিয়ে দিচ্ছিল; শ্রমিকরা এল তখন কারখানায়। তারা চেঁচিয়ে উঠলো, ঐ রক্ত-শোষা মালিকের বাড়িটা এস আমরা দখল করে নিই! ওখানে আমরা বসাব শ্রমিকদের ক্লাব। তার নাম দেব কমিনটার্ণ।

সেই থেকেই ক্লাব বসেছে। যুব কমিউনিস্ট সংঘ আছে উপরে, লাইব্রেরী আর চেকার দপ্তরও আছে।

আগে শ্রমিকরা এ বাড়ির চারপাশের পথ দিয়ে হাঁটতে পেতনা, এখন তারা বাড়ি সরগরম করে রেখেছে। ক্লাব ঘরে সন্ধ্যে হলেই বেজে ওঠে বাজনা, গাইয়েরা গান গায়। মালিকের লাইব্রেরীতে ওরা উপরওয়ালা কর্মচারীদের বাড়ির বইগুলো এনে রেখেছে। সুন্দর বই, সোনালী জলে ছাপা মলাট, কিন্তু রহস্যময়। জার্মান ভাষায় সেগুলি লেখা।

গ্রোমাদা ক্লাবের দেখাশোনার ভার পেয়েছে। মালিকের বাড়ি এখন শ্রমিকদের ক্লাব—কমিউনিস্ট কেন্দ্র।

' ।

গ্লেব এখানেই বৈঠক বসালো। গ্লেব উঁচু টেবিলে গিয়ে চেপে বসলো। সুমুখে মজুরের সার। তারা সবাই আলাদা, কিন্তু একই বন্ধনে সবাই বাঁধা।

অনেকেই এখানে তার অপরিচিত। কারখানার ফটকে সেই শেষ সন্ধ্যার কথা তার মনে আছে। উপরওয়ালারা তাকে মজুরদের সার থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে নিষ্ঠুরভাবে মারলেঁ।

তবু চেনা লোকও আছে। তারা হাসলে ওর দিকে তাকিয়ে। জিজ্ঞেস করলে, কি কেমন আছ।

এবার গ্রোমাদা এল।

সে গ্লেবকে দেখিয়ে বললে, ওরে হতচ্ছাড়ার দল! তোরা এই মানুষটার দিকে তাকিয়ে দেখ্। ও মৃত্যু পার হয়ে এসেছে। ইনি সুমালভ, আমাদের কমরেড। এঁরই জন্যে আমি প্রথম পার্টিতে আসি।

গ্রোমাদার কথা ওরা শুনছে। লোসাকও বসে আছে এক কোণে। চুপচাপ।

মেয়েরা হাসছে, কথা কইছে। তাদের নেত্রী হিসেবে গম্ভীর হয়ে আছে ডাশা। তার মাথার লাল রুমাল যেন শান্ত আগুনের শিখা।

লুকোভার অপেক্ষায় সবাই বসে আছে। সে এসে দাখিল করবে বিবরণ, পড়বে।

সার্জি এল এবার। সে এসে গ্লেবকে কি যেন বললে।

গ্লেব উঠে দাঁড়ালো, জানালার দিকে ছুঁড়ে ফেললো টুপীটা।

কমরেডগণ, কমরেড ইভাগিন লুকোভার বদলে এলেন। তিনি এখন জাহাজীদের নিয়ে ব্যস্ত। তারা রেশনের জন্য হাঙামা শুরু করেছে। আমি আপনাদের কয়েকটা কথা বলতে চাই। আমি খবরটা আগেই শুনেছিলাম, এখন বেতারেও বলেছে। বিদেশীরা আমাদের সঙ্গে ব্যবসা করতে রাজী, জাহাজ তারা পাঠাচ্ছে। এতে অখুশি হবার কিছু নেই। বরং আমরা খুশিই হব। এখন আমরাও কাজে লেগে যাব।

কমরেডগণ, আমরা এক বিরাট কারখানার শ্রমিক, কিন্তু আজ আমরা ছাগল আর শুয়োর নিয়ে মেতে আছি। এবার গর্ত থেকে বেরিয়ে আসুন

আপনারা। আমি প্রস্তাব করি, আমাদের উদ্বৃত্ত জন্তুগুলি শিশু সদনে দিয়ে দেওয়া হোক। আবার মেষপালক থেকে আমরা শ্রমিক হয়ে দাঁড়াই আসুন!

বহু স্বর সরে পড়ছে।

শুয়োরের কথা বলছে···এখানে হালে অন্যের জিনিসের উপর লোভটা অনেকেরই বেড়ে গেছে! নিজেকে কি ঠাওরায় ও······

হাঁ, সাবাড় করে দেবে না ছাগল!

ভাইসব, খাবার ঘরে আছে নাকি যে অমনি সব লম্বাই-চওড়াই বাত্ ঝাড়ছে!···

গ্লেব ঘন্টা বাজিয়ে গোলমাল থামাতে গেল।

কমরেডগণ, আপনারা চুপ করুন। ছাগল-ভেড়া আর শুয়োর নিয়ে আপনারা যদি খুশি হয়ে থাকতে চান তো তাই-ই করুন। যখন সময় আসবে তখন যারা এসব চায়, তাদের আমরা দেখে নেব। ঠিক বুর্জোয়াদের যেমন সাজা দিয়েছি, তেমনি সাজাই দেব। এখন আমরা সভার একজন সভাপতি ঠিক করব।

মেয়েরা অমনি চেঁচিয়ে উঠলো; ডাশা, ডাশা সুমালোভা!

পুরুষরা উত্তর দিলে,

গ্রোমাদা। সুমালভ। সাভচুক!

সাভচুকের নাম শুনে হাসির হুল্লোড় পড়ে গেল।

গ্রোমাদা টেবিলের কাছে এসে বললে, কমরেডগণ, মেয়েদের সম্বন্ধে আমার আপত্তি নেই। তাঁদেরও সমান অধিকার।···কিন্তু তাঁরা কিছুদিন অপেক্ষা করুন। এখন পুরুষের দরকার—দাড়িওয়ালা মানুষ চাই।

সুমালভের দাড়ি কোথায়? তোমার গাল-পাট্টাই বা কোথায় গেল? ইঁদুরে খেয়েছে নাকি!

মেয়েরা চেঁচাচ্ছে প্রাণপনে,

ডাশা সুমালোভাকে আমরা চাই! গ্রোমাদা ওর চাকর হবার যুগ্যি

নয়। সাভচুকের দাড়ি দিয়ে ঘর পোঁছা যায়, তার বেশি নয়। মভিয়া তো ওর হাতের তাকদের কথা জানে!

সাভচুক! সুমালভ! লোসাক!

গ্লেব আবার ঘণ্টা বাজালে।

কমরেডগণ, আমরা ভোট নেব। প্রথমে ডাশা সুমালোভার নাম। তিনি আমার স্ত্রী, কিন্তু স্ত্রীলোক হয়ে তিনি সভাপতি হন, এতে আমার আপত্তি নেই।

গ্লেব প্রথমে হাত তুললো, তারপরে মেয়েরা আর সার্জি। শ্রমিকরা তারপরে অনিচ্ছায় একে একে চেঁচিয়ে উঠলো এই মেয়েমানুষগুলোকে তাড়াও। ওদের বাড়ি পাঠিয়ে দাও। ওদের আমরা সহ্য করতে পারি না।

গ্লেব আবার ঘণ্টা বাজালে।

এবার গ্রোমাদার পক্ষে ভোট নেওয়া হবে।···মাত্র ক'জন, লোসাকের পক্ষে···তাও সামান্য। কমরেড সুমালোভা. আপনি আসন গ্রহণ করুন! সাবাস! আমরা জিতেছি। ঐ দাড়িওয়ালা আর দাড়ি কামানো ছাগল গুলোকে দেখিয়ে দাও ডাশা—তুমি কি করতে পার!

ডাশা দৃঢ়পায়ে এসে দাঁড়াল টেবিলের সামনে। গ্লেবের পাশে সে এসে দাঁড়িয়েছে। কমরেডগণ, আমি আপনাদের কাছে নীরবতা দাবী করি। খাঁটি সর্বহারার মতো আমার কথা শুনুন। কার্যসূচি আমার হাতে দিন কমরেড সুমালভ। কমরেড ইভাগিন, আপনি বিবরণ পড়তে শুরু করুন। আপনাকে মাত্র পনেরো মিনিট সময় দেওয়া গেল।

সার্জি অবাক। সে হেসে বললে, কমরেড সুমালভা, নিয়মটা বড় কড়া হয়ে গেল।

কমরেড ইভাগিন, কথা বলবেন না! কথা বলতে হলে অন্যত্র যান, আমাদের কাজ আমরা করতে যাই।

ওঃ বড় হুমকি দেখায় তো! আমরা মেয়েদের চাইনা।

ওদের লাথ্ মেরে তাড়াও, ঐ ঝগড়াটে মুরগীগুলো বাড়ি যাক্! নয়তো আমি ওদের ঘাঘরা ধরে তুলব আর জানালা গলিয়ে ফেলে দেব।

চুপ, কমরেড সাভচুক। আপনার এই বিদ্রোহের জন্য আমি আপনাকে বার করে দেব। কমরেডগণ, মনে রাখবেন, আপনারা কমিউনিষ্ট।

ডাশা ঠিকই বলেছিল, বিবরণে বেশি সময় কেন লাগবে। সার্জির মগজে তখন শব্দের সমারোহ। সে বলতে লাগলো বইয়ের ভাষা, দুর্বোধ্য ভাষা-অদ্ভুত-এরা বোঝেনা। শেষে সে বললে, কমরেড সুমালভ, এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বলবেন।

সে বসতেই গ্রোমাদা উঠে বললে, উনি সর্বহারা শ্রেণীর কেউ নন,··· সর্বহারার দরদী মাত্র, কিন্তু ওর বক্তৃতার কোনো মানে হয়না। আমরা অমন বক্তৃতা ঢের শুনেছি···

ডাশা তাকে থামিয়ে দিলে। এবার গ্লেব উঠলো। নিস্তব্ধ জনতা।

গ্লেব কারখানার বর্তমান অবস্থার কথা বললে। নতুন অর্থনীতিক পরিকল্পনার কথা বললে। পুনর্গঠন করে অব্যবস্থাকে ঠেকাতে হবে। সিমেণ্ট দিয়ে গড়তে হবে রাষ্ট্র। শ্রমিকরাই হচ্ছে সেই সিমেণ্ট।

আবার গোলমাল। ডাশা ঘণ্টা বাজাচ্ছে।

গ্লেব বললে, এই পুনর্গঠনের প্রথম কাজ হবে দড়ির পথ। ছাগল ভেড়ার পাল তাড়িয়ে দিন, কাজে লাগুন।

সাভচুক এবার টেবিলের কাছে এসে টেবিল চাপড়ে বললে, তাড়িয়ে দাও এই কুঁড়ে শুয়োরগুলোকে।

ডাশা বলে উঠলো, কমরেড সাভচুক, আপনি চুপ করুন।

খেঁকিয়ে উঠলো সাভচুক, কি আমাকে চুপ করতে বলছ? কেন চুপ করব?

আপনি চুপ করবেন কিনা বলুন! আবার ডাশার স্বর।

ওরে রে কুত্তি! গ্লেব, সাঙাৎ, দাও না ওর পাঁজরায় কষে একলাথ্।

কি বলব, ও আমার পরিবার নয়!···আর তোরাই বা কি! ইঞ্জিনিয়ার

ক্লিষ্ট এখনো বেঁচে আছে—ও না তোমাকে মালিকের হাতে তুলে দিয়েছিল? তোমার দফা রফা করে তো ছাড়তো। ওদের বল, এবার ঐ ইঞ্জিনিয়ার বেটাকে এনে এখানে হাজির করুক।

ঠিক, ঠিক! ঐ ইঞ্জিনিয়ার বেটা খুনি, ওকে গ্রেফতার কর, ওকে চেকায় (দেশের ভিতরে নিরাপত্তা রক্ষার জন্য দপ্তর) পাঠিয়ে দাও। ও তো ইঁদুরের মতো গর্তে লুকিয়ে আছে। চোরের মতো এড়িয়ে এড়িয়ে বেড়ায়......ও কি তোমার রক্ত দেখতে চায় নি সাঙাৎ?

ইঞ্জিনিয়ার ক্লিষ্ট! গ্লেবের জীবন একদিন ওর হাতের মুঠোয় ছিল, ও তাকে ছুঁড়ে দিয়েছিল জহ্লাদের হাতে। যেন বাজে জিনিস, এমনি ভাবেই ছুঁড়ে দিয়েছিল। ইঞ্জিনিয়ার ক্লিষ্ট!...গ্লেবের জীবনের মূল্য কি এখন তার জীবনের চেয়ে বেশী নয়? কিন্তু সে তো অতীতের কথা, এখন তাদের দুই জীবন তো এসে একই ধারায় মিশেছে।

কুঁজো লোসাকের চোখে চোখ পড়লো ডাশার; লোসাক হাত তুললো; কমরেড লোসাক এবার কিছু বলবেন।

সমস্ত চোখ লোসাকের দিকে। সে বসে আছে এক কোণে। তার কথা তো নয় যেন পাথরের টুকরোর মতো এসে গায়ে পড়ে, যারা শোনে, তাদেরও সে বাদ দেয়না।

হাঁ, কাজ আমরা করতে চাই, কিন্তু বাজে চীৎকার করে আমরা সময় নষ্ট করছি। এবার বলবার পালা আমার। আমরা যেন সবাই বেলুন বনে গেছি। শুধু কথায় ফুলে-ফেঁপে উঠছি—এবার ফেটে পড়লেই হয়। কাজ যদি করতে হয়, ঠিক লোককে এনে বসিয়ে দাও—দেখবে কাজ চালু হবে। এইটেই তো আসল কথা, হক্ কথা। ইঞ্জিনিয়ার ক্লিষ্ট বেটা বেহদ্দ পাজি হতে পারে—সে গ্লেবকে মালিকের হাতে তুলে দিয়েছিল একথাও সত্যি—কিন্তু ভুলে যেওনা ভাইসব—সে ডাশাকে মরণের হাত থেকে বাঁচালে।

ডাশা এবার টেবলের উপর ঝুঁকে পড়ে লোসাকের কুঁজটা ধরে নেড়ে দিলে।

কমরেড লোসাক, আমি এখানে আলোচনার বিষয় নই। হয় আপনি বসে পড়ুন, নয়তো কাজের কথা বলুন।

লোসাক তার জায়গায় ফিরে গেল।

আমার ডাশা! আবার সেই রহস্য!···

গ্লেব বহু কষ্টে নিজেকে সংযত রাখলো। সে নিজের ভাবনার সঙ্গে লড়াই করছে।

বেশ তো ভাইসব, যদি তাই-ই হয়, আমাকে ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে মুখোমুখি একটা বোঝাপড়া করে নিতে দাও। ওকথা এখন থাক।

ক্লান্ত মজুরের দল জামার আস্তিনে মুখের ঘাম মুছছে। ডাশা চোখের সামনে একখানা কাগজ আড়াল করে সারা ঘরে চোখ বুলিয়ে নিলে।

কমরেডগণ, পার্টি-কমিটির বিষয় এবার আমাদের ভাবতে হবে। সংঘের পরিচালিত খামারে কাজ করবার জন্য তাঁরা আমাদের কাছে একদল শ্রমিক চেয়েছেন। পার্টির এই হুকুম।

যেন বোমা পড়লো কথায়—চারদিকে হৈ চৈ।

না, আমরা কাউকে হুকুম করতে দেবনা! আমাদের উপর হুকুম চালাবে—এত সাহস্! এতো যে-সে হুকুম নয়, জাহান্নমে যেতে বলছে। ডাকাতের হাতে আমাদের প্রাণ যাবে।

কিন্তু কমরেডগণ, আপনারা পার্টিরই অংশ। এতো হুকুম নয়, আপনাদেরই নিজের কাজ করবার কথা বলা হয়েছে। আমি যে স্ত্রীলোক, আমিও তো কাজ করছি। কিছুতেই ভয়ে পিছিয়ে আসিনি। আপনারা তো সেকথা জানেন।

তা তুমি হোথায় যাওনা—তোমার এণ্ডিগেণ্ডি নিয়ে চলে যাও!

কি মেয়ে মানুষ বাবা! সমস্ত লোকগুলোকে চালান দিতে চাইছে। ওকে তাড়িয়ে দাও!

সাভচুকের স্বর শোনা গেল। সেও গোলমাল দাবিয়ে রাখতে পারছেনা। তার ক্রুদ্ধ স্বর ছাপিয়ে উঠছে গোলমাল।

ঐ গ্রোমাদাটাকে পাঠাও না! ও তো কারখানা-কমিটি আগলে বসে আছে।

আর ঐ লোসাকটা! কারখানা-কমিটির লোকগুলো তো ভালই আছে। বেশ খাচ্ছে-দাচ্ছে!··· গ্লেব এবার উঠে এসে ঘরের মাঝখানে দাঁড়াল। তার মুখ কঠোর হয়ে উঠেছে, মাংসপেশী কুঞ্চিত।

কমরেড—কমিউনিস্ট—আমাকে পাঠাও, আমার পরিবারকে তোমরা পাঠাও। ও তোমাদের গাল দিয়েছে, কিন্তু ওতো ঠিকই বলেছে। তোমরা কাজে কাঁধ না দিয়ে নিষ্কর্মার মতো বসে বসে আলোচনা করছ। তোমরা যা সয়েছ, তার চেয়ে বেশী আমি সয়েছি। তিন বছর ধরে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে দিন কাটিয়েছি। আর তোমরা তখন কি করেছ?

তাতে কি হয়েছে? এখনো তো মরনি তুমি! আর ওরকম রক্ত কে না দেখেছে এই ক'বছর ধরে?

হাঁ, দেখেছ, তোমরাও দেখেছ। কিন্তু বলতো, ওরা আমাকে খুন করতে পারেনি কেন? আমি সেই গল্পের বীর কাশচাইয়ের মতো অমর। আমি মরণের সঙ্গে দোস্তি পাতিয়েছি। যদি তোমরা রক্তের স্রোত দেখে থাক, তাহলে তো জান, মরণের ধারালো দাঁত আছে। দেখ, আমার গায়ে তার কত দাগ।

গ্লেব তার উর্দিটা টেনে খুলে মাটিতে ছুঁড়ে ফেললে। তেলের বাতির নিষ্প্রভ আলোয় ওরা দেখলে তার পেশীবহুল দেহ। কোমর থেকে কাঁধ পর্যন্ত তার অনাবৃত, পেশীগুলো যেন চামড়ার নীচে নাচছে। ঘরের আলো-আঁধারি ভাব তাকে আরো স্পষ্ট করে তুলেছে।

কে আছ—এস দেখ। পরখ করে দেখ। সে আঙুল দিয়ে শুকিয়ে যাওয়া কতগুলো ক্ষত দেখিয়ে দিল।

এবার কি পায়জামা খুলে ফেলব? আমার অতো সরম নেই! এমনি সামরিক তকমা আমার সারা গায়ে আছে। তোমরা চাও, অন্যেরা ক্রাজ

করতে যাক, আর তোমরা গরু ভেড়ার খোঁয়াড়ে চোখ বুজে পড়ে থাক? বেশ তো, আমি যাচ্ছি। আমাকে তোমরা পাঠাও!

কেউ গ্লেবের কাছে এল না, তার চারদিকে ভেজা চোখ। সবাই চুপচাপ। ওরা তাকিয়ে দেখছে তার নগ্নদেহের দিকে। সারা গায়ে ক্ষত চিহ্ন। ওর কথা শুনে ওরা মনে মনে শিউরে উঠছে। ওরা চুপচাপ; ঘাম ঝরছে দর দর করে, ওদের আসনে কে যেন ওদের আঠা দিয়ে জুড়ে দিয়েছে। কমরেডগণ! এ তো আমাদের পক্ষে লজ্জার কথা, অপমানের কথা···ভেবে দেখ আমরা কতখানি নীচে নেমে গেছি!

গ্রোমোদার বুকে অনুভূতির ঝড উঠছে, তার দেহ উত্তেজনায় চঞ্চল হয়ে উঠছে, সে ঘন ঘন নিশ্বাস নিচ্ছে, কিন্তু ভাষা যোগাচ্ছে না মুখে।

একজন দাডিওলা মজুর উঠে দাঁড়িয়ে নিজের বুক জোরে চাপড়ে দিলে। সে ভয়ানক উত্তেজিত।

আমার নামটাও লিখে নাও। জলদি কর! আমিও যাব। আমি ভীতু নই। হাঁ, তিনটে ভেড়া একটা শুয়োর আর কতগুলি শুয়োরের ছানা আমারও আছে। কি বলব ভাই, এই গর্তে পডে গলে পচে যাচ্ছি।

নিঃশব্দে হাতের সার জেগে উঠলো।

ডাশা গ্লেবের দিকে তাকিয়ে নিজের হাত তুললে।

কমরেডগণ, আমাদের এই দল কি অন্য সবার থেকে নিরেশ? না, না, আমাদের মধ্যে কাজের লোক আছে, আছে সাচ্চা কমিউনিস্ট।

ডাশাই প্রথমে হাত তালি দিলে, তার দাঁতগুলো চকচক করে উঠলো হাসিতে।

আবার সবাই শান্ত। এবার সহজ হয়ে এসেছে সভার কাজ। জনতা বার বার প্রতিবাদে ফুঁসে উঠছে না, সবকিছুই খতিয়ে দেখছে। ডাশা এবার ওদের অবাক করে দিলে। সভার কার্যসূচীতে নেই এমনি একটা প্রস্তাব সে নিজেই করে বসলো।

কমরেডগণ, যে সব উপরওয়ালা কর্মচারীরা চলে গেছে, তাদের বাড়িগুলো এখন খালি, আমি প্রস্তাব করি, সেখানে শিশুসদন বসুক। গৃহস্থালির কাজ আর নয়। মেয়েদের আমরা ঘরকন্নার গণ্ডিতে আটকে রাখতে চাইনা। আমরা চাই স্বাধীন প্রলেতারিয়া নারী।

শোন, শোন! মেয়ে মানুষগুলো য়্যাদ্দিন মুরগীর মতো ঠোকরা ঠুকরি আর কাকের মতো চিল্লাত। এবার কাজের কাজ করবে বলছে।

না, আপত্তি নেই। সবার সম্মতিক্রমে গ্রাহ্য হোল প্রস্তাব, এবার এস আমরা আন্তর্জাতিক সঙ্গীত গাই।

ক্লাব থেকে ঢাল পথে ওদের বাড়ি পৌঁছতে লাগে দশমিনিট। গ্লেব আর ডাশা পাশাপাশি চলেছে।

'কারখানার পিছনে অন্ধকার ঘনীভূত হয়ে উঠছে। দূরান্তের দিকচক্রের লালরঙে ও আঁধারের পোঁচ লাগলো। সমুদ্র আর শহরগুলি কুয়াশা-ঘেরা। জীবনের স্পন্দন তবু কালো ছায়ায় ঝলসে ওঠে। বাড়িঘর থেকে কারখানা অবধি তার চলে গেছে। জায়গায় জায়গায় তার ছেঁড়া। সমুদ্রের উপরে খসে পড়ছে স্খলিত তারা, পাহাড়ের ভাঙা ভাঙা কঙ্কালটার উপরে আকাশে ময়ূরের পেখমের রং। গ্লেব আর ডাশা নিঃশব্দে চলেছে। কথা তারা বলতে চাইছে, কিন্তু পারছে না।

শহরের পিছনে রহস্যময় আলোর খেলা। একবার ঝলসে উঠছে পাহাড় আর শহরের পিছনে, আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। এই জ্বলছে, এই আঁধারে মিলিয়ে যাচ্ছে, এই আবার জ্বলে উঠছে।

ডাশা গ্লেবের হাত ধরলে।

ঐ সঙ্কেত দেখছ, সাদা আর সবুজ সৈন্যদলের সঙ্কেত। ওরা এখনো আমাদের জ্বালাবে। আবার অনেক রক্ত ঝরবে।

ওরা কথায় ভীতি নেই—ও চায় না পুরুষের শক্তির সোহাগ, চায় না

আশ্রয়। ওর কথার অর্থ যেন আলাদা। কিন্তু গ্লেব তো তা চায় না। সে চায়, না ভীতা নারী ভয়ে মুখ লুকুবে তারই বুকে। কিন্তু ডাশা তো তা নয়। সে যখন বাইরে ছিল, কেমন করে দিন কাটালে ডাশা? কি সে জীবন? কি শক্তিও পেল, যার থেকে ওর এই সুস্পষ্ট ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি? আগের ডাশাকে এই শক্তিতো দলে পিষে দিয়েছে, আজকের ডাশা তো তারচেয়ে অনেক বড়, অনেক দৃঢ়। এই শক্তিই তাদের আজ আলাদা করে দিয়েছে। এ যেন এক দেয়াল, দুর্ভেদ্য দেয়াল।

ডাশা চলেছে, দৃঢ় দ্রুত তার পদবিক্ষেপ। পথ দেখা যাচ্ছে না কুয়াশায়, কিন্তু ডাশা তো দেখছে। বেড়ালের মতো তার চোখ রাতে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে।

ডাশা, বল, ইঞ্জিনিয়ার ক্লিস্টের সঙ্গে কি ব্যাপার হয়েছিল?

ডাশা চুপচাপ, তার চোখ গ্লেবের মুখের উপর। অন্ধকারে কি দেখছো তুমি জাননা নাকি?

তোমার জীবনের কথা কি আমাকে বলেছ? একজন সামান্য পরিচিত লোকও তা জানে, অথচ আমি তোমার স্বামী, আমি জানি না!

গ্লেব দেখতে পেল না, ডাশা হাসছে।

শোন তাহলে—আমি গোয়েন্দা-প্রতিরোধ বিভাগে কাজ করছিলাম। মতিয়া ইঞ্জিনিয়ার ক্লিস্টকে গিয়ে ধরে পড়লে···সে আমার জন্যে দায়ী রইল, ···সবুজ রুশদের দলে ভিড়ে গেলাম···

সবুজ রুশ! তুমি জাননা—প্রাণটা যে হারাতে। ওদের হাতের মুঠোর থেকে ছাড়া পেলে? বলতো, ব্যাপারখানা কি?

সে এক মস্ত গল্প। বেশ খানিকটা সময় পেলে, তবে বলা যাবে। এখন অনেক কাজ গ্লেব।···

সে জোরে হাঁটতে লাগলো এবার।

গ্লেব বলে উঠলো, ডাশা, তোমার যেন কি হয়েছে—কেউ যেন তোমার

জীবনে ইচ্ছা আছে। মেয়েদের সঙ্গে ভাব জমাবার মানুষের তো অভাব নেই।

—গ্লেব, তুমি তো তেমন লোক নও, তবে বোকার মতো এসব কথা বলছ কেন? এখন জিভ নাড়া রাখ।

ঘরেও বদ্ধ আবহাওয়া, কেমন একটা সোঁদা গন্ধ বেরুচ্ছে। ডাশা এসেই ছোট্ট টেবিলটা টেনে বসে পড়লো। কাগজের মোড়ক থেকে বই পত্র বার করেছে। বাতিটা কাছে এনে একখানা বই খুলে সে বসলো।

বাঃ কি বই পড়ছ?

মুখখানা তুলে সে বললে, নারী ও সমাজতন্ত্রবাদ—অগাস্ট বেরোল।

অন্য বইগুলো?

ওগুলো কমরেড লেনিনের লেখা। পডতে চাও তো নাওনা। আমাদের কমিউনিস্টদের তো বিদ্যে মগজে পাম্প দিয়ে ঢোকাতে হবে।

ডাশা পডছে। বিড় বিড় করে পড়ছে। শক্ত কথা নিয়ে লড়ছে, সহজ জায়গাগুলো তাড়াতাড়ি পড়ে যাচ্ছে। আবার হোঁচট খাচ্ছে, কি যেন ভাবছে, ভ্রূর উপর তার হাত। আবার লড়তে সুরু করেছে।

খোলা জানলা দিয়ে উড়ে এল রাতের পোকার দল। তারা খেলা করছে, ল্যাম্পের চারদিকে উড়ছে। এ যেন জীবন্ত এক স্বপ্ন। কাচের চিমনির ভিতরে পডছে, পুড়ে যাচ্ছে, তারপর শস্যের দানার মতো টেবিলের ওপর জমা হচ্ছে। পোকাগুলোর মতোই রাতের অন্ধকার থেকে বুঝি এল তারার দল। পাহাডের ঝোপ-ঝাড থেকে পেঁচার চীৎকার—যেন প্রশ্ন বেজে উঠছে চীৎকারে—হাঁ—না? —না—হাঁ। একটা অস্ফুট আলোর রেখা সাভচুকদের বাড়ি থেকে এসে পডেছে পথে। জানলা দিয়ে এসেছে ঘরে।

গ্লেব উঠে বাইরে এল।

সাভচুকরা এরই মধ্যে শুয়ে পড়বার তোড়জোড় করছে। টেবিলের উপরে এঁটো ছড়ানো। এখন থালা-বাসন সরিয়ে নেওয়া বাকি। মত্রিয়া

শুধু সেমিজ পরে টেবিলের কাছে কি করছে। সাভচুক উঠে দাঁড়ালো। সে পা টেনে টেনে এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে ফেললো।

এত রাতে কেন রে পাজি? দিনে তো কুত্তার মতো ঘেউ ঘেউ করে কাটাল। রাতে ঘন ডাঁশের মতো উড়ে বেড়াচ্ছিস!

এ সাভচুকের চিরদিনের কথা বলার ঢঙ।

মতিয়া লজ্জা পেয়ে সেমিজটা বুকের উপর টেনে দিলে। পুরন্ত বুকখানা ঢেকে ফেলেছে।

গ্লেব, তুমি তো আমাদেরই একজন···এখন রাতের পোষাক পরে আছি।

না, না, লজ্জা কোরো না মতিয়া। আমি তো জানি, তুমি ওসবের ধার ধার না। আর সাভচুকের কাছ থেকে তোমাকে কেড়ে নিতেও চাই না। লোকটা আর যাই হোক, ওর উপর নির্ভর করা যায়। ওকে কামানের গোলায়ও নড়ানো যাবে না। বল তো, সাভচুকের সঙ্গে এই ক'বছর কেমন কাটালে···

সাভচুক···খালি গজর গজর করে, কিন্তু লোক ভাল···ওকে তো আমার বুড়ো আঙুলের তলায় দাবিয়ে রেখেছি।

এই মাদি কুত্তা বাজে বকিস নি! কাল কে তোকে পেঁদিয়েছিল। ভুলে গেছিস নাকি?

মতিয়ার চোখ চক্ চক্ করে উঠলো। সে বেড়ালের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লো।

এই বুড়ো ভালুক, কি বাজে বকছ! ভুলে গেছ নাকি—কে তোমাকে চোয়ালে এক ঘা কষিয়ে দিয়েছিল সেদিন।

গ্লেব হাসলো! এই সাভচুকরা আচ্ছা মজার মানুষ।

পুরানো দোস্ত্, বলতো কেমন কাটালে? কিন্তু মতিয়ার গায়ে আর হাত তুলতে পারবে না বলে দিচ্ছি। এখন হাত দিয়ে অন্য কাজ করতে হবে।

মতিয়া আনন্দে চেঁচিয়ে উঠে গ্লেবের দিকে ছুটে গেল। বুকে কাপড় নেই বলে তার লজ্জা নেই।

গ্লেব, সত্যি! আমাদের সত্যিই কাজ চাই! গ্লেব, গ্লেব, আমরা কি আর সুখ পাব না? যখন কাজ ছিল, তখন আমাদের ঘরে ছিল ছেলেপুলে··· যখন কাজ চলে গেল, ছেলেমেয়েরাও তো আর রইল না।

চোখে তার জল।

গ্লেব—বদমাস, যদি কাজ না পাই, কাল তোমাকেও বেঁচে থাকতে দোব না। তোমাব পরিবার তো দারুণ মেয়ে। সারা দলটাকে যেন আঙুলে করে রেখেছে।

মতিয়ার চোখে আলো ঠিকরে পড়ছে। তার দৃষ্টি গভীর।

ডাশাকে আমি বুঝতে পারি না। ও কি করে নার্কাকে পরের হাতে ছেড়ে দিয়ে আছে। যে মেয়ের ঘর নেই, ছেলেপুলে নেই—সে তো বুনো। আমাকেও ও দলে টানতে চেয়েছিল, কিন্তু আমি তো আর বোকা নই। আমি আমার ঘর ছাড়ব না।

সাভচুক হাঁটু চাপড়ে দিল।

গ্লেব—তোর পরিবার একটা শয়তানী। কি করে দলটা গড়েছে দেখ না! গ্লেব মতিয়ার কথা শুনতে চাইছে। সে কি বুঝতে পেরেছে—এই ক'দিনের জীবন কি করে কেটেছে গ্লেবের। শুধু মেয়েরাই বুঝি বুঝতে পারে। গ্লেব মতিয়ার দিকে একবার তাকালে, তারপর সাভচুকের কথার জবাব দিলে।

সত্যি! আমি ছিলাম না, এর মধ্যে ডাশার দেখি খুব সাহস বেড়েছে। কি করে যে আমাকে ছাড়া ওর দিন কাটলো জানি না। ওর নিজের কথা কিন্তু জাঁক করে বলে না।

মতিয়ার চোখ রাগে জ্বলে উঠলো, গ্লেব ওকথা এখানে বলতে এস না! আমাকে ক্ষেপিও না বলছি। ডাশাকে তুমি মরণের মুখে ঠেলে দিয়ে চলে গিছলে, এখন ফিরে এসে তো সব কিছু আগের মতো পেতে পার না। তুমি

চালাকি কোরো না। যদি সে বখেই গিয়ে থাকে, তাতেই বা কি! তুমি আর আর পুরুষের মতো ওকে পরীক্ষা করছ। ও যদি কিছু না বলে থাকে, আমার কাছ থেকেও একটি কথা খসাতে পারবে না। খবর্দার, হাত দিয়ে মাটি খুঁড়তে যেওনা—কি বেরিয়ে পড়বে কে জানে।

গ্লেব বিব্রত হয়ে হেসে উঠলো।

উঃ মতিয়া কি আছে তোমার নাকে? অমনি গন্ধ পেয়েছ? হাঁ, সত্যিই। পুরানো ডাশা আর নেই। ওর এই ক'বছরের কথাও আমি জানি না। আমার মনে হয়, মেয়েদের মনের একটা দিক আছে, সে দিকটা গভীর। তবে কি, মেয়েরা যা করে তাই-ও করেছে? ও তা বলুক, আমি তো আর রাক্ষস নই।

মতিয়া চোখ তুলে তাকালো,

গ্লেব, আমার কাছ থেকে কথা বার ক'রতে চাইছ—লজ্জা করে না? যাও বাড়ি গিয়ে ঘুমোও গে। অতো ফন্দি-ফিকির কেন? ডাশাকে আমি খুব ভালবাসি, কিন্তু ও কেন নার্কাকে শিশুসদনে রেখেছে? ওতো আমার কাছেই ছিল, ওকে এখানে রাখলেই তো হোত! সোয়ামী আর ছেলেপুলে ছেড়ে মেয়েরা থাকে কী করে! পুরুষরা তো তা বোঝে না!

গ্লেবকে দরজার কাছে বিদায় দিতে এসে অন্ধকারে তার হাত চেপে ধরে মতিয়া হেসে উঠলো!

গ্লেব, তুমি তো পুরোণো বন্ধু···তোমাকে বলছি···জানো, আমি মা হতে যাচ্ছি।

হঠাৎ গ্লেবের জন্যে ওর মায়া হোলো। দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বললে,

গ্লেব, বেচারী! আর তো ডাশার কাছে তুমি যেতে পারবে না। কিন্তু এইতো ঠিক—কেন কুকুরের মতো মেয়েদের ফেলে তোমরা ছুটে যাও?

গ্লেব বাড়ি ফিরে দেখলে, ডাশা তখনো বই পড়ছে। তাকে দেখে মুখ তুলে বললে,

সাভচুকদের কাছ থেকে কিছু জানতে পারলে কমরেড ?

গ্লেব তার কাছে এসে দাঁড়ালো। এ তো সে গ্লেব নয় যে যুদ্ধের ঝড় কাটিয়ে এল। এ-যেন অন্য মানুষ—ভালবাসার কামনায় অধীর, উদ্‌বিগ্ন।

ডাশা···আরতো সইতে পার্ছি না···তুমি কি এমনি অচেনা-অজানা হয়েই থাকবে! তুমি যেন বুকে ছোরা লুকিয়ে রেখেছ। তোমাকে ছুঁতে গেলে ঐ ছোরা বসিয়ে দেবে।···আর কিছু যদি ঘটেই থাকে, যে কারো জীবনে অমন দিনকালে তা ঘটতে পারতো।

ডাশাকে জড়িয়ে ধরলো গ্লেব।

ডাশা নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। তারপর আস্তে আস্তে বললে,

হাঁ, আমার জীবনে ঘটনা ঘটে গেছে। আর সে তো একবার নয়, বহুবার···শুধু ক'টা কথা! গ্লেব আর তার ভিতরে তারা যেন দুস্তর ব্যবধান সৃষ্টি করলে। এক পাশবিকতা গ্লেবের রক্তে সাড়া জাগিয়েছে, তার মুঠো-করা হাতে পাশব শক্তি।

তাহলে সত্যি! যত সব হতভাগার সঙ্গে তুই শুয়েছিস? ওরে মাদী কুত্তা—

ঘুসি উঁচিয়ে সে ঝাঁপিয়ে পড়লো ডাশার উপর। ডাশা সরে দাঁড়ালো।

গ্লেব, জ্ঞান হারিওনা!

চুপ করে গেছে ডাশা। গ্লেবও চুপচাপ। শুধু কাঁপছে তার ঠোঁট আর দেহ।

ডাশা এবার বললে, তোমাকে পরীক্ষা করছিলাম গ্লেব। তুমি পুরুষের মতো ব্যবহার করনি। আমার কাছেই তোমার সবকথা শোনা উচিত ছিল··· তুমি কমিউনিষ্ট একথা সত্যি। কিন্তু তুমি বর্বর, মেয়েদের তুমি দাস করে রাখতে চাও—তাদের শুধু বিছানায় সাথী করতে চাও। তুমি সৈনিক হিসেবে উত্‌রে যেতে পার, কিন্তু কমিউনিষ্ট হিসেবে তুমি একেবারে অপদার্থ।

ডাশা এবার বিছানা পাতা শুরু করলে।

পাঁচ

জানালাগুলোর ওক কাঠের ভারী পাল্লা আর খোলা হয় না। ঝন্‌কাঠের উপর জমেছে ধুলো।

সকাল বেলা। ইঞ্জিনিয়ার ক্লিষ্টের ঘর দীর্ঘ বারান্দার এক সুদূর কোনে। দিনেও সেখানে বাইরের গোলমাল পৌছায় না। এক স্বপ্নালু নীরবতা তাকে ঘিরে থাকে। রাতে আসে অন্ধকার নেমে, ছায়ায় ভরে যায়। এ ঘর উপত্যকার বুনো গোলাপ আর আইভি লতার ঝোপ থেকে অনেক দূরে। এখানে বদ্ধঘর—মাকড়সার জাল। তাদেরই শিল্প-নৈপুণ্য দেখে সময় কাটান ইঞ্জিনিয়ার ক্লিষ্ট।

কেউ আসে না। কারখানা যখন কবরখানা, কে আসবে তাঁর কাছে? সদর সড়কে ঘুরে বেড়ায় মজুররা। কেউ বা কারখানায় ঢুকে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করে নিয়ে যায়, কেউ বা পাইপ-লাইটারের জন্যে নেয় কলের অংশ। আর নীচে কারখানা-কমিটির অফিস। তারই পা দাপানি আর চীৎকার মাঝে মাঝে ভেসে আসে ইঞ্জিনিয়ারের ঘরে। তিনি ভাবেন—ওগুলো ডাকাতের আড্ডা। কি হবে ঐ কমিটি দিয়ে? আগে তো ওসব ছিল না।

প্রতিদিন একটার সময় আসে জাকভ খুদে পেতলের বারকোস নিয়ে। এক গেলাস চা, স্যাকারিণের দুটো বড়ি থাকে কাগজে মোড়া। আর কিছু খাবার। ইঞ্জিনিয়ার শুধান, জাকভ, এরই মধ্যে একটা বেজে গেল?

হাঁ।

বেশ, যাও, কেউ যেন আমার কাছে না আসে।

যে আজ্ঞে।

জানালাগুলো ঝাঁট দিও, কিন্তু খুলো না।

জাকভ ঘরে ঝাঁটপাট দিচ্ছে। আবার নীরবতা। বারান্দার কোথাও ক্ষীণ স্বর। অর্থনীতিক পরিষদে বোধহয় নতুন লোক এল। কে ওরা? ক্লিষ্ট জানেন না, জানতেও চান না।

তিনি পড়াশুনো করেন, আর জাকভ তার রক্ষী। এখানে শুধু অতীত···বর্তমান এখানে হানা দেয় বটে, কিন্তু স্পর্শ করতে পারে না। বর্তমান চলেছে সদর সড়ক দিয়ে—মোটর গাড়ি আর কাতারে কাতারে মানুষ নিয়ে।

তিনি হঠাৎ জাকভকে শুধালেন, কি হচ্ছে ?

শ্রমিকদের ক্লাব বসেছে।

এসব কি অদ্ভুত কথা জাকভ! বিপ্লবের মতোই কথাগুলো ভয়ংকর। তুমি কাউকে এঘরে আসতে দিও না! জানালা খুলো না! তুমি যেতে পার।

জাকভ চলে গেল, ইঞ্জিনিয়ার একটা জানালা খুলে তাকালেন। সামনেই মালিকের বাড়ি। ঐ বাড়ি তিনি নিজে তৈরী করেছেন। আর ঢালের ঐ বাঁকে লোহা আর কংক্রীটের ঐযে স্তূপ—ঐ স্তূপও তারই তৈরী। তিনি ওর মায়া কাটিয়ে চলে যেতে পারেননি। তাঁর হাতের কাজ বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল তার পথে, তাই তো তিনি বন্দী এখানে। হাঁ এই ঘরে বন্দী। দেয়ালে এখনো ঝুলছে পরিকল্পনার মানচিত্র। বিরাট ওক কাঠের ডেস্কগুলো পড়ে আছে। আর, সময় এখানে স্তব্ধ হয়ে গেছে, অতীত জমে আছে।

জাকভ চলে গেছে। ক্লিষ্ট তাকিয়ে আছেন জানালা দিয়ে। কারখানার উঠোনে জমা হয়েছে মজুররা। ওঁরই জানালার দিকে তাকিয়ে আছে। কেমন যেন এক বৈদ্যুতিক শিহরণ খেলে গেল তার দেহে। তিনি ফিরে তাকালেন। দরজা হাঁ করে খোলা। আর সেখানে হেলমেট আর সামরিক উর্দিপরা কে একজন দাঁড়িয়ে আছে।

কমরেড ইঞ্জিনিয়ার, এ কি করে রেখেছেন ঘর ?

হেলমেট দিয়ে লোকটা ঘরের ঝুল পরিষ্কার করছে।

বাঃ জবর প্রতিরোধ তো তৈরী করে বসে আছেন কমরেড !

ইঞ্জিনিয়ার ক্লিষ্ট টেবিলের কাছে স্খলিত পদে এসে দাঁড়ালেন। এই সেই

লোক—একদিন ও নির্যাতিত হয়ে রক্তাক্ত মুখোসের মতো মুখখানা তুলে তার দিকে তাকিয়েছিল। সেদিন ও ছিল মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত, চূর্ণবিচূর্ণ মানুষ।

হঠাৎ সে এখানে হাজির হয়েছে। অদ্ভুত, অদ্ভুত শান্ত মানুষটি। হাঁ... আমি কখনো জানালা খুলি না।

ঠিকই করেছেন কমরেড, আমাদের হাওয়াও বিষাক্ত...এই বলশেভিকগুলো গোল্লায় যাক না! সব কিছু ওরা ওলট-পালট করে দিচ্ছে, নাড়িভুঁড়ি বার করে টুকরো টুকরো ছড়িয়ে দিচ্ছে। গোল্লায় যাক ওরা!

জাকভতো তুমি যে আসবে সেকথা বলেনি।

না। ওকে মিস্ত্রীর দোকানে কাঠ চিরতে পাঠিয়ে দিয়েছি। কুঁড়ে লোকদের আমরা সহ্য করতে পারি না। আমাকে চিনতে পারছেন তো কমরেড?

হাঁ, চিনি। কি চাও তুমি?

কাজেই এসেছি, প্রলেতারিয়াদের কর্তৃত্ব এখন আমাদের হাতে, কিন্তু ধ্বংসস্তূপে আমরা শুধু হাতে কাজে নেমেছি, জ্বালানি কাঠের অভাব, দড়িরপথ ভেঙেচুরে গেছে, ইঞ্জিনিয়াররা পালিয়ে রয়েছেন তাদের গর্তে। কেন এই মাকড়সার জালে কারখানাকে আর নিজেদের ঘিরে রেখেছেন? কমরেড, এই আমার প্রশ্ন।

আমিও নিজেকে এই প্রশ্ন করেছি, উত্তরও আমার তৈরী। আমার কাছে তোমরা কি চাও?

আমরা সবকিছু ওলট-পালট করে দিতে চাই।

ওসব বাজে কথা শোনবার আমার সময় নেই। তোমাদের কথা আমি বুঝতে পারিনা, বুঝতে চাইনা। যাও, আমাকে শান্তিতে থাকতে দাও!

গ্লেব টেবিলের কাছে এসে দাঁড়ালো। পাইপটা মুখ থেকে নামিয়ে ইঞ্জিনিয়ারের চোখের দিকে তাকিয়ে রইল। ওর চোখে কি মাকড়সার নাচনের ছায়া পড়েছে, না অশরীরী আত্মারা ঘুরছে গ্লেবের চারদিকে। ক্লিষ্টের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে এল।

কমরেড, সেই রাতের কথা নিশ্চয়ই মনে আছে। আপনি সেদিন আমাকে বেধড়ক পিটে ছিলেন, আমি আজ সেইদিনের গল্প করতে এসেছি। পুরাণো বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে এলাম।

মুখে পাইপ লাগিয়ে আবার সে হেসে উঠলো।

কমরেড ইঞ্জিনিয়ার, আপনাকে একটা ধাঁধা জিজ্ঞেস করি। ছোট্ট ধাঁধাটা, কিন্তু ভারি চমৎকার। এক বসন্তের দিনে ছিল চারটি বোকা। সাদারা তাদের ধরে নিয়ে এল এই ঘরে। ওদের মুখগুলো তখন চেনা যাচ্ছিল না, মনে হচ্ছিল যেন দোমড়ানো জুতো। ধাঁধাটা হচ্ছে এই: ঐ বোকাগুলোকে এখানে টেনে আনা হোল কেন, আর ওদের চারজন মিলে একজন জ্যান্ত মানুষ হয়ে উঠলো কি করে?

গ্লেব হেসে উঠলো।

এ কিন্তু ঠাট্টাই করছি। তারপর বহুদিন পরে দেখা হোল—তাই না?

জানালার কাছে গিয়ে সে ঝুঁকে পড়ে চেঁচিয়ে উঠলো,

ভাইসব! একটু দাঁড়াও, আমি আসছি। এইমাত্র কমরেডকে একটা ধাঁধা জিজ্ঞেস করলাম। চমৎকার ধাঁধা!

গ্লেব আবার টেবিলের কাছে ফিরে এল। বিদ্রূপের দৃষ্টি তার চোখে, মুখে হাসি। সে উত্তরের অপেক্ষায় আছে। কিন্তু উত্তর মিললো না। সামরিক কেতায় এবার সে লম্বা পা ফেলে বেরিয়ে এল।

ক্লিষ্ট বসে রইলেন। আবার দরজা খুলে গেল। জাকব এসে ঢুকলো ঘরে। তিনি তীক্ষ্ণ স্বরে জিজ্ঞেস করলেন,

কে জাকভ! কি করে ওরা এখানে এল?

আমার দোষ নেই হুজুর। ওরা কোনো বাধা মানে না। ওদের হাতে এখন সব।

তাহলে এরাই কমিউনিষ্ট দল জাকব?

সুমালভ লড়াই থেকে ফিরেছে। ওই এখন দলের কর্তা। ওদের বিরুদ্ধে কিছুই করা চলবেনা।

তুমিও ওদের বাধা দিতে পারলে না?

না হুজুর! আহা, আপনাকে ওরা বিরক্ত করে গেল!

ইঞ্জিনিয়ার চুপ করে রইলেন। এবার একটা সিগারেট ধরালেন।

জাকভ তোমার মনে আছে? ওরা চারজন ছিল। সত্যিই কি নিষ্ঠুর ব্যাপার! সেই রাতের কথা মনে আছে, যখন ওদের গুলী করা হোল…

ওদের পিটিয়ে মারা হয়েছিল…

হাঁ, জাকভ, সে তো ভয়ংকর ব্যাপার। কেউকি সেকথা ভুলতে পারে! কিন্তু একটা কথা মনে রেখো, আমি নিজে ভেবেই ও কাজ করেছিলাম, কেউ আমাকে হুকুম দেয়নি। শুধু সময়—ঘটনার শক্তি আমাকে বাধ্য করেছে। আর এই ঘটনার ধাঁধাই আমাকে ঐ মজুরের স্ত্রীকে বাঁচাতে বাধ্য করেছে…

মাথা নাড়ছেন। হাতে সিগারেট ধরে রাখতে পারছেন না।

একটু থাক জাকব,…শরীরটা কেমন করছে।

আপনি বাড়ি চলে যান, আপনার এখন বিশ্রাম দরকার।

বাড়ি? বিদেশে? তোমার কি মনে হয়না, আমাদের শেষ মুহূর্ত ঘনিয়ে এসেছে?

না, না, ওকি কথা! ওরা চেঁচায় বটে, তাই বলে ওরা খুন করবে—

আপনি শান্ত হোন।

কিন্তু জাকবও কেঁপে উঠলো ভয়ে।

ইঞ্জিনিয়ার এবার চেয়ারে গা এলিয়ে দিলেন। মুখখানা তার ছাইয়ের মতো সাদা।

জাকভ তোমার কি মনে নেই? ঐ লোকটাকে আমি মৃত্যুর মুখে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলাম। এবার সেই মৃত্যু পাল্টা আমার উপর এসে পড়েছে। আমার সঙ্গে চল তো!

তিনি উঠে পড়লেন। জাকব তার ছড়ি আর টুপী তুলে নিলে। তারা চলেছে দ্রুত পায়ে বারান্দার অন্ধকারে।

পাহাড়ের ঢাল বেয়ে উঠে এলেন ক্রিষ্ট। নিচে কারখানা। তারই পেছনে গম্বুজ আর ছাদ পেরিয়ে নিষ্প্রভ স্ফটিকের মতো ছড়িয়ে আছে সমুদ্র। উপরে নীলাভ আকাশে তারার সার। শহরকে আর অন্ধকারে দেখা যায় না। শুধু পাহাড়ের কালো ছায়ায় এখানে-ওখানে ঝলসে উঠছে আলোর বিন্দু। সবকিছু যেন দূরে, শুধু কাছে ঐ কংক্রীট আর লোহায় গড়া দানবটা। ওটাকে তিনি নিজের হাতে গড়েছেন। ছায়ার মতো তিনি চললেন। রেলপথের উপর দিয়ে, গম্বুজ আর দেয়াল পেরিয়ে চলেছেন। নিঃশব্দ তার গতি। কারখানার নিস্তব্ধতায় মিশে গেছে, সাড়া জাগছেনা।

এই প্রথম তিনি কারখানায় মৃত অতীতকে দেখতে পেলেন। বিরাট অতীত-মরে পড়ে আছে। এই অতীতকে তিনি ধ্বংস করে দিতে পারতেন, তাহলে আর তার এই মৃত্যু দেখতে হোতনা। যাক গে! ওর সঙ্গে সঙ্গে তিনিও প্রস্তুত হয়ে আছেন। ওরা ধরে নিয়ে গিয়ে গুলী চালিয়ে দিক-না। তার আগে কয়েক মুহূর্ত্ত এখানে কাটিয়ে যাবেন—এই ইমারতে—যেখানে জীবন কেলাসিত হয়ে উঠেছিল তারই প্রাকারে।

কিন্তু কোন্ পৃথিবী থেকে এল গ্লেব? রক্তস্নানে তার শুদ্ধি হয়েছে, নতুন জীবন সে পেয়েছে; তাইত সে নির্ভিক, অপরাজেয় বীর। তার ঐ ভয়ংকর চোখ থেকে ঠিকরে পড়ছে শক্তি। তার ঐ অদ্ভুত টুপীটা বুঝি সেই শক্তিরই প্রতীক, তার মুখেও বুঝি তারই দীপ্তি, ঐ টুপীই এখন বর্তমান-ভীতিপ্রদ বর্তমান।

উপায় নেই, তাই তিনি প্রস্তুত। ঘরে মরার চেয়ে এখানে মরা ভাল। এই যে দানব আর তিনি-তারা তো অভিন্ন।

দূর পাহাড়ের পরপারে আকাশ সরে যাচ্ছে, জুড়িয়ে আসছে গরম লোহার

মতো। আর পর্বতের প্রাকার যেন কারখানার গম্বুজের মতো ফুটে উঠেছে। ধাতব ঝংকার উঠলো কোথায়! একটা কাকের ভয়ার্ত্ত চীৎকার ভেসে এল। আবার লোহার ঝন্‌ঝনানি।

গ্লেব দাঁড়িয়েছিল মিনারের উপরে। ইঞ্জিনিয়ারকে সে অন্ধকারে লক্ষ্য করছিল।

এই সেই লোক, যাকে সে যে কোনো মুহূর্ত্তে গলা টিপে মারতে পারে। একদিন এই লোকটাই তাকে সঁপে দিয়েছিল মৃত্যুর হাতে। সেদিন তো ভোলা যায়না।

আপিস ঘরের সুমুখে সারবন্দ দাঁড়াল মজুররা। লোক বেশী নেই দলে। কেউবা তখন পালিয়ে গেছে, কেউ বা চলে গেছে লাল ফৌজে। ও আর তিনজন সাথী পালাবার সময় পায়নি। একজন পুলিশের উপরওয়ালা চাবুক নিয়ে কাগজে লেখা নাম পড়ে শোনালো। একজন করে সার থেকে বেরিয়ে আসছে, আর চাবুক মারছে। তাকে আবার অন্যদের হাতে তুলে দিচ্ছে। তারা মারছে চাবুক, রিভলভারের কুঁদো দিয়ে আঘাত হানছে। তখন তার চেতনা অবলুপ্ত হয়ে এসেছে। গ্লেব তবু শুনতে পেল সাথীদের চীৎকার। তারপর তাদের চারজনকে ওরা নিয়ে এল ইঞ্জিনিয়ারের কামরায়। পুলিশরা কি বললে। ইঞ্জিনিয়ার তাকে দেখিয়ে দিলে.

হাঁ এরাই ··· ··· এই-ই সেই!

মিঃ ক্লিষ্ট, আপনি কি আর কিছু বলবেন?

আমি কি বলব, আপনারা যা হয় করুন!

তারপর একটা থালি শেডে নিযে গিয়ে আবার পিটুনি। অনেক রাত ধরে চললো। সে অনুভব করছিল। যেন দূরের থেকে আসছে আঘাত—শরীরে পড়ছেনা। যখন চেতনা এল, তখন রাত গভীর। চারদিক নিস্তব্ধ।

অর্ধমৃত সে কোনোরকমে দেয়ালের একটা ফোকর দিয়ে বেরিয়ে বাড়ি ফিরলো। তারপর আর কেউ তাকে গ্রামে দেখেনি।

একি ভোলবার মতো স্মৃতি ? অনন্তকালে সে ভুলবে না। ইঞ্জিনিয়ারের কামরায় ঢুকে এই কথাই তার মনে পড়ছিল। এখনো ঐ ছায়া দেখে মনে পড়ছে সে কথা।

কমরেড, কেমন দেখছেন! আমাদের রাষ্ট্রে এমনি বহু ধ্বংসস্তূপ আছে, কিন্তু এর জুড়ি মেলেনা।

ইঞ্জিনিয়ার স্বর শুনে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। লোকটা কি সর্বত্রই আছে। ক্লিষ্টের পিছনে পিছনে সে ঘুরে বেড়াচ্ছেনা। কিন্তু প্রেতের মতো সে যেন চারদিক জুড়ে আছে। ঐ লাল তারার শিরস্ত্রাণ এড়াবার তার ক্ষমতা নেই! এই মজুরটা আগে নীল উর্দির ভিড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে ছিল, ওর কোনো সত্তা তিনি টের পাননি। সে ছিল বিরাট উৎপাদন-ব্যবস্থার এক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ মাত্র। কিন্তু আজ সে তো আর ক্ষুদ্র নেই। শক্তিমান সে।

এ তো এক আঘাত। এই আঘাতেরই জন্য তিনি বুঝি দিনের পর দিন অপেক্ষা করছিলেন। তার সমস্ত দিনগুলি ভরে ছিল এই প্রতীক্ষায়। আজ সেই এল—যেন এক অতল গহ্বরের মুখ খুলে গেল।

একবার উঠে আসুন না কমরেড, একবার উপরে উঠে আসুন! দেখুন কবর কি গভীর।

ঘটনার শুধু নিষ্ঠুর উপসংহার আছে, আর আছে সূচনা। দুর্ঘটনা বলে কিছু নেই; সে তো মায়া মাত্র। ইঞ্জিনিয়ার আস্তে আস্তে ধাপ বেয়ে উঠে এলেন। সময় শ্বাসরোধী অন্ধকারে ঘুরপাক খাচ্ছেকিন্তু ভাগ্যের এই চরম মুহূর্তেও তার আত্মমর্যাদা এখনো অটুট। এখনো তিনি শান্ত।

কমরেড, সাবধানে উঠবেন। একটা গর্ত আছে। পড়ে গেলে আপনার হাড় কখানা টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। আপনিই তো এইগুলি তৈরী করেছেন?

ইঞ্জিনিয়ার উত্তর দিলেন,

আমরা তো চিরস্থায়ী করেই গড়েছিলাম। কিন্তু তোমরা সেগুলিকে ধ্বংস করে দিয়েছ।

কমরেড, আপনি কি যেন একটা ভুল করেছেন। আপনারা নিজের জন্ত গড়েছিলেন এক দুর্ভেদ্য দুর্গ। কিন্তু এ দুর্গ তো বাধা দিতে পারল না, ভেঙে পড়লো। কোথায় গেল আপনার সেই হাতের কাজ, যা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে টিকে থাকবে ?

গ্লেব পাইপ টানছে, তাকে অন্ধকারে যেন প্রকাণ্ড এক লোহার মূর্ত্তির মতো দেখাচ্ছে। ক্লিষ্টের মনে হোল, এর হাত থেকে তার নিস্তার নেই। তিনি পঙ্গুর মতো দাঁড়িয়ে রইলেন।

কমরেড, একবার কারখানার দিকে তাকিয়ে দেখুন ! এক দানব দাঁড়িয়ে আছে। কি রুদ্র তার সৌন্দর্য ! কমরেড, এই কারখানার আবার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। চুল্লিগুলো আবার জ্বালাতে হবে, তারগুলোয় আবার চালিয়ে দিতে হবে বিদ্যুৎ।

গ্লেব রেলিঙটা চেপে ধরলো।

হাঁ, চালিয়ে দিতে হবে। এতো এখন কবরখানা, এই কারখানায় আনতে হবে জীবন...

গ্লেব তাকালো ক্লিষ্টের দিকে। প্রতিশোধের স্পৃহা তার নেই।

কমরেড, আপনি সমাধি রচনা করতে পটু। আপনার মৃত্যুর কবরখানা এতো তৈরী হয়ে আছে। এই গর্ত দেখছেন ! আপনার মৃত্যুর পর ওখানে আমরা আপনাকে ফেলে দেব।

ক্লিষ্ট রেলিংধরে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর বললেন,

সুমালভ ! দোহাই তোমার, যা করবার তাড়াতাড়ি করে ফেল !

গ্লেব ইঞ্জিনিয়ারের কাছে এগিয়ে এল।

কমরেড, বহুদিন ধরে বোকার মতো কাজ করে আসছি। এখন পাকা

মগজ আর পাকা হাতের দরকার। আবার চালাতে হবে। শ্রমিকদের জন্যে চাই উত্তাপ, চাই রুটি। চাই রাষ্ট্র জুড়ে শ্রমশিল্পের পুনঃ প্রতিষ্ঠা।

ক্লিষ্টের কাঁধ ধরে গ্লেব ঝাঁকুনি দিলে,

কমরেড, আমরা আপনাকে আবার জুড়ে দেব কাজে। আপনার মগজ আর হাতের দাম অনেক। আপনি তো আমাদের রাষ্ট্রের একজন সেরা ইঞ্জিনিয়ার।

ক্লিষ্টের মনে হোল, যে হাত মৃত্যুতে ভয়াল হয়ে উঠেছিল, সেই হাত তাকে জীবনের সঙ্গে যুক্ত করে দিল।

কমরেড, আপনার মগজ আর হাত নিয়ে আসুন আমরা কাজে লেগে যাই! এর চেয়েও বড় জিনিস আমরা গড়ে তুলব। সে হবে নতুন পৃথিবী কমরেড।

ইঞ্জিনিয়ার ক্লিষ্ট কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে গেলেন। তিনি গ্লেবকে জড়িয়ে ধরতে চাইছেন। হঠাৎ তিনি ভেঙে পড়লেন, মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। গ্লেব সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল।

ছয়

পরিষদ গৃহ

পন্টনি উর্দিপরা দাড়িওলা একটা লোক আফিসের সামনে বসেছিল। সে গ্লেবকে দেখে কটমট করে তাকিয়ে রইল। আফিসের সে দারোয়ান। সকাল দশটা থেকে সন্ধ্যে পাঁচটা পর্যন্ত এইখানেই সে ঠায় বসে থাকে—নড়ে চড়ে না। সভাপতি বাইরে গেলেও এমনি ভাবেই পাহারা চলে, সবাইকেই ওর কাছে এত্তেলা পাঠিয়ে তবে আফিস ঘরে ঢুকতে হয়।

সার বন্দী হয়ে দাঁড়িয়েছিল বহু লোক। সবারই পরণে পন্টনি উর্দি, কারো বা বগলে পোর্টফলিও, কারো বা তা নেই। কেউ বা অসহিষ্ণু, কেউ বা ধীর, কিন্তু সবাই জানে, দারোয়ানকে এড়িয়ে, ঐ ঘরে ঢোকা চলবে-না।

ভিতরে রেমিংটনের খুটখাট্ শব্দ ; ভাঙা গলার স্বর উঠছে. কে যেন বলছে, এ বড় লজ্জার কথা কমরেড···দ্বৈতশাসন আমাদের গ্রাস করেছে, জাহান্নামে যাবে সবাই। না হয়তো খরগোসের মতো গুলীতে মরবে।

গ্লেব দরজার কাছে এসে দাঁড়ালা। দারোয়ান আর তার সঙ্গে মুখোমুখী হয়ে গেল। দুজনে দুজনের দিকে নিশব্দে তাকিয়ে আছে।

গ্লেব চেঁচিয়ে উঠলো,

ওরে শয়তান, দরজার হাতলটা ছাড়বি কিনা বল্।

দীর্ঘ সার মানুষের, তাদের ভিতরে গুণগুণানি উঠলো। একি ব্যাপার? গ্লেব কি ওদের থেকে সরেশ নাকি? ও আগে যাবে কেন? ওরা যদি ধৈর্য ধরে নিজের নিজের পালার জন্য অপেক্ষা করতে পারে, গ্লেব কেন পারবে না! এই তো নিয়ম।

ভিতরে এখন সব চুপচাপ। দরজা বন্ধ, তার উপরে একখানা কাগজে আঁটা, তাতে লেখা: এত্তেলা না দিয়ে—প্রবেশ নিষেধ। তার নীচে আর একখানা কাগজে লেখা: সভাপতি মহাশয় শুধু জরুরী দরকারে যারা আসেন, তাদের সঙ্গেই দেখা করেন। অন্য ব্যাপারে সেক্রেটারীর সঙ্গে দেখা করতে হবে।

গ্লেব সেক্রেটারীর অফিসে গেল। এখানেও দীর্ঘ সার, টাইপরাইটারের খটখট, ফাইলের স্তূপ। বহুপ্রার্থী। সেক্রেটারী শুনছেন তাদের কথা। কে যেন চেঁচিয়ে উঠ্লো, তোমাদের মতো কুঁড়েদের লাথি মেরে দূর করে দেওয়া উচিত। তোমাদের এই দ্বৈতশাসন-ব্যবস্থা চুরমার করে দেয়ার জন্যে চাই মস্ত ইস্পাতের থাবা আর শিঙ।······এই যে শ্রমিকদের উপর অত্যাচার চালাচ্ছ, এর জন্য জবাবদিহী করতে হবে।

চীৎকারের জবাব নেই, সেক্রেটারী পেপোলো হাসছেন। এ চীৎকারে হয়তো তিনি অভ্যস্ত! যন্ত্র চলেছে পূর্ণ বেগে, জনগণের প্রতিবাদ আর গর্জ্জন তাতে খানিকটা তেলের জোগান দিচ্ছে।

শাকের সারা গায়ে ঘাম ছুটছে, চোখে তার জল। রাগে সে কাঁপছে।

গ্লেব গিয়ে তার হাত ধরলো।

শাক, অতো হাত-পা নেড়ে চেঁচিয়োনা!

গ্লেব, দেখতো দোস্ত্ কি ব্যাপার। মজুরদের কি হাল। আমি ওদের তিষ্ঠোতে দেব না। এইত অর্থনীতিকপরিষদে গিছলাম—সেখানেও সব লণ্ডভণ্ড হয়ে আছে, খাদ্য বৈঠকেও তাই। সব জায়গায়ই লণ্ডভণ্ড ছত্রখান ব্যাপার।

শাক, তুমি কি পাগল নাকি! এখন কথা নয়, কাজ করতে হবে।

কি-আমি? না, না, ওদের ফাঁসিকাঠে চড়াই তবে তো!

আমি তোমাকে কাজ দেব শাক। তুমি নিজেকে মাটি করে ফেলছে।

না, কমরেড। আমি ওদের ১৯১৮ সালের কথা মনে পড়িয়ে দেব।

শাক চলে গেল। গ্লেব মানুষের সারের ভিতর দিয়ে সেক্রেটারীর কাছে এসে বললে, কমরেড সেক্রেটারী, আমি সভাপতির সঙ্গে দেখা করতে চাই।

পেপলো হেসে বললেন,

আগে সরে দাঁড়ান তো।

আমার জরুরী দরকার। তাঁকে খবর পাঠান?

কি জরুরী দরকার? কি সম্পর্কে?

ভিড়ের ভেতর থেকে চীৎকার উঠলো, আমাদেরও জরুরী দরকার।

গ্লেবের মুখচোখের চেহারা বদলে গেছে। সে ছুটে বেরিয়ে গেল। দারোয়ানকে ঠেলে ফেলে দিয়ে সে ঢুকে পড়লো সভাপতির ঘরে।

কমরেড, কি ব্যাপার? আমি এখন ব্যস্ত। আপনি কেন ঢুকেছেন?

ঘরে রোদ এসে পড়েছে ঝলকে ঝলকে। সেই আলোর পর্দার পিছনে কার স্বর। গ্লেব দেখতে পেল না। গ্লেব রোদের ভেতর থেকে সরে দাঁড়ালো। এবার দেখা যাচ্ছে। লেখার টেবিলে কালো চামড়ার কোট গায়ে কে একজন ঝুঁকে পড়ে আছেন। আর একজন দাঁড়িয়ে আছেন টেবিলের কাছে।

পরনে তার সিরকাশীয় পোষাক, কোমরবন্ধে ছোরা ঝুলছে!

প্লেব সভাপতিকে অভিনন্দন জানিয়ে টেবিলের কাছে গিয়ে বসে পড়লো। সভাপতি একবার তার দিকে নিঃশব্দে তাকালেন। তারপর দাঁড়ানো লোক-টির দিকে তাকিয়ে বললেন,

বোর্চি, একমাসের ভিতরে যদি চাষীদের যে বীজ আগাম দেওয়া হয়েছিল; তার ফসল না পাওয়া যায়, তোমাকে আমি গুলী করতে হুকুম দেব।

বোর্চি, দাঁতে দাঁত চেপে বললে।

কমরেড বাদিন···আমি কমিউনিষ্ট হিসেবে এর প্রতিবাদ করছি।

তুমি কমিউনিষ্ট বলেই যদি একাজ না কর, আমি তোমাকে শাস্তি দেব। তোমার নিজের জেলায় তোমরা খালি বিবাদ করে জোতদারদের সুবিধে করে দিচ্ছ।

কমরেড বাদিন আমার কথা শুনুন। আমরা শুধু সামনের বছরের জন্য ব্যাপারটা স্থগিত রেখেছি। অবস্থাটা একবার বুঝতে চেষ্টা করুন। গত হেমন্ত থেকেই জোর করে শস্য আদায় করা হচ্ছে। তা চারবার তো এরই মধ্যে হয়ে গেল। এতে যে চাষীরা না খেয়ে মরবে। আর তাতে সাদার দলের সংখ্যা বৃদ্ধিই হবে। ওরা আমাদের টুকরো টুকরো করে ফেলবে।

বেশ তো তাই করুক। কিন্তু যে কাজের ভার নিয়েছ তা করতে হবে।

কমরেড বাদিন, আমি মনে করি, এটা সামনের বৈঠকের কার্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া উচিত। আমি বৈঠকের কাছে প্রমাণ দেব—বাদিন সোজা হয়ে বসলেন।

বোর্চি!

বোর্চি এক পা পিছু হটে গেল, সে ভাঙা গলায় বললে,

কমরেড বাদিন আমি আপনাদের পরামর্শ মতেই কাজ করব। কিন্তু তবুও বলছি কমরেড, এতো কষাইগিরি ছাড়া আর কিছু নয়।

ভয় পেও না, তোমার সহকারী হিসেবে এখানকার ফৌজের কর্তা সালতানভকে পাঠাচ্ছি।

বোর্চি চলে গেল। এবার বাদিন গ্লেবের দিকে তাকালেন,

কি চান আপনি কমরেড? সংক্ষেপে বলুন।

কমরেড, একটা খাত শত্রুর হাত থেকে কেড়ে নেওয়ার চেয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করা ঢের শক্ত।

কি চান আপনি?

দুজনে দুজনের দিকে তাকাচ্ছে। সংঘাত-শক্তির পরিমাপ চলছে মনে মনে। গ্লেব হঠাৎ চীৎকার করে উঠলো। তার কথাগুলো যেন পথের নুড়িগুলির মতোই কঠিন-কঠোর।

পরের বার যখন আসবো, আপনার ঐ দাড়িওলা দারোয়ানটাকে জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেব। ওসব জমকালো ব্যাপার আমাদের ধাতে সয় না।

কমরেড, আমি আপনাকে গুণ্ডামির আর ভয় দেখানোর জন্যে এখনি গ্রেফ্তার করাতে পারি। আপনি কে?

গ্লেব উঠে দাঁড়াল,

কমরেড সভাপতি, আমি একজন মজুর মাত্র। মজুরকে তাড়িয়ে দেওয়া কি আপনার উচিত?

বাদিন হাসলেন, সিগারেটের প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বার করে নিজে ধরালেন, আর একটা দিলেন গ্লেবকে।

গ্লেব আবার বসে পড়লো।

মজুরদের সভায় ঠিক হয়েছে বন থেকে কাঠ আনতে হবে। দু-তিন রোববার যদি সবাই ইচ্ছে করে ফ্যাক খাটে তো আমরা যথেষ্ট কাঠ পেয়ে যাব। এই কথা বলতেই এসেছি। আমার নাম সুমালভ; পল্টনে কমিশার ছিলাম।

বাদিন হাত বাড়িয়ে দিয়ে হাসলো।

হঁা, ব্যাপারটা খুব শক্ত, তাই খুঁটিয়ে ভেবে নিতে হবে। আচ্ছা, ডাশা সুমালভা কি আপনার স্ত্রী?

বাদিনের মুখের দিকে ভীষণ দৃষ্টিতে তাকালো গ্লেব।

এখন ওকথা নয়। আবার কারখানা চালু করা সম্বন্ধে আপনার মত কি? আজ কি বৈঠকে একথা তোলা যাবে?

বাদিন গ্লেবের দিকে তাকালেন। তাঁর দৃষ্টি চক্‌চক্‌ করে উঠলো।

গ্লেব সুমালভ—স্বামী—অদৃশ্য হয়ে গেল। ডাশা অন্য মেয়ের মতো নয়। ডাশার দিকে তিনিও দিয়েছিলেন তাঁর হাত বাড়িয়ে। এমন মেয়ে নেই যে তাঁর দৃষ্টি আর আলিঙ্গনের অধীরতাকে এড়িয়ে গেছে। কিন্তু এ যেন ইস্পাতের স্প্রিঙ্‌। তাঁকে হার মানিয়ে দিয়ে চলে গেল। নারী-সংঘের সে নেত্রী, বাদিন ভেবে পাননি কি করে তার কাছে এগুবেন, তার এই প্রতিরোধ-শক্তি কি করে ভেঙে চুরমার করে দেবেন।

আজ মুখোমুখী দেখা ওর স্বামীর সঙ্গে। বাদিন আর ডাশার ভিতরে সেই তো আজ বাধা—ব্যবধান।

তিনি মুখে বললেন, এখন কারখানার আলোচনা থাক। ওটা চালু করবার ক্ষমতা আমাদের নেই। দড়ির পথের কথা আমবা অর্থনীতিক পরিষদের পরের বৈঠকে তুলবো।

গ্লেব অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

কেন ক্ষমতা নেই কমরেড? এমনি করেই তো আপনারা শ্রমের শক্তিকে নিষ্ক্রিয় করে রাখছেন, তাদের নিষ্কর্মা করে দিচ্ছেন। আপনাদের ঐ অর্থনীতিক পরিষদের সবাইকে ধরে ধরে গুলী করা উচিত। ওরা তো সোবিয়েতের শত্রু।

কমরেড সুমালভ, আপনি একবার অবস্থাটা বুঝে দেখুন! যেটা জাতীয় সমস্যা সেটা তো আমরা একা ঠিক করতে পারি না।

আমি জাতীয় সমস্যার দিক থেকেই বলছি। সেই দিক থেকেই না হয় আপনারা কাজ করুন।

সময় মতো তা করা হবে কমরেড। নতুন অর্থনীতিক ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতের উপর সবকিছু নির্ভর করছে।

কমরেড, আপনি কি অর্থনীতিক পরিষদকে ফোণ করবেন?

লাভ নেই।

লাভ আছে কি নেই, আমি দেখতে চাই।

বেশ, আমি এখুনি ফোণ করে দড়ির পথের কথা বলছি।

বাদিন রিসিভারটা তুলে নিলেন।

দুই বিরুদ্ধ শক্তির সংঘাত·····সভাপতি আর মজুর সুমালভ। দুজনের সংঘাতে স্ফুলিঙ্গ ঠিকরে পড়ছে। ওর চোখে কি আছে? ও কি পশু? না বীর? না ঈর্ষাপরায়ণ পুরুষ।

কমরেড সুমালভ, আমি রূপকথা শুনতে চাই না, আমি চাই এক টুকরো রুটি যাতে সবাই পায়—যা এখন আমাদের আসল কাজ। এখন কারখানার কথা চিন্তা করতে যাওয়াও ভুল। তবে যদি জ্বালানি কাঠ এনে দিতে পারেন, সে হবে মস্ত কাজ।

গ্লেব তাকিয়ে রইল বাদিনের দিকে। লোকটা সোজা কথা বুঝতে পারছে না।

কমরেড সভাপতি, আপনি ছোটখাটো সমস্যা নিয়েই ব্যস্ত, বড় গুলোর দিকে তাকিয়েও দেখছেন না। লাল ফৌজ যখন বিদেশী হানাদারদের তাড়াচ্ছিল, তখন আপনার এই খুদে মানুষরা পড়ছিল নিষ্কর্মা হয়ে। আপনি উৎপাদনের ব্যবস্থা কি করেছেন কমরেড?

কমরেড সুমালভ, আমরা সবই জানি। আমরা পার্টির বৈঠকে এসব নিয়ে আলোচনা করেছি। উৎপাদন শক্তি, রাষ্ট্রের অর্থনীতিক উন্নয়ন, বিদ্যুৎ সরবরাহ নিয়ে সোবিয়েতের কংগ্রেস আর ট্রেড ইউনিয়নের বৈঠকেও আলোচনা হচ্ছে। কিন্তু আপনি বলুন, এসবের এখুনি সম্ভাবনা কোথায়?

এইখানেই তার সম্ভাবনা আছে।

বেশ তো দেখা যাক।

হ্যাঁ, এইখানেই আছে। দেখুন তো মজুররা নিষ্কর্মা হয়ে যাচ্ছে। ওরা কি করে জীবন কাটাচ্ছে আপনি জানেন? এতদিন চাষের জমি আমরা মাড়িয়ে গেছি, ফৌজি টহলে থেঁতলে গেছে শস্য; এবার সত্যিকারের চাষ করতে হবে। কারখানার চিমনী দিয়ে যদি আজ ধোঁয়া না ওঠে, তাহলে ওরা তো চোর-ডাকাতের দলে গিয়েই ভিড়বে।

বাদিন হাসলেন, এসব নতুন কথা নয়। পার্টি কংগ্রেসের দশম অধিবেশনে এই বিষয় নিয়েই আলোচনা হবে।

না, নতুন নয়, তা জানি। কিন্তু এসব নিয়েও তাহলে আপনাদের দুশ্চিন্তা আছে?

বাদিন মনে মনে হাসলেন, এই মজুরটি আর সবার মতোই ভাবুক। ও ভবিষ্যতের রঙীন স্বপ্ন দেখছে, তাই আজ বর্তমানের ধ্বংসস্তূপ ওর চোখ এড়িয়ে যাচ্ছে।

এবার ঘরে ঢুকলেন অর্থনীতিক পরিষদের সভাপতি।

বাদিন তাঁকে দেখে বলে উঠলেন, শোন হে শ্রাম, সিমেণ্টের কারখানা চালু করবার জন্য তোমার পরিষদ কি ব্যবস্থা করতে পারে?

শ্রাম একটু চুপ করে থেকে গর্‌গর করে বলে গেলেন,

অর্থনীতিক পরিষদ এক মহান দায়ীত্ব গ্রহণ করেছেন। আমরা রাষ্ট্রের সমস্ত যন্ত্রপাতি থেকে ঘোড়ার পায়ের নাল পর্যন্ত অপব্যায়ের হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখছি। বহু পরিকল্পনা আমরা শুনছি, কিন্তু তাতে কাণ দেবার মতো আমাদের সময় নেই।

বেশ তো, ভাল কথা। কিন্তু এখন তোমাদের এই পরিষদকে কৃপণা গৃহিনী থেকে যন্ত্রশিল্পের উৎসাহী প্রচারক হয়ে উঠতে হবে।

স্রাম মুখখানা গম্ভীর করে বললেন, শিল্প বিভাগ থেকে আমাদের পরিকল্পনা তৈরী হয়।

বাদিন তীব্র দৃষ্টিতে তাকালেন।

শিল্প-বিভাগের পিছনে লুকিয়ে বেড়াচ্ছ স্রাম। কিন্তু তোমার দপ্তরের একতলা আর দোতলায় কি কাজ হয় জান স্রাম? তোমার নিজের বিরবণী থেকেই জানা যায়, তুমি শুধু হিসেব-নিকেশ ছাড়া কিছুই কর না। অথচ তোমার দপ্তর মস্ত বড়—অনেক তার বিভাগ—দুশো জন লোক খাটে—কিন্তু এখন পর্যন্ত সত্যিকারের কাজ দেখাতে পার নি। কারখানা সম্বন্ধে তোমরা কি ব্যবস্থা করেছ?

অর্থনীতিক পরিষদ বলেন যে, রাষ্ট্রের সম্পত্তি সংরক্ষণই এখন বড় কথা।

বন-বিভাগ সম্বন্ধে খবর কি?

এসব অর্থনীতিক পরিষদের ব্যাপার নয়—জিলা কমিটির উপর এর ভার।

শোন স্রাম, শীতে কাঠ চাই। কারখানার ডাইনামো চালাতে হবে, দড়ির পথ আবার বসাতে হবে।

এ আমাদের কাজ নয়। এ সব কাজ শিল্প-বিভাগের।

কারখানার জন্যে কতখানি তেল বরাদ্দ আছে?

তেল সরবরাহের বন্দোবস্ত খুবই খারাপ। শতকরা তিরিশভাগ আনতেই নষ্ট হয়ে যায়। আর দড়ির পথ আর কারখানা চালু করার ব্যাপারে আমাদের হাত নেই। পুনর্গঠন বিভাগের কাছে আগে পরিকল্পনা পেশ করা হবে, তারা পরীক্ষা করে দেখবেন, তারপর ব্যায়ের হিসেব করবেন। তাছাড়া—আমি এর বিরুদ্ধেই মত দেব।

সভাপতির দৃষ্টি শাণিত হয়ে উঠলো।

না, তুমি বিরুদ্ধে যেতে পারবে না। কি করে জোর করে কাজ করাতে হয় আমি জানি। অর্থনীতিক পরিষদের সামনের বৈঠকে তুমি বিবরণী দাখিল

করবে। আর একটা কথা, তুমিতো জনগণের সম্পত্তির রক্ষক, কি ভাবে সে সম্পত্তি লুঠতরাজ হচ্ছে জান ?

শ্রামের মুখ লাল হয়ে উঠলো, আমি তো জানি সবই ঠিক আছে।

বাদিন হেসে বললেন, হাঁ, যখন তোমাদের উপর তার ভার রয়েছে, তখন তো ঠিক থাকবেই।

শ্রাম ভীত। সভাপতি কি বলছেন সে বুঝতে পারছে না।

এবার সভাপতি গ্লেবের দিকে তাকিয়ে বললেন,

কারখানা চালু করার কথা বিবেচনা করা হবে কমরেড সুমালভ।

গ্লেব এবার অর্থনীতিক পরিষদের সভাপতির কাছে এসে দাঁড়াল,

চুলোয় যাক আপনার শিল্প-বিভাগ! কি করে কাজ করতে হয় আমরা জানি। আমরা আপনাদের এইসব পরিষদ ভেঙেচুরে জলে ফেলে দেব।

শ্রাম জবাব দিলেন, ভয় দেখাবেন না কমরেড, আমরা এসব উদ্ভট পরিকল্পনা রোজই শুনছি। এর থেকে আমাদের কমরেডদের মুক্তি দিতে হবে। কাজের উৎসাহ বিশৃঙ্খল প্রচেষ্টা নয় কমরেড।

গ্লেব হেসে উঠলো,

কমরেড, আমাদের জুতোয় লেগে আছে সড়কের ধূলো, আমাদের হাত রাইফেল আর হাতুড়ি ধরে ধরে কড়া পড়ে গেছে। আপনি কমিউনিষ্ট, কিন্তু শ্রমিকের পরিকল্পনা সম্বন্ধে আপনার ধারণা নেই। আপনাদের দপ্তর আর পরিকল্পনার তোয়াক্কা আমরা রাখি না ·· আপনারা একপাল ইঁদুর পুষছেন কমরেড, যারা সোবিয়েতের রুটি আরামে খাচ্ছে—সবকিছুতেই আপনাদের সরকারী দুর্ভেদ্য বর্মে ঘেরা। কিন্তু আমাদের গন্ধ শুঁকবার শক্তি বড় বেশী, তাছাড়া ডালকুত্তার দাঁতও আমাদের আছে।

শ্রাম চেঁচিয়ে উঠলেন,

কমরেড বাদিন, আমি এর জবাব চাই।·······

গ্লেব ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। গ্রামের কথা শোনার মত তার সময় নেই। এবার যাবে সিবিসের কাছে।

সিবিস অফিসেই ছিল। সে গ্লেবকে দেখেই বললে,

কমরেড, আপনার যদি জরুরী কাজ থাকে, এখুনি বলে ফেলুন। আমার সময় আছে। কারখানার ব্যাপারটা কি হোল ?

এখনো এ নিয়ে ভাবনা চলছে। চেঁচামেচি আর কি !

সিবিস শুনছে না। সে হঠাৎ বলে উঠলো,

সমুদ্র দেখছি। এখান থেকে যেন সাবানের ফেনা বলে মনে হয়। সমুদ্রতো চিরদিনই এমন থাকবে। আপনি কি এ সম্বন্ধে কিছু ভেবেছেন কমরেড ?

কি আবার ভাববো। একঘণ্টা ছুটি নিয়ে সাঁতরে আসুন, সমুদ্র নিয়ে ভাবনা উপে যাবে।

সিবিস চুপ করে রইল।

গ্লেব তাকালো তার দিকে।

কমরেড সিবিস, আপনি কি করবেন জানি না, কিন্তু অর্থনীতিক পরিষদের ওদের গুলী করাই উচিত।

হাঁ, ধন-বিভাগ, পররাষ্ট্র বাণিজ্য-বিভাগ—সবাইকেই গুলী করা উচিত।

সোবিয়েতের কর্মকর্তাদের সবাইকে গুলী করলেই হয় ?

হাঁ, আপনি ওদের সঙ্গে পেরে উঠবেন না। জোরে আঘাত করুন !

কমরেড সিবিস, অর্থনীতিক পরিষদের সভাপতিটি কেমন লোক ? আমি তো ওকে যাচ্ছেতাই বলে এলাম।

সিবিস তাকিয়ে আছে সমুদ্র আর পাহাড়ের দিকে, মেঘের দিকে। নীল আকাশে যেন সাদা বরফের স্তূপ রচনা করেছে মেঘ।

কমরেড শুমালভ, কাউকে গুলিতে মরতে দেখেছেন ?

যুদ্ধে দেখেছি। চোখ বড় বড় হয়ে যায়, কুকুরের মত যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে ওঠে।

হাঁ, ঠিক। চোখ ঠিকরে পড়ে, দেহটা অসাড় হয়ে যায়। বেঁচে থাকতেই কেউবা অসাড় হয়ে পড়ে। যাক, এবার কোথায় যাবেন কমরেড? মনে রাখবেন যারা নিরেট, অনেক সময় তাদের মধ্যে কাজের লোক মেলে........

গ্লেব হাসলো,

কমরেড সিবিস, আপনার তুলনা নেই।

সিবিস গম্ভীর হয়ে বল্‌লে,

শ্রাম খাঁটি কমিউনিষ্ট, নিজের দপ্তরের জন্য প্রাণ দেবে। কিন্তু ভারি ভয়। কিন্তু তাহলেও একগুঁয়ে আছে। নিজেকে ভুল-ভ্রান্তির ওপরেই মনে করে। জানেন কি, নিজেকে প্রয়োজনীয় মনে করার রহস্য কি? মনে করা এক কথা, আর জানা আর এক কথা। মনে করতে করতে এমন হয় যে, সমস্ত ছুনিয়ার দায়িত্ব আপনার কাঁধে এসে চাপে। খবর্দার, ওসব মনে করতে যাবেন না। পৃথিবীতে এমন অস্বস্তি লাগে কেন জানেন, ওর উপরে রাত ঘনিয়ে আসছে বলে। মনের অনুভূতিকে কাজে খাটাতে পারলেই রাত আর আপনাকে ভয় পাইয়ে দেবে না।

গ্লেব কেমন সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো। সে বললে,

কমরেড, শাকের সম্বন্ধে আপনার কি মত? ও কি একটা বোকা নয়?

হাঁ, ঠিক। যাহোক, কাল ওকে পাঠিয়ে দেবেন। ওকে আমরা অর্থনীতিক পরিষদে দূত করে পাঠাব।

সিবিস ঘণ্টা টিপলো। গ্লেব কি যেন বলতে গিয়ে থেমে গেল। কয়েক মুহূর্ত্তের ছেদ। সে এবার বললে,

কমরেড সিবিস, লেনিনকে কখনো দেখেছেন?

দেখা না দেখা তো এমন জরুরী কিছু নয়।

গ্লেব হাসলো,

আপনি মিছে কথা কইছেন কমরেড সিবিস। লেনিনকে আপনি দেখেছেন।

সাত

প্রজ্বলন্ত দিনগুলি

দিনগুলি ফ্যাকাশে হয়ে এল। আকাশে সাদা মেঘের দল। কিন্তু মানুষের মুখ তো উৎসাহে প্রোজ্জ্বল।

গ্লেব হেলমেটটা মাথায় ঠেলে দিয়ে ছুটেছে ট্রেড ইউনিয়নের অফিসে, পার্টি কমিটিতে, আর রেল মজত্বর সংঘে, কারখানা কমিটিতে। ডিজেল কাজের জন্য তৈরী। ব্রিঞ্জাও তাই।

সিদকী তো গ্লেবের পিঠ চাপড়ে দিল,

সাবাস সুমালভ, ডাইনামোর বদলে নিজেকেই কারখানায় জুতে দাও না, দেখবে ঠিক চলবে। তোমাকে ইউরোপে পাঠানো উচিত—সেখানে তো তুমি সাড়া ফেলবে হে।

বেশ তো, আসুন না, এখানেই ইউরোপ গড়ে তুলি।

সুমালভ তুমি কমিউনিষ্ট। আমাদের এই পুনর্গঠন যদি বিপ্লবের আগুনে শুদ্ধি না হয় তাহলে তো কিছুই হবে না। সেদিকে নজর রেখো।

সেই চেষ্টাই করচি। শুধু আমাদের মাত্রাটা ছাড়িয়ে গেলে চলবে না!

সুমালভ, তুমিই খাঁটি মানুষ।

গ্লেব ছুটলো লুখাভার কাছে। লুখাভা অফিসে নেই। অফিসে বসে থাকলে তার হাঁফ ধরে। তাই সে দিন রাত এক সংঘ থেকে আর এক সংঘে দৌড় করে বেড়ায়। অফিস, মিল, কারখানা, খাদ্য বিভাগ কোথায় না সে যায়! ক্লান্তি তার নেই, জানে না ক্লান্তি কাকে বলে। তার চোখে জ্বলে উৎসাহের অনির্বাণ আলো।

এমনি করেই সে মজুরদের অন্তরের অন্তরে প্রবেশ করে।

গ্লেব তাকে প্রায়ই চিরকুট লিখে আসে!

রেলওয়ে মজতুর সংঘে যেতে হবে।

অর্থনীনিতিক পরিষদকে একটু নাড়াচাড়া দিন কমরেড। ওদের গাফিলতি যথেষ্ট।

কারখানা সমিতিকে ঘা হানুন!

আর লুকাভা ছুটে বেড়ায়।

কারখানায় ইলেকট্রিকের কাজ করছে মিস্ত্রীরা। কারখানার গুদাম থেকে বাল্‌ব এনে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে মজুরদের পাড়ায় ঘরে ঘরে। আলো ঝিকমিক করছে, জানালায় ছায়া। মেয়েরা হাসছে, ছেলেপুলেদের আনন্দ। ক্ষুধার ধূসর মুখোস খসে পড়েছে তাদের মুখ থেকে, সুখ আসন্ন।

মেরামতি কারখানায় এখন আর পাইপ-লাইটার তৈরী হয় না। কাজ চলছে পুরোদমে। নীল কামিজ-পরা মজুররা এঘর থেকে সে ঘরে যাচ্ছে। কিন্তু লোসাক আর গ্রেমাদা এখানে নেই। তাদের অন্য কাজ, কারখানা সমিতির ওরা মাথা। কমিটির অফিসে সিমেণ্ট আর সস্তা তামাকের গন্ধ—গন্ধে ভূত পালায়। তবু ভিড়ের কামাই নেই, দোরে দোরে হানা দিচ্ছে, চেঁচাচ্ছে, হাসছে।

কারখানা কমিটি···বরাদ্দ বাড়বে····দড়ির পথ···যন্ত্রের ঘুর্ণি উঠবে···তেল মিলবে···কাল চলবে ডাইনামো, কাল জেগে উঠবে কারখানা।

গ্লেব মজুরদের প্রতিনিধি, সে ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছে। মাঝে মাঝে ব্রায়াগ্তার কাছে যাচ্ছে ইঞ্জিন ঘরে। সে চেঁচাচ্ছে,

সেনাপতি! আর কি, নড়ে উঠছে, তৈরী সব। কিন্তু সেনাপতি, কোথায় তেল, রসদ কই! এই তো ধ্বংস থেকে ওঠে এল কারখানা, এবার দেখ নাগর দোলা ঘুরবে। কিন্তু সাঙাৎ তোমার মাথাটাও যেন আমার এই ডিজেল ইঞ্জিনের মতো। চাই—তেল চাই, বেঞ্জিন চাই! নইলে মেসিনও যাবে, আমিও যাব। আর তোমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাব।

ব্রায়াগ্লার সাথীরা তার চারপাশে। তাদের দিকে তাকিয়ে সে বললে, দেখছ, সাঙাৎরা কি জোর কাজ করছে। আগেকার গল্প-গুজব, ফষ্টিনষ্টির আর সময় নেই। এই হচ্ছে মেসিনের দাপ। একেবারে জ্যান্ত কিনা, ওর কাছে ওসব চলবে না। নিজের পিরিতের মানুষের থেকে ওর সঙ্গে আস্‌নাই বেশি।

হঠাৎ চীৎকার করে উঠলো সে,

দশটা টিন—দশটা টিন চাই! নইলে সেনাপতি তোমাকে আমি টুকরো টুকরো করে ফেলব।

ইঞ্জিনিয়ার ক্লিষ্টের সঙ্গে মিস্ত্রি আর মজুররা পাথরের কোয়েরি থেকে চলেছে ঘাস-গজানো উঠোনের উপর দিয়ে। গম্ভীর, নীরব ক্লিষ্ট দড়ির পথ পরীক্ষা করে দেখছেন! ইঞ্জিনিয়ার গ্লেবের দিকে তাকালেন না। কিন্তু গ্লেব বুঝতে পারলে, ইঞ্জিনিয়ার টের পেয়েছেন। তাকে উদ্দেশ্য করেই বলছেন।

কারখানার যান-বাহন ব্যবস্থার তারা সংস্কার করতে চায়, দড়ির পথ নিয়ে যেতে চায় কোয়েরী থেকে পর্বতের চূড়া অবধি।

অফিস কামরায় এসে অনেক ছক দেখে ক্লিষ্ট, হিসাব করে বললেন, যদি উপযুক্ত টাকা আর মজুর পাওয়া যায়, একমাসের মধ্যেই কাজটা শেষ হয়ে যাবে।

গ্লেব ঝুঁকে পড়ে খসড়ার উপর হাত চাপড়ে বললে, কমরেড, চারদিনে কাজ শেষ করা চাই। আপনি পাঁচ হাজার মজুর পাচ্ছেন। যখন যা মালপত্র চাইবেন কারখানা-কমিটি সরবরাহ করবেন। যদি কেউ এতে বাধা দেয়, আমি তাকে চুরমার করে দেব। না, একমাস নয়, চারদিন মাত্র সময়। আপনি কথাটা খেয়াল রাখবেন, আর সেই অনুসারে কাজ করবেন।

ইঞ্জিনিয়ার তাকালেন গ্লেবের দিকে। এই প্রথম তার মুখে ফুটে উঠলো ম্লান হাসি।

মেরামতির কারখানাটা একেবারে অকেজো হয়ে আছে। কাচের ছাদ টিল ছুঁড়ে ভেঙে ফেলেছে ছেলেমেয়েরা, ভাঙা লোহা আর নানা ধাতুর স্তূপ জমা হয়ে আছে, করাতের ধরেছে মরচে। আর আছে ধূলো। সদর সড়কের ধূলো, পাহাড়ের ধূলো, হাওয়ায় এসে জমা হয়েছে।

গ্লেব এসে দাঁড়ালো তারই সামনে। আবার এখানে কর্মব্যস্ততা শুরু হবে, চলবে করাত, ধাতুর ঝলমলে গুঁড়ো ছড়িয়ে পড়বে। আবার যৌবনের গান, নওজোয়ানের গান উঠবে।

সে চলে আসছিল, হঠাৎ সাভচুককে দেখতে পেয়ে থমকে দাঁড়াল। সাভচুক এই ভাঙাচোরা জঞ্জালের মধ্যে বসে জিনিসপত্র নাড়ছে, আর কাসছে।

আরে বুড়ো বেজন্মা, এখানে এসে কাসছ? এবার সিধে হয়ে দাঁড়াও তো। কাজ নিশ্চয়ই ভুলে যাওনি। সাভচুক করাতগুলির দিকে এগিয়ে গেল। ঠাণ্ডা বরফের প্লাতের মতো পড়ে আছে, তার উপরে রাখলে তার খালি পা। হঠাৎ বেজে উঠলো শব্দ। এ যেন স্বপ্নে শোনা ধ্বনি।

হাঁ, হাঁ: ঠিক আছে। ঠিক যেন ছুঁড়িদের মতো, টোকা দিলেই বেজে ওঠে। তা মুখ একটু দাগী হয়ে গেছে, দেখি এবার কি বুলি বেরোয়! একটু সবুর কর না; এখুনি সবাই আসবে। তোদের পেট থেকে পিপে টেনে বার করব না। এ মেয়েদের বাঁধাকপির পাতা রাখবার পিপে নয়, এ পিপে যাবে সাত সমুদ্দুরের ওপারে। আরে আসছে লো, তোদের বর আসছে!

সাভচুক অমনি, ভালুকের মতো প্রকাণ্ড মানুষটি, গাল বা সোহাগে ও গলে না। কিন্তু এখানে দেখ, চ্যাঁওড়া ছোঁড়ার মতো ফিস ফিস করছে! একি আমাদের সেই সাভচুক?

গ্লেব হেসে উঠলো না। যখন মানুষের শক্তির উদ্‌বোধন হয়, তখন তার রক্তধারা এমনি চঞ্চল হয়ে ওঠে। তখন বাধা দিতে নেই। জীবনের এই তো পরম মুহূর্ত।

গ্লেব নিঃশব্দে বেরিয়ে এল। এবার রুদ্ধ হাসি ফেটে পড়লো।

আরে সয়তান! দেখছি, তোমার কাণ্ড দেখে হেসেই মরে যাব।

পাথর এল, এল লোহার পাত, শূন্য কারখানা ভরে গেল। এবার এল গাড়ি ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে, সঙ্গে সারি সারি ট্যাঙ্কে বেঞ্জিন আর পেট্রল। মজুররা বেরিয়ে এল অভ্যর্থনা করে নিতে। তারা চীৎকার করে উঠলো আনন্দে, হাত নাড়লো।

সোবিয়েৎ শাসন-পরিষদে ফোনে খবর এল, পরিষদের প্রধান বোর্চি, জেলার প্রধান পুলিসের কর্তা সালতানভকে ঘোড়ার চাবুক দিয়ে মেরেছেন। গুলীও চালিয়েছেন।

খবরটা এই: সালতানভ একদল লাল ফৌজ নিয়ে কসাক আর শহরবাসীদের কাছ থেকে শস্য আর গোরু কেড়ে নিচ্ছিল, চাষী মেয়েরা কাঁদছিল বুক চাপড়ে, এই সময় বোর্চি এলেন। তারপরে তো এই ঘটনা।

বাদিন খবরটা পেয়ে রেগে গেলেন, একদল আহম্মক জুটেছে বটে! ওরা আর লড়াই করবার সময় পেলে না! কমরেড পেপেলো, গাড়ি তৈরী কর, আমি নিজে যাব। আর দেখো, পার্টি কমিটির অফিসে কমরেড স্নমালোভাকে খবর দাও। তিনিও তো যেতে চেয়েছেন। আমি তাঁকে নিয়ে যাব।

খবর পাঠাচ্ছি।

সেক্রেটারি খবর দেবার জন্য বেরিয়ে গেল। বাদিন এবার উঠে পড়ে ঘরময় পায়চারি করতে লাগলেন।

এদিকে নারীসংঘের বারান্দায় মেখোভার সঙ্গে ডাশার দেখা। তিনি তাকে বললেন,

দেখ ডাশা, অন্য কারো যাওয়াই ভাল। তুমি তো ফি-হপ্তায়ই ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছ, অন্য সবাই তো বাড়িতে বসে বসে কুঁড়ে হয়ে গেল। পথেও

বিপদের আশঙ্কা আছে। ঘন ঘন তো আক্রমণ চলছেই। তোমার সম্বন্ধে আমাদের হুঁশিয়ার হওয়া উচিত। তোমার জুড়ি তো মিলবে না।

ডাশা উত্তর দিলে, কমরেড মেখোভা, একথা বলতে তোমার লজ্জা পাওয়াই উচিত ছিল। আমি বাচ্চা মেয়ে নই, নিজে সাবধান হতে জানি। আর যদি সব ব্যাপারে ভয়েই মরে যাই, তাহলে কেমন করে নারীসংঘ আমরা চালাব ?

সে তার পোর্টফুলিয়ো দুলিয়ে চলে গেল।

বুলেভার এসে প'ড়েছে। ছেঁড়া পোষাক পরা ছেলেমেয়েরা ধস্তাধস্তি করছে খুদে সয়তান সব।

ডাশা বলে উঠলো এই, তোরা কে রুটি খাবি আয়! জানি, তোদের পেট খালি, আয়, আয়! ছেলেরা কান খাড়া করে রইলো, ওরা ভয় পেয়েছে, কিন্তু মেয়েলোকটা হাসছে, হাতে তার রুটি। তবু লাল রুমাল দেখে এগুবার সাহস নেই (ওরাই নাকি এখন দেশের রাজা, তাও তারা জানে), কিন্তু রুটির টুকরো তো মিথ্যে নয়।

হ্যাঁ, হ্যা....আমরা জানি,....তুমি তো ডাকছ, তারপর আমাদের নিয়ে ঐ মস্ত বাড়িতে ঢোকাবে—সে তো এক খোঁয়াড়।

একটা ছেলে ছুটে চলে গেল। ডাশা হেসে বললে,

এই শুয়োরগুলো আয় না, খোঁয়াড়ে তোদের ঢোকাব না।

ছেলেরা আস্তে আস্তে কাছে এল। ডাশা রুটি দিলে। একটা ছেলের জটবাঁধা চুলে হাত বুলিয়ে দিতে গেল। ছেলেটা ভয়ে ছুটে পালাল।

নার্কা আছে শিশুসদনে, কিন্তু ওদের চেয়ে সে কি সুখী? ডাশা ভাবতে ভাবতে এগিয়ে চললো। সুখী ওদের করতে হবে, দিতে হবে উপযুক্ত শিক্ষা, খাদ্য।

বাদিন গাড়ির কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন। ডাশাকে দেখেই বললেন, আপনি গাড়িতে উঠে বসুন কমরেড সুমালোভা, এখুনি আমরা রওনা হব।

ডাশার জন্তে অপেক্ষা না করে তিনি নিজেই আগে চড়ে বসলেন, তার ভরে গাড়ির গদির স্প্রিং শব্দ করে উঠলো। ডাশা উঠে বসলো তার পাশে। তার স্পর্শ এসে লাগছে। বাদিনের খেয়াল নেই। তেমনি নিস্পৃহ, গম্ভীর।

তিনি বললেন, মোটরে যাওয়া যাবে না। ঘোড়ার গাড়িতে তো শামুকের গতিতে এগুতে হবে। পাহাড়ি পথ কিনা। আপনি কি ডাকাতের ভয় পাচ্ছেন? আমি রিভলভারটা সঙ্গে নিয়েছি। তবে কয়েকজন ঘোড়সওয়ার নিলেই বোধ হয় ভাল হয়—কি বলেন?

ডাশা তার দিকে তাকালো। বাদিন কি ভয় পেযেছেন? কিন্তু সে বুঝতে পারলো না। বাদিন যেন ব্রোঞ্জের প্রতিমূর্তি—তেমনি অচল, অটল।

আপনার যেমন ইচ্ছে কমরেড! তবে আমি রক্ষী ছাড়াই চলে থাকি!

বেশ তো, তাই-ই চলুন! কমরেড ইয়েগরিয়েভ, গাড়ি চালাও!

ইয়েগরিয়েভ দু-তিনবার বাদিনের দিকে ফিরে তাকিয়ে কি যেন বলতে চাইল, কিন্তু পারলো না। সে এবার রাশ টেনে ধরলো।

শহরের ভিতর দিয়ে চুপচাপ করেই চললো ওরা।

পথে যেতে যেতে সার্জির সঙ্গে দেখা। সে হাত নাড়লো ডাশার দিকে চেয়ে। শাক কেও দেখা গেল। সে যেন ওদের দেখে অবাক হয়ে গেছে।

বাদিনের পুরু ঠোঁটে বিরক্তির হাসি,

ওই ধরণের লোকদের আমি দুচোখে দেখতে পারি না।

কে—কমরেড শাক? লোক তো ভাল। আমাদের জেনারেলদের মতো উনি নন।

শাক একটা অপদার্থ! ওদের মতো লোকদের পার্টি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া উচিত।

না, কমরেড বাদিন। শাক যা সাঁচ্চা কথা তাই বলেন। আর উনি ভুল বার করলেই আপনারা চটে যান।

এ আপনার ভুল। অমন ঝগড়াটে লোক দিয়ে কাজ হয় না। যে দায়িত্ব জ্ঞানসম্পন্ন হবে সে কোঁদল করবে না।

বাদিন হেসে উঠলেন। ডাশার যেন এ হাসি ভাল লাগলো না।

শহর পিছনে ফেলে চলেছে তারা। পার্বত্য পথ এবার। পাহাড়ের ঢালে আঙুর বাগিচায় ঢাকা। ডান দিকে ঘন বন নীল হয়ে আছে। গাছে গাছে কুঁড়ি ধরেছে। গাছপালা ঢুলছে।

বাদিন আবার বললেন, আপনার পারিবারিক জীবন কেমন চলছে সুমালোভা? একদিকে দাম্পত্য জীবনের কর্তব্য—সহবাস, নোংরা কাপড়-চোপড়। আর এক দিকে পার্টির কাজ। আপনার বোধ হয় ছেলেপুলেও আছে। কমরেড, আপনাকে নারী সংঘ আর ঘর গৃহস্থালীর মধ্যে দু'টোর একটা বেছে নিতে হবে। আপনার স্বামী হয়তো এরই মধ্যে নিজের দাবী জানিয়েছেন।

ডাশা এক কোণে সরে বসলো। কেমন যেন মনে হচ্ছে তার।

সে বললে, আমার স্বামী তাঁর জীবন যাপন করছেন, আমি আমার জীবন যাপন করছি। কমরেড বাদিন, আমরা সবার আগে তো কমিউনিষ্ট।

বাদিনের হাসি আবার ফেটে পড়লো। ডাশার হাঁটুর উপর হাত রাখলেন। আপনি অন্য সব কমিউনিষ্ট মেয়েদের মতোই বলছেন, কিন্তু বিছানা তো বিছানাই। আপনার সঙ্গে সত্যি দেখেছি কারো মতের মিল হওয়া শক্ত।

ডাশা হাঁটু থেকে হাতখানা সরিয়ে দিলে, আরো দূরে সরে বসলো।

বাদিন আবার গম্ভীর। ডাশার কাছ থেকে তিনিও সরে এলেন, চোখে তার আগুনের ঝলক।

আপনি ভাল হয়ে বসুন কমরেড। আমি আপনাকে গিলে খাব না।

তার ঠোঁট দুটোয় অশ্লীল হাসি।

কমরেড বাদিন, আপনার দাঁতকে ভয় আমি করি না।

আবার নীরবে যাত্রা শুরু হোল। যে যার মত গাড়ীর জানালা দিয়ে

তাকিয়ে আছেন। পাহাড়ি পথে ছুটেছে গাড়ি। কোথাও ভোরের আলো খাড়া পাহাড় আর ঝোপঝাড়ে ঢেকে গেছে, কোথাও বা কলকল করে ছুটছে নদী, তারই নীল স্রোতে নানারঙের নুড়ি ছড়িয়ে আছে। ডাশার মুখ গাড়ীর বাইরে। কিন্তু সে টের পাচ্ছে, বাদিনের রক্ত চঞ্চল, কাশিতে তিনি ঢেকে রেখেছেন বুকের তুমুল তুফান। লড়ছেন বাদিন নিজের সঙ্গে, তার ডাশার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বার মতো শক্তি নেই। কিন্তু এখনো দমে যান নি। গাড়ীর দুলুনীতে ওর কাছে যখন এগিয়ে আসছেন, তার চোখে উন্মত্ত পশুর লোলুপতা, ঝলসে উঠেছে এই মুহূর্ত্তে, ঝাঁপ না দিলেও সে দেবে। তারই জন্যে ওৎ পেতে আছে। ডাশার রক্তধারা আশঙ্কায় উদ্‌বেগে চঞ্চল, দুশ্চিন্তা তো দমন করা যাচ্ছে না; নিজের শক্তির উপর তার অবিশ্বাস। যদি এখুনি ব্যাপারটা ঘটে যেতো ঐ মস্ত ষাঁড়ের মাংসপেশীর উন্মাদনায় বাধা দিতে পারবে না। গাড়ি বন্ধুর পথে চলেছে হেলেদুলে, এতে আরো বাধা দেওয়া অসম্ভব।

তিন মাইল দীর্ঘ বন্ধুর পথ, তার পর উপত্যকার মসৃণতা। এরই প্রান্তে কসাকদের শহর।

পাহাড় উঠে গেছে। চড়াই আর উৎরাই, আকাশ ছুঁয়েছে তার ধূসর চূড়া পাথরে পাথরে রোদ পড়েছে, এখানে ওখানে দোমড়ানো শৈলশিরা আর পাথরের স্তূপ। নীচে কুয়াশাময় অন্ধকার ঝোপঝাড় আর বণে ঢেকে আছে; পাহাড় আর তার শিয়রে নীল আকাশ সাঁতার দিচ্ছে, বরফের ভাসমান পাহাড়ের মতো মেঘের দল। খাড়া পাহাড় থেকে যেন নীচে ছুঁড়ে ফেলা বন, দুর্ভেদ্য বন। রাত আসছে গুঁড়ি মেরে। উর্বর ভেজা বন, গহণ বন, সেখানে কাঁপছে ডালপালা, শব্দ করছে। আসন্ন অমঙ্গলের সেই তো সূচনা।

সামনে দেখা যায় না পথ। প্রকাণ্ড শিলা পথের রেখা আড়াল করে রেখেছে। বন দেখা দিয়েছে, ফার্ণ, ঝোপঝাড় পাথরের উপর গজিয়েছে। ডাশা চোখ বুজে আছে এক কোণে। সামনে তার চড়াই আর উৎরাই, ওখানে

এখন নিস্তব্ধতা থম্‌থম্‌ করছে, ওখানে আছে রহস্য আর হয়তো দস্যুদের আস্তানা।

ইয়েগোরিয়েভ্‌ কোচবাক্স থেকে ফিরে তাকিয়ে বল্‌লে,

কমরেড, রক্ষী না এনে ভুল করেছেন।

বাদিন চুপচাপ বসে আছেন, শান্ত, নির্ভীক বাদিন, কিন্তু তার স্থির চোখের মনিকোঠায় ধিকি ধিকি জ্বলছে উত্তেজনার আগুন, রক্তে রক্তে সে সঞ্চারিত। বিপদ কি তার উত্তেজনা যোগাচ্ছে, না ডাশার মদির গন্ধ? বাদিন যখন আছেন ইয়েগোরিয়েভ কেন দস্যুর ভয় করছে? বাদিনের স্পর্শ এসে লাগছে ডাশার গায়ে, সে যেন পাথরের স্পর্শ। কেমন যেন অস্বস্তি লাগে। আবার এই ইস্পাতের মত কঠিন মানুষটিই তার ভরসা।

বাদিন হেসে বল্‌লেন,

কমরেড, দস্যুর চেয়ে ভীরুতা আরো বিপজ্জনক। তুমি গাড়ী চালাও!

ইয়েগোরিয়েভ রাশ টেনে নুয়ে পড়লো ঘোড়ার পিঠের উপর। ঘোড়া ছুটছে। মাইল খানেক চলে এসেছে গাড়ি, হঠাৎ ডাশার মনে হোল, বাদিনের মাংসপেশীতে পড়েছে টংকার তিনি বুঝি নিজের ভাবাবেগের বিরুদ্ধে লড়াই করছেন, নিজের গোপন প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে চলেছে সংঘর্ষ। ঘন ঘন পড়ছে নিশ্বাস। হঠাৎ তিনি ঝাঁপিয়ে পড়ে ডাশাকে জড়িয়ে ধরলেন। একহাত দিয়ে গলা জড়িয়ে ধরেছেন, আর এক হাত স্তনের উপর।

কমরেড বাদিন! আপনার সাহসত কম নয়! হাত সরিয়ে নিন বলছি। ছিঃ ছিঃ ছিঃ!

মাতালের মত হাসছেন বাদিন।

সাহস আমার বেশ বেশিই কমরেড, আর এতে লজ্জারও কিছু নেই, বাদিন আরো জোরে ওকে চেপে ধরলেন। তাকে টেনে নিয়ে এলেন কাছে। ডাশা দেখতে পেল তার বিরাট মাথা আর মুখ। হঠাৎ বর্বর চুম্বনে চুম্বনে ছেয়ে

গেল ওর ঠোঁঠ, নিশ্বাস ফুরিয়ে এল। পুরুষের দেহের গন্ধ ভেসে আসছে নাকে।

ঠোঁঠ থেকে যেন রক্তের ঢেউ ছুটে এসে তাকে ছেয়ে ফেললো, বিবশ করে দিল। এ যেন নারীর দুর্বলতা; আনন্দ আর ভয় মিশে আছে। শুধু তার বুকের উপর পুরুষের বুক চেপে আছে। আর একটা কথাও সে জানে, ওর এই বাহু থেকে মুক্ত হতে হবে, মুক্ত হতে হবে ওর ঐ আলিঙ্গন থেকে।

হঠাৎ গাড়ি লাফিয়ে উঠলো, ওরা দুজন ছিটকে পড়লো, বন এবার ঘন বন, আকাশ ছুয়েছে যেন বন, পাহাড় যেন তাদের ওপর চেপে পড়েছে।

ডাশা দেখতে পেল, ইয়েগোরিয়েভ হঠাৎ গাড়ি থেকে গড়িয়ে বস্তার মত পড়ে গেল। বাদিন ডাশাকে ছেড়ে দিয়ে লাগাম টেনে ধরলেন।

এই থাড়া হো! এবার তোদের পেয়েছি।

বিরাট পাথর আর ঝোপের আড়াল থেকে এল কসাক দস্যুর দল। মাথায় তাদের পশুর লোমের ঝাকড়া টুপি, হাতে রাইফেল।

ডাশা শুধু টুপি আর ওদের চোখ দেখতে পেল। শানিত চোখের দৃষ্টি। তাদের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে একজন কসাক, টুপি নেই তার মাথায়, মুখে উঠছে ফেনা। সে ঘোড়া দুটোর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

ডাশা চেঁচিয়ে উঠলো!

গাড়ি চালান, গাড়ী চালান!

সে নিজে গাড়ি থেকে কসাকটার উপর ঝাপিয়ে পড়লো। পথের গর্তে দুজনে গড়িয়ে পড়ে গেল।

অসহ্য ভার যেন চেপে পড়েছে তার উপর, যেন এক জনতা তাকে পিষে ফেলছে। তার দেহের উপর চলছে যেন তাদের নৃত্য। ভিজে পশম আর পট্টির কেমন একটা সোঁদা গন্ধ উঠছে। ওরা তাকে পেটাচ্ছে। সে জানে না, গুলী চললো কিনা, গাড়ির পিছনেই ওরা ধাওয়া করলে কিনা।

চেতনা যখন ফিরে এল, সে দেখলে একখানা পাথরের উপর সে শুয়ে আছে। তার চারিদিকে কসাকরা চীৎকার করছে।

সাংঘাতিক মেয়েমানুষ! একেবারে খাঁটি কুত্তি। দে দে, ওর নাড়িভুঁড়ি লাথিয়ে বার করে দে!

গাড়ির চিহ্ন নেই, দূর উপত্যকায় উঠছে ঘোড়ার খুরের শব্দ, পাথর খসে খসে গড়িয়ে পড়ছে ঢাল বেয়ে। ডাশা শব্দ শুনে চাঙা হয়ে উঠলো! কমরেড বাদিন তাহলে এদের হাতে পড়েন নি!

পথের এক পাশে পড়ে আছে ইয়েগোরিয়েভ। তার চুলে, নাকে, দাড়িতে রক্ত জমে আছে

পাথরের আড়ালে একটা ঘোড়ার ডাক শোনা যাচ্ছে।

ওকে এখানে নিয়ে আয়! কি করছিস ওখানে সবাই। গুঁফো ফারের টুপী পরা এক কসাক বললে।

কর্ণেল, একটা মেয়েমানুষ ধরা পড়েছে। ওকে ফাঁসিতে লটকে দিলেই হয়। ও-ই আমাদের লিমেরেঙ্কোর দফা রফা করে দিয়েছে। কর্ণেল আমাদের হুকুম দিন।

যাও, ওকে নিয়ে এস, মেলা বক্‌বক্ কোরোনা। ওকে না ফাঁসি লটকে তোদের ধরে ধরে ফাঁসি লট্‌কাবো। তোরা শুধু মেয়েমানুষের সঙ্গেই লড়তে পারিস্!

গাল দিতে দিতে ওরা টেনে হিঁচড়ে নিয়ে এল ডাশাকে।

কর্ণেল, একেবারে খাঁটি মেয়ে মানুষ। এই পোকাটাকে পিষে ফেলবার হুকুম দিন।

ডাশা সোজা হয়ে দাঁড়ালো, তার চোখ কর্ণেলের দিকে। কর্ণেলও তাকিয়ে আছে তার দিকে। তার সীর্কাসিয় পোষাক, রূপার কোমর বন্ধ আর তকমা আঁটা!

ওকে ছেড়ে দাও! (তারপর ডাশার দিকে তাকিয়ে), তুমি কি কমিউনিষ্ট, তোমার চুল তো দেখছি বব ছাঁট?

হাঁ, মজুরনী আমি।

গাড়িতে তোমার সঙ্গে কে ছিল?

বাদিন, পোল্‌কামের সভাপতি,'

পোলাকাম? সেটা আবার কি ভাষা।

রুশ ভাষা।

মিছে কথা রুশ ভাষা অমন নয়, এ তোমাদের বুলি—ইহুদীদের ভাষা, চোরের অপভাষা।

সোবিয়েতে চোর তো খুব বেশি আর নেই কর্ণেল, আমরা তাদের গুলি করে মেরেছি। একটুও দয়া মায়া দেখাই নি।

কে যেন পিছন থেকে বলে উঠলো।

মাগীটা খালি বক্‌বক্‌ করছে। ওকে একটা গাছের ডালে লট্‌কে দিলে তখন অন্য বোল্‌ বলবে।

ডাশা আর কর্ণেল তাকিয়ে আছে পরস্পরের দিকে।

তোমাদের ঐ সভাপতির মতো কি সবাই নাকি? সাথীকে বিপদের মুখে ফেলে পালালে তো?

না, আমি নিজের ইচ্ছায় ঝাঁপিয়ে পড়েছি।

কর্ণেল গোঁফে চাঁড়া দিয়ে হাসলো,

নিজের ইচ্ছায়? আমাদের কি বোকা ঠাউরিয়েছ?

বিশ্বাস করা না করা তোমাদের ইচ্ছা, কিন্তু আমি নিজের ইচ্ছায় করেছি।

কর্ণেল চাবুক দোলাচ্ছে, মুখে তার হাসি!

ডাশা নির্ভিক, শান্তি সে পাচ্ছে। সে যেন মুক্ত। এমন মুক্তি বুঝি সে জীবনে পায় নি।

তুমি সত্যি কথাই বলেছ, ভয় পাওনি। তোমার মতো মেয়ে আমি এই প্রথম দেখলাম। এমনি তো দেখি, কমিউনিষ্টেরা আমার হাতে পড়লে

পোকার মতো ভয়ে অস্থির হয়ে যায়। তুমি মেয়ে বলেই বোধ হয় তা করনি, ভেবেছ মেয়ে বলেই পার পাবে। কিন্তু তা মনেও কোরো না। আমি তোমাকে ফাঁসি লটকাবো। গুলী করব না, ফাঁসি দেব।

আমার কাছে সবই সমান, আমি তৈরী।

কর্ণেল গাল ফুলিয়ে বললেন,

আমি তোমাদের শত্রু। কমিউনিষ্ট হাতে পেলে নিষ্ঠুর ভাবে তাদের খুন করি। কিন্তু তুমিই ভয় পাওনি। দেখি ফাঁস লাগাবার পর কি হয়?

ডাশার দিক থেকে চোখ না ফিরিয়েই বলে উঠলো,

বেইসস্ট্রাইফ!

একজন কসাক ছুটে এল। এসে সে ডাশাকে জড়িয়ে ধরল। তারপর নিয়ে চললো।

পাইন গাছ দাঁড়িয়ে আছে। বসন্তের মাতাল গন্ধ। নতুন পাতা গাছে, রং বদলাচ্ছে। নদী নুড়ির উপর দিয়ে চলেছে ছুটে। আর ডাশাকে টেনে নিয়ে চলেছে এই প্রকৃতির উৎসবের ভিতরে। পাহাড়ের উপরের পাইন গাছ জানাচ্ছে আহ্বান। কি যেন এক ভাবনা গুণগুণিয়ে এল, কিন্তু খেঁই হারিয়ে যাচ্ছে; মন ফাঁকা। তবু বসন্ত ছড়াচ্ছে মাতাল হাওয়া। পাইন গাছ ছড়িয়ে দিয়েছে তার পাতার পাখা। উঃ কত উঁচুতে, কত উঁচুতে! হাঁ...হাঁ...কমরেড বাদিন বেঁচে আছেন, এইটুকুই তার দাম। মূল্যবান জীবন বাঁচলো। সে তো একগাছা তৃণ—তার চেয়ে বেশী তো নয়।

তার কাছে দাঁড়িয়ে লোমশ লোকটা নাক ঝাড়ছে। তাকে সে দেখতে পাচ্ছে না। শুধু চোখে ভুলছে হাওয়ার স্তর....সেও যেন ভেসে চলেছে।

কোথায় যেন একটা শব্দ হোল। দড়ির ফাঁস গলায় পরানো হচ্ছে। কিন্তু তার ইন্দ্রিয়কে স্পর্শ করতে পারছে না, আঘাত করতে পারছে না।

হাঁ, হাঁ গ্লেব তো আছে....কিন্তু সে তো বহুদিন আগেকার ঘটনা। গ্লেব প্রিয়, কিন্তু সেতো নির্বোধ। মনে ওর কথা ঝলক দিয়ে যায়, কিন্তু ওর জন্যে

দুঃখ হয় না। সত্যি, কত দূরে ও চলে গেছে! পাইন গাছ, বসন্তের গাছপালায় লেগেছে রঙের আগুন। রক্তিম তার ছটা।

আবার দড়ি ঘিরে ঘিরে ধরছে তার চেতনা, আবার শবদেহের মতো ভারী হাত তার দেহের উপর চেপে বসেছে।

আকাশের নিচেই সে আছে। সুমুখে পাহাড়ের ধূসর উৎরাই, আর তারই পিছনে অস্পষ্ট বনরেখা। আর তারও পিছনে সবুজ দ্যুতিময় পাহাড়।

আর কর্ণেল তাকিয়ে আছে তার দিকে, যেন শির-উঁচোনো ষাঁড়। গোঁফ ঝুলে পড়েছে তার মুখের উপর।

আর কেউ নেই। শুধু ঘোড়সওয়ার কর্ণেল।

এই, তুমি সাহসী বটে! যাও, চলে যাও! কেউ তোমাকে ছোঁবে না। যাও সে তার ঘোড়ার পিঠে চাবুক মারছে, ঘোড়া লাফিয়ে ছুটছে ঝোপঝাড় ভেঙ্গে।

কি করে ডাশা ফিরে এল সে নিজেই জানে না। পথে কার সঙ্গে দেখা হোলো, সে খরগোসের মত ছুটছিল কিনা, কিছুই তার মনে নেই। শুধু মনে আছে ধূসর বনভূমি। পাখীর ঝাক উড়ে গেল, আবার ফিরে ফিরে এল। কিচির মিচির করে ওরা ডাকলো। হয়ত কিছুই ঘটেনি। তাই শুধু তাদের কথা মনে আছে।

সে তো তখন একা। শুধু দিগন্তের কুয়াশা তার সামনে পাহাড়ী পথ। সমস্ত জায়গা জুড়ে যেন আদিম ভীতি পাখা মেলে আছে। এগিয়ে আসছে পাহাড়ের চড়াই-উৎরাই—তারা যেন শূন্যতায় ভরা।

তার পিছনে পাহাডের পর পাহাড় ছাদ খিলানো যেন—আছে তার চুড়া উপত্যকা আর গিরিপথ।

কিন্তু মানুষ নেই। শুধু নিস্তব্ধ পাহাড়, মাঝে মাঝে কর্ষিত জমি, চারণভূমি। আবার ছাইরঙা পথ আর পথ। উটের কুঁজের মতো এখানে ওখানে জেগে

আছে দু-একখানা মস্ত পাথর। সে তো তার মাঝে একা, অভিশপ্ত ; এই অসীম নির্জনতায় পরিত্যক্ত।

হাঁ, উপত্যকা, আর সেই হাতের দুঃসহ স্পর্শ....আর পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় পাইন বন...

ডাশা ছুটে চললো। গলা শুকিয়ে গেছে, নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে।

পাহাড়ের ওপাশে বিছিয়ে আছে কসাকদের শহর। বাগিচা, গীর্জার মিনার দেখা যাচ্ছে।

ডাশা একটা ছোট্ট টীলার উপর উঠে এল। কসাকদের শহর কাছেই—কিন্তু ওখানে নেই আতিথ্যের আহ্বান, ও যেন আজব শহর। শহর যেন অন্ধ, স্তেপরূপী চোখ দিয়ে সে গ্রাস করছে—নেকড়ের মতো লুব্ধ তার দৃষ্টি। ঐ কসাক শহরই যেন ডাশার উপর তার ভয়াল হাত রেখেছিল, আবার ওই তাকে ঠেলে দিয়েছে এই নির্জন বনে।

ডাশা পাথরে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। হাঁটুতে ব্যথা। আবার চেতনা ফিরে এল। সে উঠে বসলো। চষা জমির পাশে ঘাসের উপর বসেছে। ঘাসের ভিতর ফুটেছে হলদে ফুল।—সেই ফুলের গোছা যেন ডাশার পায়ের উপর স্পর্শ বুলিয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছে।

ডাশার ফুল দেখে ভালই লাগলো। কোমল হয়ে পড়েছে সে, কাঁদছে। আবার নীরব। উঠতে সে পারছে না ; শক্তি নেই, ড্যাণ্ডেলিয়ন আর নানা ফুলের মিছিল চারিদিকে। আর আছে নিস্তব্ধ পৃথিবী।

নীরবতা কি কানের কাছে টানটান তারের মতো টুং টাং করে বেজে উঠলো—না চাতক ডাকছে? কে বলবে। পালকের মতো সবই লঘু-স্বচ্ছ মেঘের দল। কোথায় যেন একটা সুর বেজে বেজে চলেছে। মেঘের দল কি গান গাইছে, না হাসছে ঐ সোনালি ফুলদল? কে বলবে? ডাশা তো জানে না। সে শুনছে।

হঠাৎ পাহাড়ের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল একদল ঘোড়সওয়ার ফৌজ।

তাদের কাঁধে রাইফেল, তারা জোর কদমে আসছে। সামনে একজন কালো চামড়ার কোট-পরা লোক। সে তো উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে আসছে। ডাশা উঠে দাঁড়াল।

কমরেড বাদিন!

ঘোড়সওয়াররা চেঁচাচ্ছে, হাত নাড়ছে।

ডাশাও চেঁচিয়ে উঠলো। তারপর ছুটে গেল বাদিনের কাছে।

বাদিন রাশ টেনে ঘোড়া থামালেন, তারপর লাফিয়ে নামলেন মাটিতে।

ডাশা!

ডাশা ছুটে গিয়ে বাদিনের হাত ধরলো। হাসি আর কান্না তার চোখে।

ঘোড়সওয়াররা এবার তাকে ঘিরে ফেললো।

একজন সওয়ার নিঃশব্দে তাকিয়ে রইল।

কমরেড, এই ঘোড়া নাও। উঠে পড়। ধরে উঠিয়ে দেব?

ডাশা হেসে তার হাত চাপড়ে দিলে।

ধন্যবাদ কমরেড, তোমরা ভারি ভালো! তাই একটা পলটন গোটা নিয়ে ছুটে এসেছ। কমরেড বাদিন তো হাঁফাচ্ছেন।

লোকটা তাকে ঘোড়ার পিঠে তুলে দিল। আবার যাত্রা।

বাদিন চলেছেন ডাশার পাশে পাশে। মন দিয়ে শুনছেন তার কথা। দুর্গম পাহাড়ি পথে তাকে সাহায্য করছেন। ডাশা অনুভব করছে তার অপরিসীম যত্ন।

তোমাকে ওরা ধরে নিয়ে গিয়ে কি করলো বল?

কিছুই না। প্রথমে একটু খারাপ ব্যবহারই করছিল, তারপর তো ছেড়েই দিলে। মেয়েমানুষ দিয়ে ওদের কোনো দরকার নেই। শুধু আমাকে ক' ঘা চাবুক মেরেছিল।

সে আবার হাসলো।

বাদিন তাকালেন তার দিকে। এমন হাসি কেউ তাঁর দেখেনি। কসাক-দের শহর পর্যন্ত ওরা পাশাপাশি চললো।

জেলা সোবিয়েতের সামনে গাড়ির ভিড়। মেয়েরা কাঁদছে, ছেলেরা লাট্টু খেলছে, দৌড় ঝাঁপ করছে। ভিতর থেকে ভেসে আসছে মাতালের গান।

বোর্চি ককেশীয় উর্দিপরে কোমর বন্ধে ছোরা গুঁজে টেবিলে জাকিয়ে বসেছে। কি যেন সে খসখস্ করে লিখে চলেছে। সে মাথা তুলে ডাশার দিকে তাকাল,

যাক্, বরাত বটে আপনার! মরণের মুখ থেকে ফিরলেন।

বাদ্দিন টেবিলের কাছে এসে দাঁড়ালেন। আবার তেমনি গম্ভীর বাদ্দিন। তিনি আদেশের স্বরে বললেন,

কমরেড বোর্চি সালতানভকে ডাকুন।

কমরেড সালতানভ, সভাপতি আপনাকে ডাকছেন। বোর্চি হাঁকলো,

সালতানভ ঢুকতেই বাদ্দিন বললেন, কমরেড, আপনার উপরে যে কাজের ভার দেওয়া ছিল, তার দায় থেকে আপনাকে রেহাই দেওয়া হোল। আমরা আপনাকে গ্রেফ্‌তার করলাম। কাল আপনি কমরেড বোর্চির সঙ্গে শহরে যাবেন। সেখানে, সামরিক আদালতে আপনার বিচার হবে।

সালতানভ সামরিক কেতায় কুর্নিশ করে বাদ্দিনের দিকে তাকিয়ে বললে,

প্রাদেশিক পরিষদ আমাকে যে হুকুম দিয়েছেন, আমি তা তামিল করেছি।

বাদ্দিন একবার বোর্চির দিকে তাকিয়ে বললেন, কমরেড বোর্চি; আপনার উপর ভার রইল। চলুন এবার আমরা পার্কে যাই।

পার্কে এসে ওরা দাঁড়াল। গাড়ির ভিড়ে ভিড়। বাদ্দিন একখানা গাড়ির উপর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,

নাগরিকগণ, কসাকগণ, চাষী-ভাইরা শুনুন!

মেয়েরা চেঁচাচ্ছে, চেঁচাচ্ছে চাষীরা। হাত নাড়ছে, তাদের মুখ তরমুজের মতো ফুলে ফুলে উঠছে।

বাদ্দিনের স্বর ডুবে যাচ্ছে।

বোর্চি এবার গাড়ির উপর উঠে পড়ে বললে,

ওরে সয়তানের বাচ্চারা, থাম্ বলছি! সভাপতি কি বলছেন শোন্! এত চেঁচামেচি কিসের? আমাদের তো ভাঁড়ারে এক ফোটাও ভদকা নেই।

চীৎকার থেমে গেল। বোর্চি নিজে কসাক, এই গ্রামেরই সে মানুষ, তাই তার স্বর শুনে ওরা চুপ করে গেল।

নাগরিকগণ, তোমরা শোন, এখানকার পণ্টনের কর্তাকে তার বেআইনি কাজের জন্য গ্রেফতার করা হোল। তোমরা তোমাদের গাড়ি নিয়ে বাড়ি ফিরে যাও। সরকার লাল ফৌজের জন্য যে শস্য চাইছিলেন, তা এবার মকুব করে দিলেন। তোমাদেরই বীর সন্তানদের রক্ষার জন্য এই খাজনা ধার্য করা হয়েছিল। কিন্তু এখন আমরা যুদ্ধের কথা ভাবছি না। আমরা ভাবছি মানুষের আর্থিক অবস্থা আর পুনর্গঠনের কথা। কিন্তু ধনী আর শ্বেত সেনাপতিরা আমাদের এক মুহূর্তও শান্তিতে থাকতে দিচ্ছে না। আমরা রক্তপাত চাই না, আমরা চাই শান্তি। আমরা সৈনিক চাই না, চাই ক্ষেতের চাষী। শস্য আর আদায় করা হবে না, কিন্তু নিজেদের ভাঁড়ার তোমরা ভরে রাখবে, জমি চাষ করবে। প্রতি খন্দের শস্য তোমাদের ফলাতে হবে।....গ্রামের মানুষের প্রয়োজনীয় জিনিষগুলো তৈরী করতে হবে।

বাদিন এবার সমবায় আন্দোলন প্রভৃতির কথা পাড়লেন। কমরেড লেলিনের কথাও এল, তিনি চাষী ও মজুরের বন্ধু। তাদেরই জন্য তিনি জীবন উৎসর্গ করেছেন।

ভিড় এবার আনন্দে চেঁচিয়ে উঠলো। গাড়িতে উঠছে সবাই। গাড়ি ছুটে চলেছে।

বোর্চি এবার হেসে বললে, কমরেড বাদিন, এবার সালতানভকে মুক্তি দিন। আমরা একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছিলাম। ভবিষ্যতে আমরা সাবধান হব।

বাদিন এখনো যেন তেমনি উত্তেজনাহীন। তিনি বললেন,

কমরেড বোর্চি, দায়ীত্ব জ্ঞানসম্পন্ন কর্মীরা যখন ভুল করেন, সে ভুলে শুধু তাদেরই ক্ষতি হয় না, অন্য কমরেডরাও সেই ভুলই শেখেন। আমি যা বলছি

তাই-ই হবে। আপনাদের জায়গায় অন্য কমরেডরা কাজ করবেন। আপনাকে আমার সঙ্গে শহরে যেতে হবে।

একজন মাতাল কসাক এবার ওদের কাছে এগিয়ে এল। সে টলছে। বোর্চি তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো! প্রলাপ বকছে মাতালটা, হঠাৎ মুখ থুবড়ে পড়ে গেল।

তারপর আবার প্রলাপ :

তুমি তো আমাদের কর্তা—আমাদের বাপ····আমরা তো কুত্তার বাচ্চা····

ডাশা কসাক শহরের মেয়েদের সঙ্গে কাটালো দিনটা। বাদিনও তার সঙ্গে রইলেন। মেয়েদের সঙ্গে অনেক আলাপ হোল।

বাদিন যেন বদলে গেছেন। ওর চোখে যখন চোখ পড়লো তার, ডাশার মনে হোল, পথের পাশের সোনালি ফুলের ছায়া যেন সেখানে ফুটে উঠছে। সে চোখে এক নিঃশব্দ আবেগ, এক অনির্বাণ প্রেমের শিখা জ্বলছে। এক মুহূর্তের জন্যও বাদিন তাকে চোখের আড়াল করতে চান না, এমনি তাঁর প্রেম।

ডাশা জেলা কমিটির অফিসের এক ঘরে রাত কাটাল বাদিনের সঙ্গে একই বিছানায়। বহুদিন পরে বাদিনের ঝঞ্ঝার মতো উদ্বেল রক্ত তরঙ্গ ডাশার নারীত্ব জাগিয়ে তুললো। ধেয়ে এল নারীর অবিস্মরণীয় কামনা—ডাশা তারই কাছে নিজেকে সঁপে দিলে।

আট

দড়ির পথ

ব্যক্তিসত্তা নয়, গ্লেব অনুভব করলো তার প্রচেষ্টায় জনগণের সম্মিলিত সত্তা।

ঘর্মাক্ত দেহে সে যেন এক বিরাট ষণ্ডের মতো কাজ করে চললো। শাবল দিয়ে খড়ি আর মাটি কোদলিয়ে দিলে। এর থেকেই তৈরী হবে সিমেণ্ট। তার এই বর্বর শক্তি, এযেন বুদ্ধি বৃত্তির ধার ধারে না, শরীরের শক্তি থেকেই এর উদ্ভব। এ শক্তি বিস্ফূর্ত্ত হয়ে পড়েনি তার ভিতরে, এ যেন বিরাট ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভেসে আসছে। পাথর, রেলপথ, পিপড়ের মতো মানুষের সার—সবার উপর দিয়েই বয়ে চলেছে ঢেউ।

নীল আকাশে সাদা মেঘ, যেন পশমের গুলীর মতো গড়িয়ে গড়িয়ে চলেছে। পাহাড়ের উপত্যকায় বসন্তের প্রথম ফুল ঝকমক করে উঠছে। ফিকে নীল কুয়াশায় পাথর আর ফাটলের মাঝে মাঝে ঝোপগুলোও নীল আলোয় ঝলসে উঠছে। এখানে ডানে, বাঁয়ে বিরাট পর্বতশ্রেণী। ওখানে আছে আকাশ-নীল সমুদ্র। তার দিগন্ত রেখা দেখা যায় না—দিকচক্রবাল পর্বতের চেয়েও বুঝি উঁচু।

কিন্তু এসব তো দরকারি নয়। দরকারি হচ্ছে পিপড়ের মতো মানুষের কর্ম প্রবাহ। ওদের যেন আলাদা করা যায় না। ওদের যেন নেই ব্যক্তিসত্তা। কর্মপ্রবাহে ব্যক্তি সমষ্টির কাছে বিলীন হয়ে গেছে।

ভিড় নয় তো ফুটন্ত ফুল। মেয়েরা যেন এখানে ওখানে পাহাড়ি পপির মতো টলটল করছে। সাদা, নীল আর ধূসর কোর্তায় পড়ছে রোদ।

গ্লেব এতদিন ধরে যা ভেবেছে, তা আজ রূপ পাচ্ছে।

ইঞ্জিনিয়ার ক্লিস্ট লাঠি ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। মাঝে মাঝে হুকুম দিচ্ছেন। তিনি এখন আর সোবিয়েৎ রাষ্ট্রের শত্রু নন, তিনি বন্ধু, তার প্রতিভা পুনর্গঠনের কাজে উৎসর্গীত।....এখন মজুর সুমালভ তার বন্ধু হতে পারে। তাতে তার নীল রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠবে না।

ইঞ্জিনিয়ার এসে দাঁড়ালেন গ্লেবের কাছে। তার চোখে উত্তেজনা, উৎসাহ। গ্লেবও হাসলো।

কমরেড, কি, কেমন দেখছেন। আপনি না বলেছিলেন, এক মাস লেগে যাবে। এখন দেখুন তো—আজ তো সবে তিনদিন—এরই মধ্যে আমরা কাজ প্রায় শেষ করে এনেছি। তাহলে আমাদেরও মাথা আছে কমরেড?

ইঞ্জিনিয়ার শুষ্ক হাসি হাসলো নিজের পদ-মর্যাদা সম্বন্ধে তিনি হুশিয়ার তবু এখন যেন কেমন সহজ হবার চেষ্টা করছেন।

হাঁ, হাঁ, এমন উৎসাহ থাকলে তাক—লাগনো কিছু করা যায় বটে, কিন্তু এযে শক্তির অপব্যবহার তাই বা না বলি কি করে। এখানে শ্রমের সুনিয়ন্ত্রণ নেই, কাজ ভাগ করে দেওয়া হয়নি, সবারই এখানে একদর। তাই মনে হয়, এ উৎসাহ হঠাৎ বৃষ্টির আগেই এসেছে। এতো যে শিক্ষা থাকবেনা, একে আমি ভালো বলেও মনে করি না।

কিন্তু এ তো এক স্মরণীয় ঘটনা। এমনি উৎসাহে আমরা পর্বত গুড়িয়ে দিতে পারি। ধ্বংসস্তূপের ভিতরে এমনি ভাবেই কাজ শুরু করা যায়। যখন আবার সবকিছু চালু করে তুলব, তখন সুনিয়ন্ত্রিত শ্রমের কথা ভাবা যাবে। এখন চাই এমনি করে কাজ করবার উন্মাদনা।

ক্লিস্ট লক্ষ্য করলেন, গ্লেব হাসছে। তিনি এবার লাঠি ভর দিয়ে চললেন. পাহাড়ের দিকে।

রোদ উঠেছে। অসীম বিস্তার পৃথিবীর। সূর্য্য আলো ছড়িয়ে দিচ্ছে, সেই বিস্তারে, জীবনের স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়ছে কর্মব্যস্ত মানুষের দেহে। নাচছে রক্তধারা। হাজার হাজার হাত প্রচেষ্টায় উদ্যত; শাবল আর গাঁইতির গান

শুরু হয়েছে, হাজার হাজার দেহ মিলিত হয়েছে এক বিরাট দেহরূপে। এক বিরাট জীবন্ত যন্ত্র যেন। পাথর নড়ে নড়ে উঠছে তার চাপে।

স্লিপারের উপর দিয়ে রেলপথ উপসাগরের ধার থেকে পাহাড়ের ঢালে গেছে, তারপর সেখান থেকে কারখানার কেবল্-টাওয়ারে। আর একঘণ্টা পরেই ইস্পাতের তারগুলি টান টান হয়ে রোদে বিছিয়ে যাবে, আর ট্রাক উপর আর নীচে ওঠা-নামা করবে, গাইবে ধাতব গান।

পলিয়ামেখভাও শাবলে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মুখে তার হাসি।

লুখাভা দাড়িয়ে আছে। পাওয়ার হাউসের ওখানে। সেও হাসছে।

পলিয়া হাসছে। ক্লান্তিতে তার হাসি মধুর। শাবল দিয়ে নুড়িগুলোকে ছুড়ে চুড়ে ফেলছে।

সুমালভ, আমি বড় ক্লান্ত। দুর্বল মেয়েকে একটু ধরে তুলুন।

সে গ্লেবের গলা জড়িয়ে ধরলো, তার বুকে নেতিয়ে পড়লো। ঘনঘন নিশ্বাস পড়ছে, হাফাচ্ছে। আবার হাসছেও মেখভা।

গ্লেবও শাবলের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হাসছে তারা পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে। দৃষ্টিতে তাদের কামনা। মেখভার পরিপূর্ণ স্তনের নীচে গ্লেব অনুভব করছে তার হৃৎস্পন্দন। তার চোখের মদির দৃষ্টিতে আর দাঁতের ঝলকে যেন আত্ম নিবেদনের ইসারা গ্লেবের পৌরুষের কাছে সে সপে দিতে চায় নিজেকে।

ডাসা আসছে। কোদাল তার কাঁধে। সঙ্গে একপাল মেয়ে। মাথায় লাল রুমাল বাঁধা—যেন লাল পপি ফুটে ফুটে আছে। তারা পাওয়ার হাউসের দিকে যাচ্ছে রাস্তা মেরামত করতে।

ঐ যে—ডাশা—নেত্রী ডাশা। ভাবতো, এক সময়ে ওছিল খুদে বৌটি।

গ্লেব মেখভাকে জড়িয়ে ধরলো নিবিড় করে। মেখভা হাসতে হাসতে আলিঙ্গন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিলে। তারপর শাবল তুলে শাসালে।

ডাশা দুর থেকেই বলে উঠলো, হুশিয়ার কমরেড মেখভা! গ্লেব তোমাকে

একটা আঙুল দিয়ে মচ্ করে ভেঙে ফেলবে। আমি কিছুটা জানি কিনা। যদি কিছু হয়, আমাকে চেঁচিয়ে ডাকবে। আমি সাহায্য করতে ছুটে আসব।

আর তার চোখে ঠাণ্ডা, নিস্পৃহ ভাব নেই। এক উৎসাহে জ্বলছে চোখ ও মেয়ের দল নিয়ে চলে গেল।

আমার ভাশা কিন্তু চমৎকার মেয়ে! হাঁ, একথা স্বীকার করতেই হবে।

সুমালভ, ও তোমাকে ভালবাসে, তোমার জন্যে ও গর্বিত। আসল বোলশেভিক ও। আমার ভারি ভাল লাগে।

মেখভার চোখে জল।

গ্লেব তাকালো ডাশার দিকে। সে চলে যাচ্ছে। গ্লেবের বুকে ভালবাসা উত্তাল হয়ে উঠলো।

ডাশা রাতে বাড়ি ফিরে শোনালো তার অভিমানের কথা। সহজ ভাবেই বলে গেল।

গ্লেব হঠাৎ কেঁপে উঠলো। ডাশার জন্য তার আশঙ্কা নেই, বাদিনের প্রতি সেই ঈর্ষায় এ যেন ডাশার প্রতি ও যে অবিচার করেছে, তারই পাপবোধ। সে ঠিক করলো, ডাশাকে আর সে গাল দেবেনা, জোর করে তার ভালবাসা আদায় করতে যাবে না' সে তাকে চায়, নিবিড় করে পেতে চায়, কিন্তু চাইলেই কি পাওয়া যায়।

তাদের জীবন ধারা চলছে হোঁচট খেতে খেতে। শুধু সব পাপময় সে জীবন লজ্জার বিষে বিষাক্ত, হতাশায় তিক্ত। কিন্তু আজ ডাশার কাহিনী শুনে সে উত্তেজিত হয়ে উঠলোনা।শুধু বার বার শিউরে উঠলো তারপর সে এগিয়ে গেল।

ডাশা, আমরা কি বোকা। তোমার বদলে আমাদেরই ফাঁসি লটকানো উচিত ছিল। ডাশা তুমি আমাকে অবাক করে দিয়েছ। আমি তোমার উপর অনেক অত্যাচার করেছি, আমাকে ক্ষমা কর।

এবার গ্লেব ফিরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লো। অন্ধকার। গ্লেব খাটে, ডাশা শুয়েছে মেঝেয়। ডাশা আস্তে আস্তে ডাকলো,

গ্লেব, ঘুমোলে ?

না ! ভাবছি । তোমার গলায় ওরা ফাঁস পরিয়েছিল, সেই কথাই ভাবছি আর শিউরে শিউরে উঠছি ।

ডাশা হেসে উঠলো ।

আমি যদি তোমাকে বাদ্দিনের কথা বলি, তাহলে হয়তো তুমি এক কাণ্ডই করে বসবে । তুমি তো আমাকে কতবার মারতে চেয়েছ । জানো, বাদ্দিনের সঙ্গে আমি এক বিছানায় ঘুমিয়েছি ।

গ্লেব অবাক । তার একথা যেন আঘাত, কিন্তু তবু তো ব্যথা লাগছে না । এই কদিনের উন্মাদনায় তার ঈর্ষা নিঃশেষ হয়ে গেছে—না—ডাশাই এখন স্ত্রীর থেকে তার কাছে ঢের উপরে ? গ্লেব রাগ করল না, শুধু তার স্বর স্নেহে কোমল হয়ে এল ।

খুদে ডাশা, আমার মাথাটা যেন চুল্লির মতো গরম হয়ে আছে....আমি শুধু ভাবছি তোমার সেই অভিযানের কথা । বাদ্দিনের কথা বলছ । যদি ঘটেই থাকে, ঘটুক না । আমরা তো ওখানে পশু । কিন্তু মানুষের অন্য দিকও আছে ....সময় এলে আমরা মানুষকে আরো ভাল করে বুঝতে পারব । এখনো আমি তোমার কথা ভেবে কাঁপছি । কি হোত ভাবতো !

ডাশা আবার হেসে উঠলো ।

এখন ঘুমোও । জানি না আমার কি হয়েছে । মনে হয় আবার সেই প্রথম যৌবনে ফিরে যাচ্ছি—কিন্তু এবার পথ তো আলাদা ।

চুপচাপ । হঠাৎ ডাশা আবার বলে উঠলো,

গ্লেব, ঘুমোলে ?

গ্লেব উত্তর দেবার আগেই ডাশা বিছানা ছেড়ে উঠে গেল । আস্তে আস্তে সে গ্লেবের পাশে গিয়ে শুয়ে পড়লো ।

সাভচুক দলবল নিয়ে স্লিপারের সঙ্গে রেলের লাইন লাগাচ্ছে। হাতুড়ি ঠুকছে পাগলের মতো বাজের মতো শব্দ হচ্ছে হাতুড়ি থেকে। তার মুখ লাল, চোখ লাল, হাতের শিরা দড়ির মতো চামড়ার ভিতর দিয়ে জেগে উঠছে।

গ্লেব শাবল ঘাড়ে এগিয়ে এল।

জোরে, আরো জোরে সাভচুক। জোরসে চালাও!

জোরসেই চালাচ্ছি, তুমি এগিয়ে যাও দোস্ত। দেখ, দেখ, সব ঠিক আছে কিনা। কারখানার এবার জ্বালানি কাঠ জোগাড় হবে।

জলদি, জলদি কমরেড। পাহাড় সরাতে হবে আমাদের।

আবার হাতুড়ি তুললো সাভচুক। দল থেকে উঠছে চীৎকার। হাতুড়ি আর শাবল উদ্যত, এই তো মেহনতি ফৌজের হাতিয়ার, তাদের হাতিয়ার।

চীৎকার! আবার চীৎকার।

গ্লেব দেখতে লাগলো।

চারদিকে আবার চীৎকার—সাবাস! সাবাস!

এক বিরাট শব্দের ঢেউ গড়িয়ে আসছে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে। তলার লোকেরা পিঁপড়ের মতো তাকিয়ে আছে, হাত নাড়ছে, চেঁচাচ্ছে। কি ব্যাপার?

মেখোভা তাকিয়ে আছে গ্লেবের দিকে।

স্লিপারে আঁটা হয়ে গেছে রেল। সাপের মতো তারের অরণ্য এঁকে বেঁকে গেছে, তারে তারে টুংটাং ঝরছে শব্দ। আর আসছে ট্রাক। চাকায় চাকায় বৈদ্যুতিক সংস্পর্শে গাড়ির ঘেঁগ বেজে উঠছে।

গিরিদ্বারে লাল ফৌজের সৈন্যেরা রাইফেলে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের আশেপাশে সবুজ ফেনার মতো ছড়িয়ে আছে ঝোপঝাড়। রাইফেল আর হেলমেট সতর্কতার প্রতীক হয়ে জাগছে।

সার্জি ক্লান্ত হয়ে মজুরদের ভিতর থেকে মেখোভার পাশে এসে বসলো। তার মুখ লাল, সে হাঁফাচ্ছে।

মেখোভা তাকে দেখে হেসে বললো, কিগো বুদ্ধিজীবী! কমিউনিষ্টদের মেহনৎ সব সময়েই মিষ্টি নয়?

মেখোভা তার পিঠ চাপড়ে দিলে।

সার্জি হাসলো। ঘাম গড়িয়ে পড়ছে তার নাক মুখ দিয়ে। সে মেখোভার হাত খানা নিয়ে নিজের হাতে চেপে ধরলো।

কাজ যখন শেষ হয়ে আসে, নেশা লেগে যায়। শেষ আঘাত হয় সবচেয়ে প্রচণ্ড আর সঠিক। পাওয়ার হাউস থেকে এল লুখাভার হুঁশিয়ারী, সঙ্গে সঙ্গে মজুররা এসে জড়ো হলো। তাদের মনে ভয়, কিছুটা বা তারা অবাক।

পাহাড়ের উপরে বাতাস যেন ছিঁড়েখুড়ে যাচ্ছে। লাল ফৌজের সৈন্যেরা ঘুরছে গিরিসংকটে।

লুখাভা হাত নেড়ে চেঁচিয়ে উঠলো,

কমরেডরা একটু শান্ত হোন। যে যার জায়গায় যান। দস্যুরা ওপাশ থেকে আমাদের আক্রমণ করেছে। কাজ থামিও না। ভয় পেও না!

গুলীবর্ষণে ছিন্নভিন্ন বায়ু, ছড়িয়ে ছিটিয়ে যেন পড়ছে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে।

হঠাৎ কাজ থেমে গেল। হাজার হাজার মানুষ ঢাল বেয়ে নামছে, অর্ধেক উঠতে না উঠতে ভীতি দেখা দিল। উৎসারিত স্রোতের মতো উন্মত্ত মানুষ ছুটলো। গড়িযে পড়ছে, স্তূপের মতো একের উপরে আর এক জমা হচ্ছে। ডান আর বাঁয়ে ছুটছে মানুষ, পড়ছে আবার ছুটছে।

গ্লেব একটা উঁচু পাথরের উপর উঠে নিজের শাবলখানা নেড়ে বললে, থাম, যেখানে আছ থাম! কমিউনিষ্ট না তোমরা! যদি কেউ ভীরুতা দেখায়, তাকে শাবল দিয়ে হত্যা কর!

গ্লেবের স্বরের প্রতিধ্বনি উঠলো চারিদিকে :

থাম, থাম!

মানুষের স্রোত লাফিয়ে ছুটছে, ঝোপঝাড় পাথর অতিক্রম করে চলেছে।

গুলীর শব্দ উঠছে। যেন পাহাড়ের পাথর ধসে-খসে পড়ছে।

গ্লেব তার শাবল ফেলে দিয়ে লাফিয়ে নিচে নেমে এল।

সাভচুক, গ্রোমাদা, ডাশা! যাও, ওদের নিজের জায়গায় গিয়ে দাঁড়াতে বল!

সাভচুক, গ্রোমাদা আর ডাশার সঙ্গে সঙ্গে ওরা ফিরে চললো।

ধর, হাতিয়ার ধর! লোহার কলাই এবার বুনে দাও কমরেড। গুলী চালাও!

উপরে ইলেকট্রিক মিস্ত্রীরা নিঃশব্দে কাজ করছে। শুধু তাদের চোখে ক্ষনে ক্ষনে ঝলসে উঠছে ভীতির ছায়া।

রাইফেল আর কার্ত্তুজ বার করে আনছে, ঘামে সার্ট ভেজা, এদিক ওদিক ছুটছে মজুরেরা। পলিয়া এবার গ্লেবের কাছে এল।

কি জন্যে এলে কমরেড? এখানে তো আসা উচিত হয় নি, গ্লেব বললে।

কেন আসব না? তুমি আসতে পার, আর আমি পারি না?

আমার এসব জানা আছে, তুমি তো আনাড়ি।

পলিয়া হি হি করে হেসে উঠলো।

লাল ফৌজ ছুটছে এধারে ওধারে। শুয়ে পড়ে গুলী চালাচ্ছে সমুদ্রের ওপারে, পাহাড়ের আড়ালে, সাইরেন বেজে উঠছে।

গ্লেব, শোনো, শোনো, বুলেটের শব্দ শোনো। বহুদিন তো শুনিনি।

গ্লেব রাইফেল নিয়ে তৈরী। পলিয়া তার কাছে এসে দাঁড়ালো, তারও হাতে রাইফেল। ওর যেন দেহ নেই, শুধু আছে দুটি বিশাল চোখ। দীর্ঘ চুল রোদে আগুনের শিখার মতোই প্রদীপ্ত।

গ্লেব আর এখন মজুর নয়, সে লাল ফৌজের মানুষ—সেনাধ্যক্ষ, তাকে যেমন হাতিয়ার চালাতে হবে, তেমনি অপরকে দিতে হবে নির্দেশ।

কমরেড, শুনছ। ওরা কাছে এল, ওরা ঐ দড়ির পথ ধ্বংস করে দেবে।

গ্লেব চুপচাপ, খাড়াই বেয়ে সে উঠছে, এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। পলিয়া মেখোভাও তার সাথী। স্কার্ট সে হাঁটুর উপর তুলে এগুচ্ছে।

গ্লেব বললে, দেখ, দেখ! আমাদের ওরা ডাকাত বেটাদের কেমন ঘিরে ফেলেছে। ওদের আমরা আজ নির্মূল করবো। আগেই তো এদের সাবড়ে দেওয়া উচিত ছিল। গর্ত্তে ঢুকে বসেছিল ইঁদুর, ওদের গর্ত্তেই খুঁচিয়ে মারা উচিত ছিল। যাহোক, এবার কাজটা শেষ হয়ে যাবে।

পলিয়ার মুখখানা যেন চক্ষুময়।

ওরা খাড়াই বেয়ে চূড়ায় উঠে এল। এখান থেকে স্পষ্ট দেখা যায় পাহাড়ের ঢালের ধস আর ঝোপঝাড়। আর দূরে দিগন্তে পর্বত মালার তুষারাবৃত চূড়া।

ওরা শুয়ে পড়লো মাটিতে। বন্দুক রাখার তেপায়াটা রেখেছে সামনে।

মেখোভা বললে, গ্লেব, কিছুই তো দেখতে পাচ্ছি না, ওরা কোথায়?

মেখোভা এগিয়ে গেল তেপায়ার কাছে।

হঠাৎ কি যেন এক তীক্ষ্ণ ঝঙ্কার উঠলো।

গ্লেব মেখোভার ঘাঘরা ধরে জোরে টেনে এনে শুইয়ে দিলে। ঘাঘরা ছিঁড়ে গেছে।

পলিয়া হেসে উঠলো।

ছিঃ গ্লেব, তুমি যেন একটা ভালুক। দিলে তো আমার ঘাঘরাটা ছিঁড়ে!

চুপ করে বসে থাক। ওরা যদি তোমাকে দেখে, এখুনি গুলী করে মারবে। আর যা-ই হোক, মরা মানুষের সঙ্গ আমি সইতে পারিনে।

রক্তাক্ত চোখ মেলে তাকালো গ্লেব, তারপর এগিয়ে গেল তেপায়াটার দিকে।

গ্লেব শুয়ে পড়ে চারদিক দেখতে লাগলো।

একটা কশাক রাইফেল বাগিয়ে চুপিসারে উঠে আসছে। পাথরের আড়ালে সে মাঝে মাঝে বসে পড়ছে। তাকে আর দেখা যাচ্ছে না।

মেখোভা চুপি চুপি বললে, গ্লেব, আর চুপ করে বসে থাকতে পারছিনা। হাত আমার নিস্‌পিস্‌ করছে।

মেখোভার হাত কাঁপছে।

চুপ! অমন কাজও কোরো না। চুপটি করে শুয়ে থাক! না হলে আমি তোমাকে আছড়ে মেরে ফেলব।

পলিয়া হাসলো।

গ্লেব পাথরের উপর দিয়ে বুকে হেঁটে এগিয়ে চললো। ঝোপঝাড়ের আড়ালে আড়ালে চলেছে। এবার সে ছুটতে আরম্ভ করলো। নিঃশব্দে চলেছে, ধুসর উর্দি তার ঝোপঝাড় পাথরের সঙ্গে মিশে গেছে।

কশাকটা হঠাৎ বসে পড়লো, মাথাটা তুলে রাইফেল বাগিয়ে ধরলো। এবার কোথায় সরে গেছে, দেখা যাচ্ছে না।

পলিয়ার বুক দুরু দুরু কাঁপছে। না—গুলীর শব্দ উঠছে কোথাও? পাহাড় কি কাঁপছে—না, এ তারই মনের গভীরে তুমুল তোলপাড়!

কশাকটা কি পালালো—না লুকোলো? ওকি গ্লেবকে খুন করবে?

পলিয়া মেখোভার দাঁতে দাঁত লেগে গেছে। শুধু একমাত্র উপায়, যদি কেউ উঠে চেঁচায়, গুলী করে। কিন্তু কে করবে!

গুলীর শব্দ নেই, শুধু এক ঝলক গরম হাওয়া দিয়ে গেল। পাথর কোথায় ধসে পড়ছে। আর একটা বুনো জন্তুর চীৎকার। গ্লেব নয়, গ্লেব তো ওভাবে চীৎকার করতে জানে না। পশু! বুনো জন্তুটা গোঙাচ্ছে, তার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। আর খসে পড়ছে পাথর, কাঁচ ভাঙার মতো শব্দ উঠছে।

পলিয়া রাইফেল হাতে ছুটলো গ্লেবের সন্ধানে। গ্লেব কোনো পায়ের চিহ্ন রেখে যায়নি। কিন্তু তার অনুসৃত পথ সে চেনে। চারদিকে পাথর গুঁড়িয়ে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে, ধুলো উড়ছে—যেন ধুলোর ঝড়। পাথরের কুচি এসে লাগছে মুখে—গাল পুড়ে গেল, পুড়ে গেল ভ্রূ।

পাশে ঝোপের ভিতরে লেগেছে গ্লেব আর কশাকে লড়াই। ওরা যেন দুই

নেকড়ে ধস্তাধস্তি করছে। হঠাৎ একটা রাইফেল পলিয়া মেখোভার পায়ের কাছে এসে পড়লো। গ্লেব কশাকটার হাত থেকে রাইফেল ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করছিল। তার মাংসপেশীতে জাগছে টংকার, মুখে তার অশ্রাব্য বুলি। ওদের পিছনে গুলী এসে বিঁধছে পাথরে।

মেখোভা তার বন্দুকের কুঁদোটা তুললো। এদিকে গ্লেব ডান হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরেছে কশাকটাকে, ওর রাইফেল ধরা হাতের কব্জিখানা চেপে ধরেছে। যেন ভেঙে ফেলবে কব্জি, মুইয়ে দেবে।

কশাকটা ব্যথা আর রাগে দাঁতে দাঁত ঘসছে, চেঁচাচ্ছে। গ্লেব আঁকড়ে ধরে আছে তার গলা। পলিয়ার মনে হোল, হঠাৎ যদি পা পিছলে যায়, ওরা ঢাল বেয়ে খাদে গড়িয়ে পড়বে। তাই সে পাগলের মতো ছুটে এল ওদের কাছে, কশাকটার পিঠের উপর কষে মারলে ঘা। কশাকটা গোঙিয়ে উঠলো।

না, না, আর মেরো না! আমি হার মানছি।

গ্লেব গলা ছেড়ে দিয়ে কশাকের হাত দুটো এবার চেপে ধরলো। কশাকটা তাকিয়ে আছে। চোখে ভয়, ঘৃণা। নাক মুখ দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে।

আমাকে ছেড়ে দাও, সে আবার বলে উঠলো! বাবাঃ জান গেছে!

গ্লেবের কাঁধে হাত দিয়ে পলিয়া বললে, গ্লেব, চলে এস! দেখছ না, আমরা ওদের লক্ষ্য।

গ্লেব কশাকটার হাত ছেড়ে দিলে। তার হাত চলে গেল কোমরে ঝুলানো খাপে। রিভলবার সেখানে নেই।

কশাক ক্লান্ত, কি যেন বিড়বিড় করছে। হঠাৎ সে ছুটলে খাড়াইয়ের ধারে। চেঁচিয়ে উঠলো:

ওরে কুত্তার দল! তোরা ভেবেছিস কশাকদের হারাবি! এবার ধরতো দেখি!

হঠাৎ সে খাড়াই থেকে লাফিয়ে পড়লো। গ্লেব ছুটে গেল খাড়াইয়ের ধারে।

কশাকের দেহটা ডিগবাজি খেয়ে খেয়ে পড়ছে। পাথরে পাথরে ঠুকে যাচ্ছে—এবার নিচে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লো।

পলিয়া তাকে খাড়াইয়ের ধার থেকে টেনে নিয়ে এল।

গুলীর শব্দ, ধূলো উড়ছে, পাথর খসছে।

সে একটা বড় পাথরের আড়ালে ছুটে গেল। পলিয়া আস্তে আস্তে এগুচ্ছে।

গ্লেব রেগে ঘুঁসি উচিয়ে আবার ছুটে এল।

কি করছ! জলদি ছুটে এস! নইলে ঘুঁষিয়ে মুখ থেঁতো করে দেব।

পলিয়া তাকালো তার দিকে। তাকে বুঝি সে দেখছে না—সে যেন অন্ধ হয়ে গেছে; আবার ফিরে তাকিয়ে ওর হাতে বন্দুকের কুঁদোটা দিয়ে আলতো-ভাবে খোঁচা দিয়ে বললে,

হাত নামাও! হাতিয়ারগুলো পড়ে আছে ওগুলো তুলে নাও।

সে আবার চূড়ার উপরের তেপয়াটার দিকে চললো।

সবাই ছুটছে, হুমড়ি খেয়ে পড়ছে, গুলী চালাচ্ছে, গড়িয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে। গুলীর শব্দ, ধোঁয়া, আগুন, চীৎকার! পলিয়া শুয়ে পড়ে গুলী চালিয়ে যাচ্ছে। রাইফেলটা তেঁতে উঠছে, কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই।

সে যেন টের পাচ্ছে, গ্লেব ঢাল বেয়ে তার পাশ দিয়ে চলে গেল। তার হুকুম বাজছে পাহাড়ের পাথরে পাথরে।

পাওয়ার হাউসে চাকা চলছে, গুনগুনানি উঠছে; কালো পাখার মতো ধাতব যন্ত্রগুলি ঘুরছে, পাক খাচ্ছে। ইসপাতের তারগুলি মাকড়সার জালের মতো একবার ছড়িয়ে পড়ছে, আর একবার গুটিয়ে আসছে। ইঞ্জিনিয়ার ক্লিষ্ট থেকে শুরু করে সবাই তারিফ করছেন। তারা শুনছেন যন্ত্রের সঙ্গীত।

মানুষ আসছে, যাচ্ছে, অগনন মানুষের ভিড় আর আসছে তারের উপর দিয়ে কাছিমের মতো কি যেন একটা।

সবাই চেঁচিয়ে উঠছে : বাঃ বাঃ বাঃ !

এ যেন ঘন জনতার উল্লাসের ধ্বনি নয়, যেন গর্জে উঠছে ঝড়। পাহাড়ের ক্রেটারের ভিতরে গুমরে মরছে ঝড়।

নেমে আসছে সজাগ পাখীর মতো তারা। গ্লেব, মেখোভা, আরো অনেকেই আছে। ঘাম আর ধূলো কাপড় চোপড়ে। হাসতে হাসতে ওরা গ্লেবকে কাঁধে চড়িয়ে নিয়েছে।

আর একদল মৃতদেহগুলির চারদিকে ঘিরে আছে। তাদের মুখ কঠিন, কঠোর। মিচকাকে চেনা যায় না—তার মুখ নয়—যেন এক রক্তাক্ত ক্ষত। ও না বাজাত বেহালা—কিন্তু বেহালা ছেড়ে আজ এসেছিল রাইফেল নিয়ে ছুটে। —মরলো, মরলো !

আহতদের ব্যাণ্ডেজ বাঁধছে নারী-সংঘের মেয়েরা।

স্বর উঠছে :

কমরেড, ঘাম হচ্ছে। ভয় নেই। ওরা তো ওদের কবর খুঁড়ছে, আমাদের কবর খোঁড়বার ওদের সাধ্য কি ?

আমরা ওদের চুরমার করে দেব না !

সবাইকে দেব চুরমার করে। কিন্তু মেয়েগুলো কি করছে। একবার এলে তো পারে !

আরো আসছে মানুষ, পিল পিল করে আসছে মানুষ।

মেখোভা ভিড়ের ভিতরে চেঁচাচ্ছে, কমরেড, কমরেড।

ওর মুখতো শুধু চোখময়।

ইঞ্জিনিয়ার ক্লিষ্ট এসে দাঁড়ালেন গ্লেবের পাশে। মুখখানা গম্ভীর। তিনি গ্লেবের হাত ধরে একটু চাপ দিলেন।

ডাশা গ্লেবের পাশ দিয়ে যেতে যেতে তার কাঁধে হাত রাখলো। সজল চোখের দৃষ্টি যেন তাতে ফুটে আছে। নতুন আনন্দ—ঘন আনন্দ।

গ্লেব !

খুদে ডাশা আমার !

ডাশা মিলিয়ে গেল স্রোতে। তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল ভিড়।

এবার এল এই বিরাট প্রচেষ্টার সার্থকতা। যন্ত্রের চাকা নড়ে উঠলো, ঘুরতে লাগলো তাণ্ডব নৃত্যে। কারখানার সামনের আলো জ্বলে উঠলো রাতে। ওরা যেন কারখানার চোখ। তড়িৎ-চাঁদ উঠলো। মজুরদের ঘরে ঘরে স্বচ্ছ বাল্‌বে বাল্‌বে জ্বলে উঠলো আলো। সূক্ষ্ম তারের ভিতরে আলোর লাল দ্যুতি দেখা দিল। কারখানা—এই কারখানা! কারখানা গড়ে উঠবে, তার হৃৎ-স্পন্দন শোনা যাচ্ছে, তার গোপন শক্তি নিয়ে এতদিন সে অন্তরালে লুকিয়ে ছিল, গহ্বরে লুকিয়েছিল—গরাদের ভিতর দিয়ে তাকিয়ে ছিল প্রতীক্ষমানা নারীর মতো, বুকে জেগেছে কামনা। আজ জনতা জাগিয়েছে তাকে তার পৌরুষ স্পর্শে—জাগিয়েছে যন্ত্রবিদের দল। দড়ির পথ ধাতব স্বরে ডাকছে। এবার ধোঁয়ার কালো কুণ্ডলী উঠবে চিমনি থেকে, কচ্ছপের মতো ট্রাকগুলো ডকে গিয়ে নামবে, আবার উঠে আসবে উচ্চতায়—কোয়েরীর পাথর আর খড়ি তারা গ্রাস করবে। ভেড়ার পাল........পাইপ লাইটার........হাতিয়ারের ঘসঘসানি.......না, না, সে সব এখন বিদায় নিয়েছে.......এখন আছে যন্ত্র—বিরাট যন্ত্রের সার।

লুকাভা মেসিনের কাছে দাঁড়িয়েছিল, কাকে যেন সে ডাকছে।

কোথায় যেন লোহার ঝন্‌ ঝন্‌ শব্দ উঠছে। চাকা ঘুরতে ঘুরতে থেমে গেল।

গ্লেব ছুটলো ইঞ্জিন ঘরের দিকে। একটা ধূলোমাখা ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে। একটা ভাঙাচোরা ট্রাক। গ্লেব ছুটে গিয়ে বললো, ঐ ট্রাকটা নিয়ে চল! কমরেডরা দেখুক, আমরা ওকে কি সম্মান দেখাই। সবাই মিলে ট্রাকটা ধরাধরি করে বাইরে নিয়ে এল।

গ্লেব এবার বললে, ওকে নামিয়ে দাও গহ্বরে। ও সমাধিতে গিয়ে ঘুমিয়ে থাকুক, সংগ্রামী শ্রমিক শান্তি পাক।

গ্লেব একটু থেমে বললে, আর একটা কথা কমরেডগণ, আমাদের সম্মেলিত শক্তি নিয়ে আমরা কাজ করছি। এ কাজে হয়েছে জয়লাভ, কারখানা আবার চলছে। আমরা আগুন আর যন্ত্রের ভিতর দিয়ে নিজেদের সত্তার পরিচয় দেব তুনিয়ার মানুষকে.......এই তো আমাদের সংগ্রাম। সারা পৃথিবী হবে আমাদের সর্বহারাদের। দাও, দাও, ওকে নামিয়ে দাও কবরে!

ট্রাকটাকে ওরা ঠেলে দিলে। সবাই হাত তুলে গাইছে গান। পাহাড় যেন ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল চীৎকারে। এলো ঝড়ের গর্জন। আর ট্রাক নেমে চলেছে। পাখী যেমন ঝড়ের দোলায় দোলে, তেমনি তুলে উঠছে, নেমে চলেছে।

নয়

আত্মার স্বর

কারখানার ভোজনাগার থেকে বেরিয়ে ডাশা আর গ্লেব এসে দাঁড়ালো সদর সড়কে। আবার মোড় ঘুরলো। এবার মেঠো পথ। ঝোপঝাড় আছে, আঙুর আর আইভি লতা আছে এ পথে। একটা ছোট্ট বন সামনে। এলম্ আর ওক গাছ সেখানে। উদ্দাম তারুণ্য নিয়ে তারা দাঁড়িয়ে আছে, কোথায় যেন বইছে ঝরণা। এখানেই পলিয়ার সঙ্গে তাদের দেখা হয়ে গেল।

ওগো কমরেডরা আমি তোমাদের সঙ্গে তোমাদের আস্তানা অবধি যাব। একটু জিরিয়ে নেব।

ডাশা আর গ্লেব পরস্পরের দিকে এক মুহূর্তের জন্য তাকালো। চোখে কিসের যেন ঝলক। প্রশ্ন কি? না অবাক হয়ে গেছে? না—এ বিরক্তি? ওরা কথায় কিছুই প্রকাশ করলে না।

ডাশা পলিয়ার হাত ধরলো,

কমরেড, মেখোভা, তুমি কখনো আমাদের বাড়ি যাওনি। আমরা কাজের সময় এক সঙ্গে থাকি, কিন্তু বাড়িতে সবাই কি ভাবে থাকি তাতো জানি না।

পলিয়ার চুল কাঁটা ঝোপে জড়িয়ে গেছলো সে ছাড়িয়ে নিলে। সে হাসলো কথা বললে না। এবার একটা ডাল ভেঙ্গে গন্ধ শুকলে।

কি চমৎকার! বনে বহুদিন আসিনি। এখানে শিশির আর ভিজে মাটির গন্ধ কেমন যেন তেতো আর মিষ্টি। ঐ তো গাছে ঝুড়ি। উঃ কতদিন যে আসিনি! যেন ছেলেবেলায় এসেছিলাম বলেই মনে হচ্ছে। এখানে এসে কি মনে হয় জান ডাশা? মনে হয় নিজেদের ভাবনা যেন ভাবি না, অন্যে আমাদের নিয়ে কি ভাবে তাই-ই ভাবি।........তাই একটু বা মনটা মুষড়ে পড়ে। কিন্তু যখন পাহাড়ের চূড়ায় কাজ করছিলাম, তখন তো ছিল না বিমর্ষতা। কিন্তু এখানে এই খুদে ওকের সারের মধ্যে, এই বসন্তের গন্ধের সমারোহে যেন চঞ্চল হয়ে উঠছি। যেন আনন্দ আর বিষাদ মিশে গেছে। ডাশা, তোমার স্বামীর হাতখানা যদি একটু ধরি; তোমার কি আপত্তি হবে? ওতো দুজনের ভার বইতেই পারবে। আমরা তো দুর্বল মেয়ে মানুষ।

ছেলেমানুষের মতো বক্ বক্ করে চলেছে।....এবার গিয়ে গ্লেবের হাত ধরলো। ডাশার দিকে তাকিয়ে আছে।

ডাশা, ঈর্ষে হচ্ছে না নিশ্চয়ই?

ডাশাও হাসলো।

কমরেড মেখোভা. তোমার ঝুঁটি ধরবো তাই বুঝি তুমি চাও? এই ভালুকটিকে যদি তোমার পছন্দ হয়, নিয়ে যাও। তবে একটা কথা, ওর ওজনের বহরটা সম্বন্ধে সাবধান।

জানি, ওর শক্তি আমি জানি! ও যে কশাকদের সঙ্গে যুদ্ধ করে এল। তাতেই তো পরিচয় পেয়েছি।

গ্লেব অনুভব করলো নরম হাতের স্পর্শ। পলিয়া হাতখানা নিয়ে রাখলে

নিজের পূর্ণ বুকের উপর। একদিকে ডাশা, আর একদিকে কোঁকড়া চুল মেয়ে পলিয়া। ডাশা ভাল, কিন্তু সে দুর্জ্ঞেয়, তাকে জিনে নেওয়া যায় না। কিন্তু পলিয়া দুর্বল। ওর দেহে কামনার লেলিহ বহ্নিশিখা, আবেশ আছে, আছে উচ্ছ্বাস। দুজনের কাঁধের উপর সে হাত রাখলো।

দু'কোলে দুজনকে নিয়ে আমি বাড়ি যাব।

ডাশা বলে উঠলো, অতো বড়াই ভাল নয় সৈনিক!

এস তো, পরখ করে দেখি। তোমরা এখন বীরাঙ্গনা হয়েছ বলে কি ভাব মেয়েলি দেহটাও হারিয়ে ফেলেছ? এস, এস! বোসো!

পলিয়া হেসে উঠলো, বেশতো ডাশা, এস সেপাইকে একটু নাজেহাল করে দিই!

আরে এস না, একবার পরখ করে দেখ। দু'হাত সে বাড়িয়ে দিয়ে দুটি মেয়েকে তুলে নিয়ে এল। ওরা হাসছে, চেঁচাচ্ছে, গলা জড়িয়ে ধরেছে ওর। গ্লেবের পা কাঁপছে, রক্ত উষ্ণ, সে একটুও না থেমে ওদের নিয়ে চললো। যেন ওরা ইস্কুলের ছেলেমেয়ে!

ডাশা প্রথমে লাফিয়ে নেমে পড়লো! হাসিতে ফেটে পড়ছে মেয়ে। পলিয়া নামলো আস্তে আস্তে, ওর সুগোল স্তনের ছোঁয়া লাগছে গ্লেবের বুকে!

দেখলে তো! শুধু যে বড়াই করি তা ভেবনা!

দুইই নারী। দুজনেরই পরিপূর্ণ স্তনযুগল। কিন্তু ডাশা তো আলাদা—তার নিজের ডাশা। আর পলিয়া অপরিচিতা।

সূর্য ডুবছে পাহাড়ের আড়ালে। উপরে ঘননীল আকাশ—কোথাও বা সোনার দাগ ধরে আছে। পাহাড় এখন কাছে। দড়ির পথ ঝুলে আছে—তাকে যুক্ত করছে।

সন্ধ্যার বেগুনি ছায়া নেমে এল। এমন ম্লান—মনে হয় যেন ছাই মেখে আছে, তবু এখনো আছে নিবরন্ত সূর্যের আলো। গ্লেব দুচোখ ভরে দেখতে দেখতে চললো শোভা।

তার দুপাশে দুই নারী। দুইটিই তার প্রিয়। তারা যেন দুই ধারায় এসে

মিলেছে তার বুকে। মোহনায় বইয়ে দিয়েছে উষ্ণ ধারা। কোন্ ধারাটা নেমে যাবে? না ওরা মিলে-মিশেই থাকবে—ওকে ভুপথে টানবে?

আজ যা হোল, এতো ভোলা যাবে না।

পলিয়ার চোখের ভাষায় পড়ছে গ্রেব একথারই টীকা। সে বুঝতে পারছে, পর্বতের ঐ চূড়ায়, গুলীবর্ষনের ভিতরে এক নতুন সম্বন্ধ গড়ে উঠেছে তার আর পলিয়ার মধ্যে। ওদের কারো ইচ্ছে ছিল না এ সম্বন্ধ গড়বার—তবু গড়ে উঠেছে।

গ্রেব না শোনার ভাণ করলে, ডাশা চলেছে সামনে। মাঝে মাঝে গাছের পাতা ছিঁড়ে নিচ্ছে, ডাল ভাঙছে।

আহা, কি হাওয়া! যেন মধু, শীগ্গীরই তো বন সেজে উঠবে পাতায়, ফলে ফুলে।

ডাশা কেন এগিয়ে গেল। একি ইচ্ছে করেই গেল? ও কি টের পেয়েছে এই সম্বন্ধের? হয়তো বা গোধূলির এই ম্লান আলোয় সে একা স্নান করতে চায়, বসন্তের নেশায় চায় মাতাল হতে।

ডাশা, ঠিকই বলেছ! কাজের সময় আমরা থাকি একসঙ্গে, কিন্তু মানুষ হিসেবে আমরা তো আলাদা, কেউ কাউকে চিনিনা। এই তো আমাদের চরিত্রের এক জটিলতা। আমরা শুধু আন্দোলনেই এক। কিন্তু যদি মানুষ হিসেবে আমরা পরস্পরকে ছুঁতে যাই, আমরা ভয় পাই, নিজের অনুভূতিই তো আমাদের শত্রু। আমরা নিজেদের তালাচাবি এঁটে রাখছি। দিনে অনুভূতি তালাচাবি বন্ধ করে রাখি, রাতে নিজের ঘরে গিয়ে খুলি সেই তালা।

কমরেড মেখোভা, এ তোমার নিছক ভাবপ্রবনতা।

হাঁ, আমরা এখন ওসবের ধার ধারিনা বটে।

এখন শুধু কাজ।

অনেকেই একথা বলে, কিন্তু কি তারা সহ্য করছে তা কি জানো?

ডাশা আগে আগেই চলেছে, ডাল ভাঙছে, শব্দ উঠছে।

ওরা এবার পথে এসে পড়লো। সূর্য এখনো রক্তবর্ণ, পাহাড়ের কালো দাঁতে সূর্যকে এখনো কামড়ে কামড়ে খাচ্ছে। পাহাড়ের নিচে শহর। জেটি থেকে পাহাড়ের ঢাল অবধি পথ চলে গেছে, সে পথ কখনো বা গিয়ে মিশেছে অধিত্যকায়। সমুদ্র ফেনময়। ঝিনুকের মতো সাদা ফেনা উঠছে। কারখানার মিনার নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে—দেখে মনে হয় যেন মিনার নয়, বরফের পাহাড়।

কমরেড, ক'দিন ধরেই ভাবছি। এই নতুন অর্থনীতিক পরিকল্পনা কি ভাল ?

ও নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ কেন মেখোভা ? চল, বাড়ি চল।

পলিয়া ডাশার দিকে তাকালো একবার, তারপর আপন মনে চলতে লাগলো।

গ্লেব হতবুদ্ধি। ডাশা তার কাছে এসে বললে, দেখছনা কোথায় যেন ওর একটা মনের তার ছিঁড়ে গেছে। তুমি তো ওর সঙ্গে বেশ জমিয়ে বসেছ গ্লেব ?

ডাশা, গ্লেব ডাকলো, চল, কোথাও গিয়ে একটু বসি।

ডাশা রাজি হয়ে গেল। ওরা চলতে চলতে এল একটা কংক্রিট-বাঁধানো জায়গায়। বসে পড়লো ওরা।

ডাশা বললে, কমরেড মেখোভাকে লক্ষ্য করনি গ্লেব ? ওর যেন কি হয়েছে, ওতো তোমাকে আঁকড়ে ধরে ছিল।

গ্লেব শুয়ে পড়েছে। সে ভাবছে, ওর কথার মানে কি ? এ কি ঈর্ষা ?

সে বললে, ডাশা, তুমি যে গভীর জলে জাল ফেলছ ? কি তুমি তুলে আনবে কে জানে ?

ডাশা মুখ তুলে বললে, যা সত্য তাই-ই বলছি। তোমার যা খুশী করতে পার ! তুমি তো স্বাধীন।

কি বাজে বকছ ?

দেখ গ্লেব, তুমি চতুর নও। কিন্তু মেয়ের ব্যাপারে আমি তোমাকে কখনো

কোন কথা বোলিনি। আমারও যদি কোনো পুরুষকে পছন্দ হয়, তোমার মত নিতে আমি যাব না।

গ্লেব আঘাত পেল। ডাশা তো মোহময়ী—সে যেন বদলে গেছে, পরিবেশ তাকে বদলে দিয়েছে। গ্লেব নিজেও তো বদলে গেছে। কালকের ঘটনার পরে মন তো বদলে গেছে। সে ডাশাকে দেখছে নতুন চোখে।

আর সেই রাতের স্মৃতি। ডাশাকে টেনে আনতে হয়নি, সে স্বেচ্ছায় এসে ধরা দিয়েছিল শয্যায়।

চারদিকে গভীর প্রশান্তি। পাহাড় থেকে আঁধার নেমে এল। পাহাড় এখন আর চূড়াময় নয়—চূড়া মুছে গেছে, মুছে গেছে চড়াই আর উতরাই। পাহাড় এখন অন্ধকারের বন্যায় সমতল। সমুদ্রও এখন আর সমুদ্র নয়—এক নীল গহ্বর। তারা বসে দেখছে আঁধারের রূপ।

গ্লেবের মাথাটা, ডাশার হাটুর উপরে। গ্লেব শুয়ে আছে, দেখছে আকাশ আর অন্ধকার। ব্যথায় বুক ফুলে উঠলো। এই তো ডাশা, তার স্ত্রী! সে স্বাধীন—বিবাহের বন্ধন আছে, সংস্কার নেই। তাইতো ও রহস্যে ঘেরা।

গ্লেব আস্তে আস্তে বললে, বল, বল ডাশা, তোমার সে রহস্য যা সবাই জানে, আমি জানিনা।

হঠাৎ বিদ্যুৎ চমক্ দিয়ে গেল আকাশের মেঘ ছিঁড়ে খুঁড়ে।

আমি শুয়ে থাকি, তুমি আস্তে আস্তে বল। আর তো ভয় নেই। আমি রূপকথার মতোই তোমার কাহিনী শুনে যাব। দুঃখ পেলে পাব, কিন্তু মুখ ফুটে বলব না।

ডাশা বলতে লাগলো তার কাহিনী।

গ্লেব চলে গেল সেই রাতে। রক্তাক্ত, আহত গ্লেব।

ডাশা বুঝলো, গ্লেব আর ফিরে আসবে না। তার কাছ থেকে সে নিজেকে

বিচ্ছিন্ন করে নিলে। তাই উঠোনে নেমে এসে সে বিদায় দিলে না, শুধু ঘরের অন্ধকারে তাঁকে বিদায় দিলে। নিঃশব্দে সে কাঁদছিল। ছেড়ে দেওয়া কি সহজ? সে যে প্রিয়তম।

ডাশার আত্মা যে তারও আত্মা। কিন্তু গ্লেবকে যেতেই হবে। রাতের অন্ধকারে সে মিলিয়ে গেল। ডাশা শুয়ে রইল নার্কাকে নিয়ে।

এবার উঠলো চীৎকার, গুলীর শব্দ। কয়েকজন পুলিশ এসে তার বাড়ী ঢুকলো।

সবাই তাকে ঘিরে ধরে জিজ্ঞেস করলে,

তোমার স্বামী কোথায়?

ও কুঁকড়ে গেল। নার্কা উঠলো কেঁদে।

তোমার স্বামী কোথায় বল? আমরা জানি, সে এখানেই ছিল। বোকার মতো তাকিয়ে থেক না!

জানি না! তোমরাইত জান। তোমরাই তো ওকে ধরে নিয়ে গেলে, কি করেছ তোমরাই জান?

সে কাঁদলো না।

একটা ছোকরা পুলিস অফিসার ওর কাছে এসে বললে,

মিছে কথা বল না! তুমি জান।

সে হঠাৎ টেবিল চাপড়ে দিল।

এখুনি তোমাকে গ্রেফ্তার করে নিয়ে গিয়ে গুলী করে মারব। বল্ মাগী, বল!

হিংস্র হয়ে উঠলো ছোকরা, হঠাৎ সে উঠে পড়ে হুকুম দিলে

বাড়ি তন্ন তন্ন করে তল্লাস কর!

দুজন পুলিস পাহারা দিয়ে ওকে বসিয়ে রাখলো। তারপর চললো তল্লাসী। কোনা-কানাচ কিছুই বাদ পড়লো না। এদিকে ঠায় বসে রইল ডাশা। কে কি বললে, তার মনে নেই।

বল্, কোথায় তোর স্বামী? অস্বীকার করে কোনো লাভ নেই। আর জবাব দেওয়া না পর্যন্ত আমরা তোকে ছাড়ব না।

তারপর শেষ রাতে ওরা ওকে আর নার্কাকে নিয়ে এল এক বাড়িতে। একটা অন্ধকার ঘরে ওরা ওকে আর নার্কাকে বন্ধ করে রাখলো। দুপুরের দিকে বার করে এনে আবার জেরা শুরু হোল। বল্; তোর স্বামী কোথায়? অস্বীকার করলেই রেহাই পাবি না। যতক্ষণ না বলবি, আমরা তোকে রেহাই দেব না!

ডাশা আবার বললে, আমি জানি না। তোমরাই তো ওকে ধরে নিয়ে গেলে। তোমরা বোধহয় ওকে মেরে ফেলেছ।

আবার কে কুকুরের মতো খেঁকিয়ে উঠলো

কর্ণেল, দেখছেন না মাগীটা ভয়েই সারা, ওকে থাবড়ে দিন,

কর্ণেলের চোখ জ্বলে উঠলো, তিনি আবার চীৎকার করে উঠলেন,

এই কুত্তি, তুই জানিস না, তোকে তোর স্বামীর জন্যে আমরা গুলী করে মারব? বোকা সাজলে চলবে না?

মার—তাই মার!

এ যেন সে নয়, আর কে যেন বলছে!

তোমরাই জান সে কোথায়? তোমরা তাকে কি টুকরো টুকরো করে ফেলেছ? আমাকে আর নার্কাকেও অমনি করে ফেল—হাঁ, হাঁ, টুকরো টুকরো করে ফেল।

যখন জ্ঞান হোল সে দেখলে সদর সড়কে পড়ে আছে।

আবার একা। 'মর্তিয়া সাভচুকের সঙ্গে সই পাতিয়ে তার বাড়িতেই দিন কাটিয়ে দিতে লাগলো।

উজ্জ্বল দিন, তারাময়ী রাত। দরজার সিঁড়িতে বসে সে তারা দেখতো, শুনতো নদীর কলতান, গ্লেবের কথা মনে পড়তো। কোথায় সে? সে কি বেঁচে আছে? সে কি আবার অন্ধকার থেকে একদিন এসে দেখা দেবে?

সেদিন ছিল কুয়াশায় ঢাকা, ডাশা বসেছিল দরজার সিঁড়িতে। নার্কা

উঠোনে বিড়ালের বাচ্চা নিয়ে খেলছিল। ফড়িং ঘাসে ঘাসে নাচছিল, গাং চীল উড়ছিল আকাশে।

একজন সৈনিক পথ দিয়ে চলে যাচ্ছিল। সে এসে দাঁড়ালো বেড়ার ধারে। এতো এমন কিছু নয়। উপবাসী সৈন্য, মেয়ে দেখলে কাছে আসবেই। কিন্তু ও এসে চুপি চুপি বললে,

ডাশা, চমকে যেওনা। গ্লেবের খবর আছে। দেখ, ঐ যে কাগজখানা পড়ে গেল, ওখানা পড়ে দেখো রাতে আসব, ভয় পেওনা।

সৈ নক চলে গেল। ডাশা ছুটে যেতে চায় বেড়ার ধারে, কিন্তু ফিরে তাকাল সৈনিক। তার মুখে ভ্রূকুটি; ও না যাওয়া পর্যন্ত ডাশাকে অপেক্ষা করতে হবে। সে নার্কাকে কাছে ডেকে বললে,

নার্কা, শোনো বাছা। ঐ কাগজখানা ছুটে নিয়ে এস তো! যাও—তাড়াতাড়ি যাও। নার্কা কাগজখানা নিয়ে ছুটে এল।

এই যে মা-মণি!

মার কোলে শুয়ে পড়লো।

ডাশা পড়লো, বুক ফেটে যাচ্ছ, তবু পড়ছে। গ্লেবেরই হাতের লেখা।

ডাশা, আমি ভাল আছি। তুমি আর নার্কা সাবধানে থেকো। কাগজ-খানা পুড়িয়ে ফেলো। ঐ গুঁফো লোকটি তোমাকে সবকথাই বলবে।

গ্লেব—গ্লেব—তুমি যদি জীবনের মুখোমুখি দাঁড়াতে পার—কেন পারবেনা ডাশা?

রাতে এল গুঁফো মানুষটি। বন আর পাহাড়ের গন্ধ তার গায়ে। ডাশার মনে হোল, ওর গায়ে গ্লেবের গন্ধ উঠছে। অন্ধকার ঘরে জানালার ধারে ওর পাশে বসলো ডাশা। জানালা দিয়ে দেখা যায় রাতের আকাশ। তারা ভরা আকাশ। গুঁফো লোকটি ডাশার কানে কানে কথা বলতে লাগলো, তার এক-হাতে একটা রিভলভার।

ডাশা, তোমাকে আমাদের সাহায্য করতে হবে। গ্লেব লালফৌজে যোগ

দেবার জন্য গেছে। যদি যেতে পারে তো ওর বরাত ভাল। যদি ধরা পড়ে, তাহলে তো সব চুকে বুকে যাবে। কিন্তু তার কথা নয়।

ডাশা কাঁপতে কাঁপতে বললে, কমরেড, ও কি বাঁচবে?

ওর কথা থাক। এখন বলছি—তুমি হবে আমাদের সবুজ সংঘের বন্ধু। গ্লেবও তাই ছিল। তুমি এখানকার মেয়েদের নিয়ে দল গড়, কারখানা আর খাদ্য বিভাগে ঢুকে পড। আমরা সব ব্যবস্থা করে দেব।

কিন্তু আমার মেয়ের কি হবে?

তাকে কারো কাছে রেখে দাও। নার্কা তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না।

ডাশা তবু বললে, কমরেড, গ্লেব হয়তো এখন একা চলেছে মাঠের উপর দিয়ে। মৃত্যু তার শিয়রে। ওর যে পথ, আমারও সেই পথ।

এফিম হাসলো।

নিঃশব্দে সে চলে গেল, যেন রাতের ছায়া মিলিয়ে গেল রাতের আঁধারে।

নার্কাকে মতিয়ার কাছে সে রেখে কাজে লেগে গেল। রুটির কারখানায় রুটি বিলানো ছিল তার কাজ। কত অজানা মানুষ আসতো তার কাছে। একটুকরো কাগজের বদলে রুটি নিয়ে যেত।

মেয়েরা মাত্র ক'জন। ওরা এরই মধ্যে তাদের স্বামীদের ভুলে গেছে। অন্য পুরুষের সঙ্গে চলেছে কাজ্-কারবার। কেউ বা ইংরেজদের কাপড় কাচতে লেগে গেছে। তবু ওদেরই জড়ো করলে ডাশা, কাজ দিলে। পাহাড়ে যাবে, যাবে সহরে, বনে, খাবার আর পোষাক সরবরাহ করবে সবুজ সংঘের সাথীদের খবর আদান-প্রদান করবে।

ফিম্‌কা, ডোমাশা, লিজাবেথা এরা তার দলে। ফিম্‌কা লাজুক। কোনো পুরুষ তাকে চাইলে, সে স্বচ্ছন্দে তার হাতে নিজেকে সঁপে দেয়, কোনো মেয়ের তার রুটি ভাগ চাইলে তাও বিলিয়ে দেয়! ডোমাশা প্রতিশোধপরায়ণা। লিজাবেথা গম্ভীর। সে দুরধিগম্য। এদের নিয়েই ডাশার কাজ শুরু হোলো।

গুঁফো এফিম আসে ডাশার কাছে রাতে, রিভলভারের বাটটা তার হাঁটুর উপর ঠুকে বলে,

তোমরা মেয়ে, তোমাদের তাই সাবধান হতে হবে—চুপ করে থাকবে, মরবে তবু মুখ ফুটবে না। জিভ দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে ফেলবে। জিভের মতো কি সাংঘাতিক জিনিষ আছে !....যদি দেখ, জিভ চঞ্চল হয়ে উঠেছে, ছিঁড়ে ফেলো। আর চোখ দিয়েও কাউকে জানো একথা বলবে না। বুঝেছ ? জিভ দিয়ে পাহাড় নড়ানো যায় না, কিন্তু সব কিছু ধ্বংস করা যায়।

মেয়েদের প্রথম শিক্ষক হোল এফিম।

এক বছর এমনি করেই কেটে গেল। ডাশা তখন অভিজ্ঞতায় দৃঢ়, ইস্পাত-কঠিন। ধূর্ততা আর শক্তি দুই-ই সে পেয়েছে। কেমন করে শক্তি পেল সে জানে না। ও হোলো মেয়েদের নেত্রী।

প্রথম বছরের শেষে ডাশা আবার আঘাত পেল।

একদিন সকালে ডাশা রুটি বিতরণে লেগে গেছে। সামনে তার সারবন্দী প্রার্থীর ভিড়। কয়েকজন অফিসার হঠাৎ রাইফেল হাতে রুটির কারখানায় ঢুকে পড়লো। ভিড় ঠেলে তারা এগিয়ে এসে ওকে চেপে ধরলো, টেনে নিয়ে গেল। ভয় পেয়ে যে যার বাড়ি চলে গেল। একটা লরিতে চাপিয়ে ওরা তাকে নিয়ে গিয়ে তুললো এক বাড়িতে। এই সেই বাড়ি—নার্কা আর তাকে যেখানে বন্ধ করে রাখা হয়েছিল। সেই অন্ধকার ঘরে তাকে পুরে রাখা হোল। আর কত লোক সে ঘরে। সবাই তার অপরিচিত। নিজেদের দুর্দশায় তারা বিভোর।

কিন্তু ডাশা তো আগের মতো নেই। সে দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছে, আর তার জন্যে সে প্রস্তুত। সে বহুবার ভেবেছে, যদি বিপদ আসে, কি ভাবে সে বরণ করে নেবে ; হয়তো নির্যাতন চলবে, আসবে মৃত্যু। নার্কার উপর অত্যাচার করে ওরা হয়তো কথা বলাতে চাইবে। তখন কি হবে ? সে তো সইতে পারবে না।

সে চারদিকে তাকালো, হঠাৎ বিরাট গোঁফ ভেসে উঠলো। চোখে নেই সংকেত। সে বুঝলে, এখানে সবাই অচেনা ; চেনা এখানে নিষিদ্ধ। ফিমকা মাটিতে এলিয়ে আছে, তার পাশে তার ভাই পেত্রো। চুলে সে আলতো ভাবে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে, কানে কানে কি বলছে। পেত্রো যেন মাতালের মতো, এই শুঁড়িখানা থেকে উঠে এল।

এইখানেই সে প্রথম টের পেল মানুষের কি চরম দুর্দশা হতে পারে।

প্রথমে ওরা শুঁফো এফিমকে টেনে বার করলো, তারপর তাকে। একটা ঘরে তারা ডাশাকে নিয়ে গেল। এফিম তো সেখানে তখন ছিল না। সেই ছোকরা কর্ণেল ওকে দেখেই চিনলো।

তুমি আবার এসেছ! এবার আর ফেরৎ যাবে না। তারপর, সবুজদের কেমন খানাপিনা করালে? তুমি মিথ্যে কথা বলেছ কেন যে, তোমার স্বামী কোথায় জান না?

ডাশা কর্ণেলের দিকে তাকিয়ে বললে,

আমি কি করে জানব আমার স্বামী কোথায়? তোমরাই তাকে নিয়ে গেল, আবার উলটে আমাকেই জিজ্ঞেস করছ?

বেশ তো, আমরা খোঁজ করে দেখব। যাও, ওকে রসুইঘরে নিয়ে, আচ্ছা করে খাইয়ে দাও।

আবার একটা ছোট ঘরে ওরা তাকে নিয়ে গেল। একটা মাদুর বিছানো। তাতে রক্ত খানা দিয়ে আছে। শুকনো মাংসের গন্ধ। একটা ন্যাংটো মানুষ পড়ে আছে মেঝেয়। এদিক ওদিক গড়াচ্ছে, তার নিজের রক্তে মাখামাখি হয়ে যাচ্ছে। দুটো প্রকাণ্ড জোয়ান কশাক তাকে চাবুক মারছে। চাবুকের শাঁই শাঁই শব্দ! আর কে যেন ডাশাকে চেপে ধরে ওর কাঁধে ছ্যাঁকা দিয়ে দিলে, আগুনে পুড়ছে। না আগুন নয়—চাবুকের আঘাত। সে চেঁচিয়ে উঠলো।

এক! দুই! এবার কুড়ি! ওরই মতো তোকে ঐ মাদুরে পেড়ে ফেলব। এই কুড়ি, এই ন্যাংটো মানুষটাকে চিনতে পারিস?

ডাশার মাথা ঝিমঝিম করছে, আত্মার সমস্ত শক্তি জড়ো করে সে বললে,

কেন আমার উপর অত্যাচার করছ? আমি তো ওকে চিনি না।

ঐ লোকটাকে আর কয়েক ঘা কষাও।

এফিমের উপর আবার চাবুক পড়তে লাগলো। সে আবার গড়াচ্ছে। ডাশা বুঝলো ঐ দেহের সঙ্কোচনে বিখেপণে আছে কতখানি আত্মোৎসর্গ। এই জিনিসই তো চাই। চুপ করে থাকতে হবে, যদি মৃত্যু আসে তো আসুক: যদি নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যায় তো যাক।

ওরে সয়তানি, এবার বল! এই বদমাসটার সঙ্গে তোর কি আশ্নাই ছিল? তুই বললে আমরা ওকেও কিছু বলব না, তোকেও ছেড়ে দেব।

আমার সঙ্গে ওর কোনো সম্পর্ক আছে বলেতো জানি না। আমি আমার মেয়েকে নিয়ে এককোনে পড়ে থাকি, আমার সঙ্গে কারো কোনো সম্পর্ক নেই।

আবার আগুনের স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়ছে দেহে। সে চেঁচিয়ে উঠলো,

আমাকে মারছ কেন? আমি কি করেছি বল!

বল্! একটা কথা খসা, তোকে আমরা ছেড়ে দেব।

ডাশা শুনেই বুঝলো, ওরা জানেনা তার কাজের কথা। আগে গ্রেফতার করেছিল বলেই এবারও গ্রেফতার করে এনেছে। আর কোনো মেয়েকে আনে নি। না, ফিমকা তো আছে। ফিমকার কথা আলাদা। ওর ভাইয়ের জন্যেই ওকে এনেছে। ডাশা বুঝলো, আবার রক্তস্রোত চঞ্চল হয়ে উঠেছে ধমনীতে।

আমাকে মেরো না গো! আমি খেটে খাই, কারো সাতে-পাঁচে থাকি না।

ওকে আরও কয়েক ঘা কষাও। দেখি মুখ ফোটে কিনা!

এফিমের দেহ ধুলো আর রক্তে মাখামাখি, মৃত্যুর সংকোচন শুরু হয়েছে। জোয়ান কশাক দুটো ক্লান্ত। তবুও মারছে চাবুক। চাবুক লেগে রক্ত ছিটিয়ে পড়ছে, আর টুকরো টুকরো মাংস।

ফিম্‌কার ছোট ভাইয়ের দেহও রক্তাক্ত। ডাশার পাশেই পড়ে আছে।

সে একবার উঠে বসলো ; তার চোখে রাজ্যের ভীতি ; আবার ঢলে পড়লো মেঝেয়। কশাকরা ছুটলো চাবুক উঠিয়ে। পেত্রো এবার উঠে ছুটলো প্রাণপণে, অন্ধের মতো ছুটছে। কিন্তু কশাকরা তাকে ঘিরে ফেলেছে, মারছে চাবুক। পেত্রো লুটিয়ে পড়লো।

মৃতের চোখ তুলে ডাশা দেখলে সাথীদের এই নির্যাতন। মূক সে ; শুধু চোখে দেখছে রক্ত-সাগরের মতই রক্তধারা চঞ্চল। হাওয়ায় রক্ত, তার মগজে রক্ত, ঐ যে জানালার ধারে ধারে গরাদের ধূলোমাখা গর্ত—ওখানে অবধি ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ছে রক্ত।

চেতনা যখন ফিরে এলো, দেখলো পাশে কর্ণেল বসে বসে চুরুট টানছে।

কি রসুইঘর কেমন দেখলে ? এবার যা বলবার বলে ফেল ?

আমি তো কিছু জানি না—কিছু না।

ঐ ছুড়ি বা ছোঁড়াকে চেন না ?

ফিম্‌কা আর পেত্রোকে চিনি। ওদের তো ছেলেবেলা থেকে দেখছি।

দুজন অফিসার কর্ণেলের কানে কানে কি বললে। কর্ণেল ভ্রুকুটি করলে।

কর্ণেল আমাদের হাতে ওকে ছেড়ে দিন।

ওর মুখের উপর ওরা সর্বনাশা কথা বললে, চাবুকের থেকে নির্মম সে কথা।

না, না। তার চেয়ে আমি মরে যাব !

কর্ণেল হেসে বললো,

সত্যি কথা বললে আর ওসব হবে না। এস, আমাকে বল !

আমি কি বলবো, কিছুতো জানি না। আমার কাছে কি চাও তোমরা ? লজ্জা করে না ! তোমরা তো এখনো ছেলেমানুষ।

কর্ণেল চুপচাপ।

দুজন অফিসার তার দুহাত ধরে টেনে নিয়ে গেল পাশের কামরায়। মেঝেয় ফেলে দিয়ে ওর পোশাক খুলে নিয়ে ওর উপর বলাৎকার চালালে।

দুপুর রাত পর্যন্ত উলঙ্গ, অর্দ্ধ মৃত অবস্থায় সে পড়ে রইল। ফিম্‌কা হামাগুড়ি

।দয়ে এল ওর কাছে, তারপর ডাশার বুকের উপর কান পেতে রইল। তারপর আবার হামাগুড়ি মেরে চলে গেল। দুবার যেন ডাশা নার্কাকেও দেখেছিল। সে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। তারপরে আর কিছু মনে পড়ে নি।

মাঝরাতের পর হঠাৎ যেন লরির শব্দ সে শুনতে পেলো। কাঠের মেঝেয় সে পড়ে আছে তার পাশে ফিমকা, পেত্রো ও এফিম। তাদের ঘিরে আছে অফিসাররা। ওরা মরার মতো পড়ে আছে।

শুধু একটি স্মৃতি স্পষ্ট হয়ে আছে মনে। বহুবর্ণী নক্ষত্রের দল যেন কাছে চলে এসেছিল সেদিন।

ভয় তার মনে ঠাঁই পায় নি। মৃত্যুকে বরণ করতে সে জানতো। লরি থামবে, তাকে তারা ফেলে দেবে ছুঁড়ে, সমুদ্রে ফেলে দেবে। হাঁ সে জানতো, কিন্তু তখন তো তার হৃৎপিণ্ড যেন জমাট বেঁধে গেছে। ভয় তো সেখানে ছিল না! ছিল এক অসহ্য ঠাণ্ডা। এ যেন স্বপ্নের অনুভূতি। তার দাম দেয় না মানুষ, জানে এ অলীক ছবি মুছে যাবে। নার্কার কথাও সে তখন ভুলে গেছে; তার তখন বুঝি অস্তিত্বও নেই, হঠাৎ তার ছবি ঝিলিক মেরে চলে গেল। সে যেন খুদে হাত দুখানা বাড়িয়ে চীৎকার করে উঠছে। কেঁপে উঠল ডাশা, চাবুক খেয়ে অমনি সে কেঁপে উঠেছিল। আবার নার্কা গেল মিলিয়ে।

লরির মেঝেয় শুয়ে আছে সাথীরা। লাসের মতো গাড়ির ঝাঁকানীতে নড়ছে। এফিম, ফিমকা আর পেত্রো। ডাশার কিন্তু কারো জন্যেই দুঃখ নেই। তার বুকখানা যেন এক তাল বরফ। এ বরফ তো গলবে না, কখনো গলবে না।

গাড়ি থামলো, ডাশা যেন আর বেঁচে নেই। মনে হচ্ছে জীবনীশক্তি যেটুকু ছিল, গাড়ির ঝাঁকুনিতে তা ফুরিয়ে গেছে, তাকে ওরা টেনে হিঁচড়ে নামালো। সে দাঁড়িয়ে রইল, পাশে তার ফিম্‌কা। ডাশার পোষাক চেপে ধরে আছে, শিশুর মতো যেন তাকে আঁকড়ে ধরেছে। এফিম পড়ে আছে জমিতে, কিন্তু পেত্রো এখনো ছটফট করছে। ওর মুখখানা রক্তমাখা।

ডাশা (না ডাশার মনে হোল, সে তো নয়, আর কেউ) ফিসফিস করে ফিম্‌কাকে বললে,

চুপ, চুপ, চুপ। চুপ, চুপ, কানা হও, বোবা হও, চুপ কর।

হঠাৎ মনে হোল তার উপরে যেন চেপে পড়েছে ভিড়।

চারটে কসাক এসে ফিমকা আর পেত্রোকে রাইফেলের বাট দিয়ে গুঁতোচ্ছে। ওরা চলেছে ধীরপদে, নিঃশব্দে।

একটু দূরে গিয়ে ফিমকা হঠাৎ হাত ছড়িয়ে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো,

ডাশা, ডাশা, ওরা আমাকে কোথায় নিয়ে চলেছে।

ওরা গাল দিতে দিতে ওকে ঠেলে নিয়ে চললো। সে চেঁচাচ্ছে! এবার হোঁচট খেয়ে বালির ওপর পড়ে গেল। ওরা টেনে তুললো, আবার নিঃশব্দে চলেছে ফিমকা, হঠাৎ ডাশার দিকে তাকিয়ে আবার চেঁচিয়ে উঠলো,

ডাশা, কি করেছি আমি? আমার র‍্যাপারখানা তো গাড়ীতে ফেলে এলাম!

আবার গাল! ঠেলা মেরে ওরা তাকে সামনে নিয়ে গেল।

সমুদ্রের বালুবেলা। বালুবেলার লাল বালি মিশেছে গিয়ে সমুদ্রে। সমুদ্রে বুকে অন্ধকারে শুধু গর্জন উঠছে।

আবার ফিম্‌কার স্বর,

না, না, আমি মরতে চাই না—আমার অল্প বয়স—মরতে আমি চাই না।

চেঁচিয়েই চলেছে, গুলী ছোঁড়া অবধি অমনি চেঁচালো।

ডাশার মনে হোলো, সমুদ্রও বুঝি গর্জন করে উঠলো ফিমকার স্বর মিলিয়ে।

এবার ডাশার কাছে এল একটি ছায়া,

এই শেষবার তোমার কাছে জানতে চাইছি, সবুজ সংঙ্ঘের সঙ্গে কারা কাজ করছে বলে দাও, তোমাকে কথা দিচ্ছি, এখুনি ছেড়ে দেব। না হয়তো দেখছ? এক মিনিটের ভিতরেই তোমাকে ওখানে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হবে।

ডাশা আগের মতোই জবাব দিলে, যেন সে বোকা।

আমি একটা মেয়েমানুষ। কে সবুজ, কে লাল আমি তার কি জানি! আমার তো ঐ বাচ্চা মেয়ে নার্কা ছাড়া আর কেউ নেই, গতর খাটিয়ে খেয়ে কোনো রকমে বেঁচে আছি।....তা বেঁচে থাকতে তো হবে বাপু।

ডাশা কান্না জুড়ে দিলে, সত্যিই সে কাঁদছে, কিন্তু বুঝি এ কান্না তার নয়, তার বুকের ভিতরে কাঁদছে তার মেয়ে নার্কা।

বেশ, তাহলে তাই হোক। এই বজ্জাত মেয়েটাকে বাঁধো, আর ঐ সর্দারটাকেও নিয়ে চল।

এফিমকে ওরা নিয়ে গেল ধরাধরি করে। এবার ডাশা একটা গুলীর শব্দই শুনতে পেল। ঝাঁক নয়—শুধু একটা গুলী!

আবার অফিসারের ছায়া এসে দাঁড়ালো তার কাছে।

আর আধ মিনিট সময় দিচ্ছি!

কিন্তু আমি কি বলবো বল তো। বেশতো ইচ্ছে হয় গুলী চালাও।

ডাশার মনে হোল, মুহূর্তে চলে যাবে. সে লুটিয়ে পড়বে বালির ওপরে ফিম্‌কার মতো, চেঁচিয়ে উঠবে। তার বুকখানা যেন ভেঙে যাচ্ছে, গলে যাচ্ছে।

হঠাৎ তার মনে হোল কে তাকে হাওয়ার স্তরে ছুড়ে ফেলে দিলে, লোহায় ঠুকে গেল মাথা।

আবার লরি নড়ছে, ঝক্‌ঝক্ শব্দ করছে, আবার তারারা যেন বহুবর্ণী মণি; নাগালে এসে গেছে। পাহাড়ের ওপরে আকাশ যেন আগুনের কুয়াশার মতো জ্বলছে।

এবার ওকে ওরা কুঠরীতে না রেখে একটা ঘরে নিয়ে এল। সেই ছোকরা কর্ণেলটি বললে,

ইঞ্জিনিয়ার ক্লিষ্ট তোমার জামিন হয়েছেন। তোমার উপর আমাদের বিশ্বাস নেই, কিন্তু তাঁর ওপর যথেষ্টই আছে....

কর্ণেল বললে, তুমি ছাড়া পেলে, কিন্তু একটা কথা মনে রেখ, আবার যদি

ধরা পড়, আর বাড়ি ফিরতে হবে না। হাঁ, আর একটা কথা : এখানে তোমার ওপর কিছু করা হয় নি, কিছুই তুমি দেখনি—যদি একটা কথা বেরোয়, তাহলে ঐ কুত্তাগুলোর মতো হবে তোমার অবস্থা। যাও, এখান থেকে দূর হয়ে যাও।

তারপর থেকে ডাশা আর কখনো শিউরে ওঠেনি। তার চোখে সেই থেকেই ভ্রূকুটি বাসা বেঁধেছে। কাউকে কিছু সে বলে নি। শুধু শিখেছে কি করে ধীরস্থির থাকতে হয়, কি করে বলতে হয় কথা।

দুপুর রাতের আগে সে সেদিন বাড়ি ফিরলো না। স্যাঁতসেতে ঘর, এখানে ওখানে মাকড়সার ঝুল, ঘরের কোনে কোনে ধুলো। মুখখানা তার ম্লান, চোখের দৃষ্টি নিষ্প্রভ। মাতিয়া হোলো ওর সেরা বন্ধু। সাভচুক গ্রোমাদা তার লোসাকের সঙ্গে কারখানার আঙিনায় সে ঠায় বসে থাকতো, সলা পরামর্শ করতো, লাল ফৌজের আসার তোড়জোড় চলতে লাগলো। লোসাক, গ্রোমাদা আর সাভচুককে সে জানালে গোপন আন্দোলনের কথা। আগে ওরা রাতে ঘুমোতো, দিনের বেলায় তাকিয়ে থাকতো পাহাড়ের দিকে। এখন রাতে চোখ থেকে ঘুম চলে গেল, দিনে যেন মনে হতে লাগলো ওরা অন্ধ।

আবার সিপাই আসছে, চোখে তাদের মূক প্রশ্ন। ওরা যেন কড়ে রাঁড়িদের সঙ্গে স্ফূর্তি করতেই এসেছে। একবার কি দুবার ওরা এল, তারপরে গেল মিলিয়ে; তাদের জায়গায় এল আর এক দল। প্রথম যারা এসেছিল তারা কোথায় গেল? ডাশার ভাবলেশহীন মুখে তো আর হদিশ মেলে না।

স্বেচ্ছায় এই সে প্রথম হোল বিশ্বাসহন্ত্রী—নিজের আত্মার কাছে হোল দ্বিচারিণী। অন্য পুরুষের সঙ্গে সহবাস চললো। যখন সে কথা মনে পড়ে, ডাশার দুঃখ হয় না। এ যেন তার কর্তব্যেরই অঙ্গ। পালটা গোয়েন্দাগিরি কোনো কোনো সৈনিক এসে হয়তো বলতো,

ডাশা, তোমার সঙ্গে এভাবে আর থাকতে পারি না। বুনো জন্তুর মতো তো আর ঘোরা যায় না। শেষবারের মত আমাকে জড়িয়ে ধর। তারপর

যাই, ছুটে যাই। তোমার এই আলিঙ্গন হয়তো আমাকে ভয় থেকে মুক্তি দেবে।

সত্যই, কখনো কখনো মায়া পড়ে যেত, সে নিজেকে হারিয়ে ফেলত। কিন্তু এ তার আত্মাহুতি। এ তো জীবনের চেয়ে বড়। এই আত্মাহুতি সৈনিকের সাহস জোগাত!

বন্দরে ব্রিটিশ জাহাজ এসে নোঙর ফেললো একদিন, ধনীদের নিয়ে তারা চলেছে, ওরা উত্তর থেকে পালিয়ে আসছে।

আর পাহাড়ের আড়ালে কোথাও বা কেঁপে উঠছে মাটি, গোলা ঝলক মেরে যাচ্ছে আকাশে স্খলিত উল্কার মতো।

বসন্তের দিন এল, রোদেভরা সকাল, আকাশ আর সমুদ্র যেন এক হয়ে গেছে, চেনা যায় না। গাছে গাছে ধরেছে ফুল, কাঁপছে হাওয়া। ডাশা লাল রুমালখানা মাথায় বেঁধে মানুষ আর ঘোড়ার মৃতদেহের স্তূপ পার হয়ে চললো, উৎকট পচা গন্ধ উঠেছে। শ্বেতবাহিনীর চরম পরিণতি দেখতে দেখতে সে গিয়ে পৌঁছিল শহরে। কমিউনিষ্টদের খোজেই সে এল। একা সে চলেছে পথে। এখনো মজুর আর শহরের বাসিন্দারা নিজেদের গর্ত্ত থেকে বেরুতে ভয় পায়।

সে চলতে লাগলো। চোখ আর মাথায় বাঁধা রুমালে ঝরছে অগ্নিকণা, আকাশের সমুদ্রের নীল জ্বালা যেন ঝরে পড়ছে। চোখে তার আম্বারের দীপ্তি—আর মাথার রুমাল যেন তাজা রক্ত। লাল ফৌজের কয়েকজন ঘোড়সওয়ার সিপায়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তাদের উর্দির আস্তিনের লাল ব্যাজ, রোদে যেন লাল আফিমের ফুলের মতো দেখাচ্ছে। সে তাদের দিকে তাকিয়ে হাসলো তারাও হাতছানি দিচ্ছে, পালটা হাসছে। হঠাৎ চেঁচিয়েও উঠলো,

লাল রুমালেওয়ালী সাবাস! লাল মেয়ে সাবাস! সাবাস।

গ্লেব বহুক্ষণ চুপ করে পড়ে রইল, সে যেন নিষ্পেষিত হয়ে গেছে। তার

মাথা এখনো ডাসার কোলে, কথা সে বলতে পারছে না, এই তো—এই তো তার ডাশা। তার নিজের স্ত্রীর মতোই কাছে বসে আছে। একই স্বর, একই মুখ, একই হাত, বুক আগের মতোই স্পন্দিত। কিন্তু এতো সেই তিন বছর আগের ডাশা নয়—সে ডাশা চিরদিনের মতো বিদায় নিয়েছে।

কেমন এক স্নেহ যেন তাকে বিবশ করে দিয়ে গেল। স্নেহের বন্যা ব্যথায় উদ্বেল, সে তাকে জড়িয়ে ধরলো, অনেক কষ্টে চেপে রাখলে চোখের জল। ক্রোধে হতাশায়, প্রেমে সে আর্ত্ত, অধির।

ডাশা, ডাশা, আমার পাখী। তুমি তো কএাই সয়েছ।···উঃ যদি তখন জানতাম। আমার বুক তো ফেটে যাচ্ছে ডাশা। তুমি অপরিচিতের শয্যাসঙ্গিনী হয়েছ!···ডাশা। আমি তোমাকে আঘাত করতে পারি, নির্য্যাতন চালাতেও পারি তোমার ওপর!····একথা আমাকে কেন বললে? কিন্তু ইচ্ছে করলেই কি পারি আঘাত করতে? হাত যে ওঠে না····আমার হাত যেন পঙ্গু। কিন্তু—কিন্তু —তুমি সৈনিকদের শয্যাসঙ্গিনী হয়েছ···আমি কি এর অন্য উদ্দেশ্য মেনে নিতে পারব? ডাশা, যা হয় হোক, আমি তো আর প্রভু নই··কিন্তু আর তো আমার কেউ নেই তুমি ছাড়া। তুমি আছ, শুধু তুমি। তুমি একা চলেছিলে সংগ্রামের পথে, একাই লড়াই চালিয়েছ। ডাশা, আমার প্রিয়া ডাশা!

গ্লেব, গ্লেব, তুমি বড় ভাল! তুমি বোকা, কিন্তু বড় ভাল!

রাত নেমে এল, ওরা আলিঙ্গনবদ্ধ হয়ে শুয়ে আছে। বিয়ের পর প্রথম দিনগুলি ছিল এমনি।